

ব. সা. প. পু.
উপস্থিত তাং..... ১৩১৮

বেদসংহিতা।

শ্রীমধুসূদন সরকার কর্তৃক

পণ্ডে অনুদিত।

মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহ প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৬৪ নং অখিল মিত্রির লেন, হিন্দু মেসিন যন্ত্রে
শ্রীহেমচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯ সাল।

ভূমিকা ।

বেদসংহিতা হিন্দুর মহাগ্রন্থ। হিন্দুর পক্ষে এতদপেক্ষা অধিকতর নমস্কার গ্রন্থ আর নাই। অন্যান্য জাতির ও ধর্মতত্ত্বের অনেক মূলমন্ত্র বেদ-সংহিতায় নিহিত আছে। সুতরাং বেদ-সংহিতার পূজনীয়ত্ব ও প্রাচীনত্ব এত অধিক যে, ইহার সর্দিষ্ট ভগতে আর নাই।

মহানুভব শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, তদীয় হিন্দু শাস্ত্র নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বেদের সংহিতাভাগ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে অথর্ববেদীয় অংশ ভিন্ন অন্য সকল অংশই আমি পরারাদি প্রচলিত ছন্দে, অনুদিত করিয়াছি। তন্নিম্ন ঋগ্বেদ হইতে আরও ১০টি সূক্ত গ্রহণ করিয়া ঋগ্বেদীয় ভাগে ৫০টি সূক্ত সন্নিবেশিত করিয়াছি। শুক্ল যজুর্বেদ হইতেও ক্রত্বাধ্যায়ের ১৬টি মন্ত্র অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অথর্ব বেদের ৫টি সূক্তের Griffith's অনুবাদ আমাকে রমেশ বাবু ইংলণ্ড হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা আমি এখানে মূলের সহিত ঐক্য করিয়া পক্ষে পরিণত করিয়া এই গ্রন্থে সংযুক্ত করিয়াছি। /

প্রায় ২০০ মন্ত্র সংশোধনার্থে আমি মহাশয়। রমেশ বাবুর নিকট ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তখন হৃর্তিক মন্বজীর বিবরণ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকায় সংশোধন করিবার সময় না পাইয়া

আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে নিরে উদ্ধৃত করিতেছি।

"My dear Madhu Sudan,—I am sorry that I shall have not time to revise your translation but I think your idea is very good and hope your work will be acceptable to the public. I will give you one advice—don't use any single hard or Vedic word in your Bengali translation—that practice spoils all translation from Sanscrit and makes the Bengali more difficult than the original. Omit such words as রত্নধাতম, অধ্বর and কবিক্রতু and make the translation intellegible to ordinary Bengali readers."

মহাশক্তিশালী রমেশ বাবুর অননুকরণীয়া লেখনী যেরূপ প্রাঞ্জলভাবে মহাভারত ও রামায়ণকে ইংরেজী পক্ষে পরিণত করিয়াছে সে শক্তি আমি কোথায় পাইব ? তবে তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমি পুনর্বার প্রত্যেক মন্ত্রের অনুবাদ সংশোধন ও সরল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফলকাম হইয়াছি বলিতে পারি না। পূর্বে হইতেই মূল সহ অনুবাদ প্রকাশ আমার অভিপ্রায় ছিল, সুতরাং আমার স্বাধীনতার ব্যবহার অত্যন্তই হইয়াছে।

বেদবর্ণিত হিন্দুজীবন কি নবীনতাময়, উৎসাহপূর্ণ, ও

কর্মপ্রবণ! পরবর্ত্তিকালের সামাজিক কুপ্রথাগুলি বাহাতে জাতিকৈ নিষেজ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার লেশ মাত্র বেদমন্ত্রে দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ এই মন্ত্রগুলি হিন্দুর সাধারণ সম্পত্তি এবং উহার রচয়িতা বা দ্রষ্টা ঋষিগণ হিন্দু জাতিসাধারণের পূর্ব পুরুষ। সুতরাং সর্ব সাধারণ হিন্দুর পক্ষে এতদপেক্ষা স্বীয় ও মূল্যবান জিনিষ আর নাই। একজন্ত আশা করি উদীয়মান হিন্দু জাতি সংহিতাংশের যে সারাংশ সংকলিত হইল তাহা একবার শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া অনুবাদককে অনুগৃহীত করিবেন।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, যদিও সায়ণের টীকা আমি পাঠ করিয়াছি তথাচ রমেশ বাবুর বঙ্গানুবাদ এবং অথর্ব বেদ সম্বন্ধে Griffith সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ আমার প্রধান সম্বল ছিল। পড়ে বাক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য, পাণ্ডিত্য-প্রকাশ আমার শাক্তর বহির্ভূত।

বেদসংহিতা সম্বন্ধে রমেশবাবু যে অতি সুন্দর ও সরল উপক্রমণিকা তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রের সংহিতাভাগের সহিত সংলগ্ন করিয়াছেন আমি তাহা, তাঁহার অনুমতিক্রমে, এই পুস্তকের উপক্রমণিকা রূপে গ্রহণ করিলাম। বাঙ্গালা টীকা প্রায়শঃ রমেশবাবুর পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই রমেশ বাবুর নিকট আমি বহুবিধ কারণে কৃতজ্ঞ ; তাহার পর, এই অনুবাদ মূদ্রণে অনুমতি দিয়া উৎসাহ দিয়া এবং নানা প্রকারে সহায়তা করিয়া আমাকে তিনি আরও কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এ জন্ত এই পুস্তক তাঁহার

মহনীর নামে উৎসর্গীকৃত হইল। তাঁহার কথা ভাবিলেই আমার
মনে কবিশ্রেষ্ট মাইকেল মধুসূদন দত্তের এই কথা স্মরণ হয় ;—

“রাজেন্দ্র সময়ে

দীন যথা যার দূর তীর্থ দরশনে।”

রঘুনাথগঙ্গ, মুর্শিদাবাদ }
১লা বৈশাখ, ১৩০২। }

শ্রীমধুসূদন সরকার।

উৎসর্গপত্র ।

জীবনের প্রতি দণ্ড স্বেয়মিত য়ার ;
কর্তব্যের পথে য়ার গতি অনিবার ;
কথা কার্যে য়াহার প্রভেদ অতি অল্প ;
বিশুদ্ধ জীবন য়ার আদর্শানুকল্প ;
বেদের উদ্ধার সাধি, শাস্ত্রের উদ্ধার,
ভারতবাসীকে দিয়ে সর্বশাস্ত্র-সার ;—
যাহাই সুন্দর, যাহা অতি স্বাস্থ্যকর,
যাহাতেই দেয় প্রাণ, যাহাতে ঈশ্বর ;—
তাহার সংগ্রহ করি নবীন জীবন
ভারতে আনিতে য়ার কত প্রাণপণ !
বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব দেশে করিতে স্থাপন
সংগৃহীত য়ার হস্তে সর্বোপকরণ ;
প্রকৃত মতের আলো য়াহার সহিত
আসিয়া ভারতবর্ষ করেছে প্রাবৃত্ত ;
ব্যাসতুল্য মহাত্মা কায়স্থ-প্রধান
সেই দত্ত চন্দ্রযুক্ত রমেশ ক্রীমান—
তাহার নামেতে এই তাহার সংহিতা
পদ্যে পরিণতা হয়ে হ'ল সমর্পিতা ।

শুদ্ধিপত্র ।

সংস্কৃতংশ ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২	৪	বধমানঃ	বর্ধমানঃ
৭	৫	ভগ	ভগঃ
৮	২	বিমোমোক্ত	বি মুমোক্ত
৯	১৯	আসামা	অসামা
১০	১৯	আভ	আভ্
১১	২০	অবঃভী	অবঃভীঃ
১৫	৩	সোমপীতয়েহংতরিকা	সোমপীতয়েহংতরিকা
১৬	৪	মুযো	মুযো
১৮	১৩	দধাননমন্তমানা	দধানানমন্তমানা
২০	৫	বা	বা
২১	৭	ভুবিদাব	ভুবিদাব
২২	১৬	পিপুর্বাষীমসচ্চতঃ	পিপুর্বাষীমসচ্চতঃ
২২	৩	গাত্	গাত্
২৩	৭	আ	আ
২৪	১৩	জাবিঃ	জাবিঃ
২৫	১৯	রবভুংমান	রবভুংমান্
২৬	১০	যোষণাঃ	যোষণাঃ
২৬	১৫	বাজঘঃতঃ	বাজঘঃতঃ
৩০	৪	তরিত্রিতঃ	তরিত্রিতঃ
৩১	৬	সংতবীত্বংপথামঃ	সংতবীত্বংপথামঃ
৩২	১৫	ধুক্	ধুক্
৩৩	৭	গুহ্নাতু	গুহ্নাতু
৩৫	৭	নৃকর্ষ	নৃকর্ষ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৩৫	৯	ব্যানন্তিঃ	ব্যানন্তি
৩৭	১	শক্রমদভু	শক্রমাদভু
৪১	৬	ষেষ	ষেষঃ
৪০	৩	পুত্রধন্নিষ্ঠা	পুত্রধন্নিষ্ঠা
৪২	১৯	নার্পহনঅর্জমু	অহুর্জনানামুগ
৪১	১৫	ব্যুৎপত্তে	ব্যুৎপত্তে
৫৪	১১	সংবিদানং	সংবিদানঃ

বাক্যলিপি ।

১০	১	ঋক্গুলি	ঋক্গুলি
১০	২২	সংকল্প	সংকলন
২	২	আনারন	আনরন
৪৪	৮	গমন	আগমন
৫২	১০	পাল	পালন
৬৫	১	৬২	৬১
১০৬	৬	আসি হে	আসি হও হে
১০৯	৩	নিজ্জোক	লিজ্জোক
"	৪	এ	এ
"	১৭	শান্তিদাতা	শান্তিদাতা
১১০	২	সংবর্দ্ধিত	সংবর্দ্ধিত
১১৭	৬	পিতৃলোক	পিতৃলোক
১২০	৮	১৭	২
১৪২	১৯	নিম্নেস্থিত	নিম্নেস্থিত
১৪৬	৪	গ্রহণ	গ্রহণ

রোগ শোক ও নানাবিধ কারণে আমি প্রফ দেখিতে না পারার অশু-
দ্ধির সংখ্যা বেশী হইরাছে। এই শুদ্ধিপত্রে পাঠকের অনেক উপকার
হইবে, আশা করি।

বেদসংহিতা ।

ঋগ্বেদসংহিতা ।

হিন্দু আৰ্য্যাদিগের প্রাচীন যজ্ঞ বা ঋক্গুলির সমষ্টিকে ঋগ্বেদ সংহিতা বলে। ঋক্গুলি বহুকালের জ্বা, এবং বহুকালাবধি ইহা দ্বারা প্রাচীন হিন্দুগণ যাগ যজ্ঞ নির্বাহ করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ও ঋষিবংশীয়েরা বংশানুক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ঋক্‌সমূহ কণ্ঠ্য করিয়া রাখিতেন এবং যজ্ঞ ব্যবহার করিতেন। অবশেষে যখন ঋক্গুলি “সংহিতা” রূপে সংকলিত হইল তখন এক এক ঋষিবংশের ঋক্গুলি এক এক মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট হইল। কেবল প্রথম ও শেষ মণ্ডলে অনেক ঋষির যজ্ঞ দেখিতে পাওয়া যায়।

এক একটি শ্লোকের নাম ঋক্। কয়েকটি ঋক্ দ্বারা কোন দেবের যে একটি স্তুতি রচিত হয়, সেই স্তুতিটিকে সূক্ত বলে। অনেকগুলি সূক্ত এক এক মণ্ডলে সংকলিত হইয়াছে। এই মণ্ডলটি মণ্ডলে ঋগ্বেদসংহিতা সম্পূর্ণ।

ইহার মধ্যে প্রথম মণ্ডলে ১৯১টি সূক্ত আছে, এবং সেগুলি অনেক ঋষি দ্বারা রচিত বা দৃষ্ট। ইহার মধ্যে দীর্ঘতম ও ত

পুত্রের ৩৬টি, অন্ধিরা বংশীয়দিগের ৩২টি, কণুবংশীয়দিগের ২৭টি, অগস্ত্যের ২৭টি, গৌতম ও তৎপুত্রের ২৭টি, দিবোদাস পুত্র পুরু-
চ্ছেপের ১৩টি, বিশ্বামিত্র পুত্র মধুছন্দার ১১টি, শক্তিপুত্র পরাশরের
৯টি, অজীগর্তের পুত্র শুনঃসেফের ৭টি, মরীচিপুত্র কশ্যপের ১টি,
এবং অন্যান্য কয়েকজন ঋষির এক একটি,—সর্বমুদ্র ১৯১টি
শ্রুত ।

দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৬টি শ্রুত, ভৃগুবংশীয় গৃৎসমদ ও তদ্বংশীয়গণ
ঋষি । তৃতীয় মণ্ডলে ৬২টি শ্রুত, বিশ্বামিত্র ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি ।
চতুর্থ মণ্ডলে ৫৭টি শ্রুত, বামদেব ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি । পঞ্চম
মণ্ডলে ৮৭টি শ্রুত, অত্রি ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি । ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫টি
শ্রুত, ঋষি ভরদ্বাজ ও তদ্বংশীয়গণ ।

বশিষ্ঠ ও তদ্বংশীয়গণ সপ্তম মণ্ডলের ঋষি এবং ইহাতে ১০৪টি
শ্রুত আছে । কণু ও তদ্বংশীয়গণ অষ্টম মণ্ডলের ঋষি এবং
ইহাতে ১০টি শ্রুত আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে ১১টিকে বালখিল্য
শ্রুত কহে । এই ১১টি অন্য শ্রুতের স্থায় প্রাচীন কি না সে
বিষয়ে সন্দেহ আছে, এবং পণ্ডিত প্রবর সায়ণাচার্য্য সমস্ত ঋগ্বে-
দের টীকা লিখিয়াছেন কিন্তু এই ১১টি শ্রুতের টীকা লেখেন নাই ।
নবম মণ্ডলটি অন্যান্য মণ্ডলের স্থায় নহে । অন্যান্য মণ্ডলে ভিন্ন
ভিন্ন শ্রুতে অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেব আহুত হইয়াছেন,
নবম মণ্ডলে ১১৪ টি শ্রুত, সকল গুলিরই দেবতা সোম । ফলতঃ
ঋগ্বেদ সংহিতার এই নবম মণ্ডলের সহিত সামবেদ সংহিতার
মনেক সামঞ্জস্য দেখা যায় ।

দশম মণ্ডলে প্রথম মণ্ডলের স্থায় অনেক ঋষির স্মৃতি আছে এবং সর্বশুদ্ধ ১৯১টি স্মৃতি । কিন্তু এই দশম মণ্ডলের সকল স্মৃতির ঋষি দিগের প্রকৃত নাম পাওয়া যায় না, দেবতা দিগকে স্মৃতির ঋষি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই দশম মণ্ডলের অনেকগুলি স্মৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় এবং ইহার সহিত অথর্ব বেদসংহিতার অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায় ।

যে সকল প্রাতিশ্রুতীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের সহস্রাধিক স্মৃতি কণ্ঠস্থ করিয়া পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত হিন্দুজাতি কতদূর পর্য্যন্ত ঋণী ! তাঁহাদের যত্ন, তাঁহাদের অসাধারণ ধীশক্তি ও অধ্যবসায় ও তাঁহাদের প্রগাঢ় ধর্মভক্তি বশতঃ অতীত আমরা এই জগতে অতুল্য রত্নের অধিকারী । আর্য্যজগতের প্রথম গ্রন্থ, প্রথম ধর্মশিক্ষা, প্রথম সভ্যতার রত্নময় ফল আমাদের পৈতৃক ধন ।

প্রাচীর গ্রন্থগুলি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বহু শতাব্দি অবধি কণ্ঠস্থ করিয়া বাখিতেন । কালক্রমে গ্রন্থগুলিতে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটিত, অর্থাৎ এক প্রদেশে প্রচলিত গ্রন্থের সহিত অন্য প্রদেশে প্রচলিত সেই গ্রন্থের তুলনা করিলে, শব্দ বা অক্ষরে সামান্য বিভিন্নতা লক্ষিত হইত । এইরূপে বৈদিকগ্রন্থগুলির ভিন্ন ভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু প্রায়ই সেই শাখা সমূহের মধ্যে বিভিন্নতা অতি সামান্য ।

যে ঋগ্বেদখানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শাকলদিগের

শাখা। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিদিগের সূক্তগুলি ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলরূপে যে
সঙ্কলিত হইয়াছে সে আজ কালের কথা নহে। জনশ্রুতি আছে
যে কুষাঋষিগণ বেদব্যাস বেদগুলি এইরূপে সঙ্কলন করিয়া
ছিলেন। ফলতঃ যে কালে কুরু ও পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও মাদ্র
প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত জাতিগণ গঙ্গা ও যমুনার উপকূলে
নিজ নিজ রাজ্যবিস্তার করিয়া বাস করিতেন, সেই প্রাচীন
কালেই ঋগ্বেদের সঙ্কলন কার্য সমাধা হইয়াছিল এক্রপ অনুমিত
হইতে পারে। ঐতরের আরণ্যক নামক প্রাচীন গ্রন্থে ঋগ্বেদের
মণ্ডল ও ঋষিগুলির নাম স্বাভাবিকভাবে লিখিত আছে। আশ্বলায়ন
এবং শাঙ্খায়নের প্রাচীন গৃহ সূত্রেও ইহার উল্লেখ পাওয়া
যায়।

ঋগ্বেদের প্রাচীনত্বের আর একটি কথা বলি। শৌনকের
নাম সকলেই জানেন। জম্বজয়ের নিকট বৈশম্পায়ন দ্বারা যে
মহাভারত কথিত হইয়াছিল, বৈশম্পায়নের পুত্র সৌতি দ্বারা সেই
মহাভারত নৈমিষারণ্যে শৌনকের মহাযজ্ঞে পুনরায় কথিত
হইয়াছিল। সেই শৌনক বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন ঋষি ঋগ্বেদের
একখানি অনুক্রমণী লিখিয়াছেন তাহাতে প্রত্যেক সূক্তের ছন্দঃ,
দেবতা এবং ঋষির নাম উক্ত হইয়াছে। এবং এই প্রাচীন
কালেই ঋগ্বেদ সংহিতার প্রত্যেক শ্লোক, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক
অক্ষর গণনা করিয়া স্থির করা হইয়াছিল। শব্দের সংখ্যা ১,৫৩,
৮২৩, অক্ষরের সংখ্যা ৪৩২০,০০। তবে যদি এই প্রাচীন
কালেই গঙ্গা ও যমুনা তীরে ঋগ্বেদের সংকলন কার্য শেষ হইয়া

থাকে, তবে তাহারও কত পূর্বে কত শতাব্দিতে সিন্ধু ও সরস্বতী-
 তীরে ঋগ্বেদের সহস্রাধিক সূক্তগুলি একে একে রচিত হইয়া-
 ছিল তাহা বলা দুঃসাধ্য । প্রথম আর্ষাগণ সিন্ধু ও সরস্বতীতীরে
 আকাশ : ও সূর্য্য ও অন্তরীক্ষের দিকে চাহিয়া যে ধর্মজ্ঞান, যে
 ঈশ্বর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন সেই ধর্মজ্ঞান, সেই ঈশ্বর
 জ্ঞানই অত্যাধি হিন্দুধর্মের মূলস্বরূপ । সেই ঈশ্বরজ্ঞান ও ধর্ম
 জ্ঞান কিরূপ তাহা পাঠকগণ ঋগ্বেদের সূক্তগুলি ভক্তি ও যত্নের
 সহিত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন । আমরা ভিন্ন ভিন্ন
 মণ্ডল হইতে ৪০টি সূক্ত (মূল ও অনুবাদ) এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট
 করিলাম । পাঠক মাত্রই ঐ প্রাচীন সূক্তগুলি পাঠ করিয়া
 নিজের নিজের প্রাচীন ধর্মের মর্ম গ্রহণ করিবেন ; সূতরাং বেদের
 ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই ।

তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে প্রাচীন হিন্দুগণ ঐশ কার্য্য
 ও ঐশ ক্ষমতার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া
 আহ্বান করিতে ভালবাসিতেন । কিন্তু সেই ঐশ কার্য্য পর-
 ম্পরার নিয়ন্তা ও প্রভু যে এক ও অদ্বিতীয়,—এ মহৎ কথা
 প্রাচীন হিন্দুদিগের অবিদিত ছিল না । দশম মণ্ডলের, ৮২ সূক্তের
 তৃতীয় ঋক্টি উদাহরণস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিলাম ।

“যিনি আমাদের পিতা ও জন্মদাতা, যিনি বিধাতা,

“যিনি বিশ্বজগতের সকল ধাম অবগত আছেন,

“যিনি অনেক দেবের নাম ধারণ করিলেও এক ও অদ্বিতীয়,
 এই বিশ্বভুবন তঁহাকেই জানিতে উৎসুক ।”

বিশ্বজগদ্ব্যাপী এক ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে বিশ্বাস হিন্দু ধর্মের মূলস্বরূপ,—সেই মহৎ বিশ্বাসের মূল ও ইৎপত্তি এই ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে লক্ষিত হইবে ।

সামবেদ সংহিতা ।

প্রাচীন রীতি অনুসারে বস্ত্র সম্পাদনার্থ কোন কোন ঋক্ কেবল উচ্চারিত না হইয়া গীত হইত । এই গীত ঋক্গুলির সনষ্টিকে সামবেদসংহিতা বলে । ঋক্গুলি নূতন নহে ; সামবেদ সংহিতার প্রায় সমস্ত ঋক্গুলিই ঋগ্বেদসংহিতায় পাওয়া যায় । সুতরাং ঋগ্বেদ হইতে বেরূপ কর্ণেকটি সূক্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সাম বেদ হইতে কোন সূক্ত উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই । সাম বেদের বিশেষত্ব কেবল এই যে গীত ঋক্গুলি পৃথক্ করিয়া সঙ্কলিত হইয়া একটি সংহিতাবদ্ধ হইয়াছে ।

সামগাচার্য্য ত্রীমতাব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন,—সাম বেদের ত্রয়োদশটি মাত্র শাখার নাম অবগত হওয়া যায় । অধ্যাপকভেদে ও দেশ কালভেদে গ্রন্থের পাঠভেদ ও উচ্চারণভেদ জন্মে, এবং ইহাই ঐরূপ শাখাভেদের একমাত্র কারণ । প্রায় সকল শাখাতে একই মন্ত্র আছে, কোন কোন শাখায় মন্ত্রসংখ্যার কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্যও আছে ।

সামবেদের ত্রয়োদশ শাখার মধ্যে কোথুমী শাখা কানী, কাণ্ডকুজ, গুর্জর ও বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, এবং পণ্ডিতপ্রবর সায়ণাচার্য্য এই শাখারই টীকা করিয়া গিয়াছেন। রাণায়ণী শাখা দ্রাবিড়ে প্রচলিত আছে; ও অন্যান্য একাদশটি শাখা এক্ষণে দেখা যায় না।

সামবেদের কোথুমী শাখার সংহিতা দুই ভাগে বিভক্ত। ঋক্গুলিকে “আচ্চিক” বলে এবং সেই ঋগ্মূলক গীতগুলিকে “গান” বলে।

আচ্চিক তিনটি। “ছন্দ” আচ্চিকে যে ঋক্গুলি আছে “গেয়” গানে সেই ঋগ্মূলক গীতগুলি আছে। ফলতঃ ছন্দঃ আচ্চিকে যে ঋকের পর যে ঋক্টি আছে, গেয় গানে সেই ঋগ্মূলক গানের পর সেই ঋগ্মূলক গানটি আছে।

“অরণ্যক” আচ্চিকে যে ঋক্গুলি আছে, তন্মূলক গানগুলি “অরণ্য” গানে আছে, তবে ক্রমান্বয়ে সাজান নাই। এবং অরণ্যগানে কতকগুলি গান আছে যাহার মূল ঋক্ অরণ্যক আচ্চিকে নাই।

এইরূপে “উত্তরা” আচ্চিকে যে ঋক্গুলি আছে, তন্মূলক গানগুলি “উহ ও উহ” গানে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলিও ঋকের ক্রমানুসারে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

যজুর্বেদসংহিতা ।

ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে যে বিশেষ মন্ত্রগুলি আবশ্যক হয় ও যে নিয়ম পালন করিতে হয় তাহারই সমষ্টিকে যজুর্বেদ সংহিতা বলে। ঋগ্বেদ পণ্ড গ্রন্থ ; যজুর্বেদ গণ্ড গ্রন্থ। যজুর্বেদে যজ্ঞ সম্পাদনের বিধানগুলি অর্থাৎ কোন্ মন্ত্রের সহিত কোন্ ক্রিয়ার পর কোন্ ক্রিয়াটি সম্পাদন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহারই বিধান দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ যে স্তুতি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে সঙ্কলিত হইয়া ঋগ্বেদসংহিতা দশ মণ্ডলে বিভক্ত হইয়াছে। যজুর্বেদের বিভাগগুলি কেবল ক্রিয়ানুলক ; ইহার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞক্রিয়ার মন্ত্র ও বিধান সংগৃহীত হইয়াছে।

যজুর্বেদের অনেক শাখা, তাহার মধ্যে ছয়টি কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও অবশিষ্ট গুরু যজুর্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতাকে তৈত্তিরীয় সংহিতাও বলে, এবং কোন কোন তৈত্তিরীয় সংহিতায় ধৃতরাষ্ট্র ও পাঞ্চালগণ ও কোন্তেরগণের কথার উল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন, প্রাচীন কুরু ও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের মধ্যে কৃষ্ণ যজুর্বেদই প্রচলিত ছিল, এবং মিথিলাতে গুরু যজুর্বেদের প্রচলন হয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদে মন্ত্রগুলি এবং সেই মন্ত্র সম্বন্ধীয় অর্থমীমাংসা অর্থাৎ “ব্রাহ্মণ” গুলি, অতিশয় বিমিশ্রভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। কথিত আছে যে মিথিলা দেশের জনক রাজার রাজপুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয় সেই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বিজড়িত

যজুর্বেদের পুনঃ সঙ্কলন সাধন করিয়াছিলেন । তিনি মন্ত্রগুলিকে পৃথক্ করিয়া শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতাক্রমে সঙ্কলিত করিলেন এবং ব্রাহ্মণগুলি ক্রমে বিজ্ঞিতলাভ করিয়া “শতপথ ব্রাহ্মণ” নামক গ্রন্থ হইল । এই মহৎ কার্য্য যাজ্ঞবল্ক্য একাকী সম্পাদন করেন নাই । ফলতঃ তাঁহার সপ্তদশ শিষ্যের অধ্যাপনভেদে শুক্ল যজুর্বেদের সপ্তদশ শাখা হইয়াছে, সে সকল গুলিকেই বাজসনেয়ী সংহিতা কহে ।

বাজসনেয়ী সংহিতার শাখাগুলির মধ্যে মাধ্যন্দিনী শাখাই বিশেষ প্রচলিত এবং মহীধর প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা এই শাখারই টীকা লিখিয়াছেন । এই শাখার সংহিতা সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথা বলিলেই পাঠক যজুর্বেদ কি, তাহা কতকটা বুঝিতে পারিবেন ।

মাধ্যন্দিনী শাখা ৪০ অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে দর্শ-পূর্ণমাস অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে সম্পাদনীয় দর্শ-যাগের কথা আছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের কথা আছে । বৈদিক যজ্ঞ সমূহের মধ্যে কেবল এইটি হিন্দুদিগের মধ্যে এখনও সাধারণতঃ প্রচলিত আছে ।

তৃতীয় অধ্যায়ে অগ্নিহোত্র অর্থাৎ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সম্পাদনীয় হোমের কথা আছে, এবং এই অগ্নিহোত্রের বিবরণেই প্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র (ঋগ্বেদ ৩৬২।১০) সন্নিবিষ্ট আছে । এই অধ্যায়ে চাতুর্মাশ্র যজ্ঞেরও বিবরণ আছে ।

চতুর্থ হইতে অষ্টম অধ্যায়ে অগ্নিষ্টোমের বিধান আছে । নবম অধ্যায়ে রাজসূয়, দশম অধ্যায়ে সৌত্রামণী এবং একাদশ

হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে অগ্নিচয়নের কথা আছে। এই অগ্নি-চয়ন ক্রিয়াটি প্রাচীন হিন্দুদিগের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা ছিল। যুবকগণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া এবং উদাহ করিয়া যখন গৃহস্থাপ্রমে প্রবেশ করিতেন তখন যে অগ্নি আধান করিতেন সেই অগ্নি চিরকাল প্রজ্বলিত থাকিত এবং তাহাতেই গৃহস্থদিগের সম্পাদনীয় যজ্ঞানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হইত।

কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে, শুক্ল যজুর্বেদের পূর্বোন্নি-খিত অষ্টাদশ অধ্যায়ই প্রাচীনতম অংশ, এবং এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি কৃষ্ণ যজুর্বেদেও পাওয়া যায়। উনবিংশ অধ্যায় হইতে “পরিশিষ্ট” আরম্ভ হইয়াছে। দ্বাবিংশ হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে অশ্বমেধযজ্ঞের বিধান আছে। ষড়্‌বিংশ হইতে চত্বারিংশ অধ্যায়গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং এ গুলিকে “খিল” অংশ কহে। ইহাতে পূর্বোক্ত যজ্ঞাদির পরিশিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়, এবং পুরুষমেধ, সর্ষমেধ এবং পিতৃমেধের বিবরণ পাওয়া যায়।

পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন যে নানাবিধ যজ্ঞ সম্পাদনই প্রাচীন হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। এবং হিন্দুগণ নানাশাস্ত্রে যে ক্রমশঃ উন্নতি ও জ্ঞানলাভ করেন তাহাও যজ্ঞানুষ্ঠান মূলক। যজ্ঞ সম্পাদনার্থ সূর্য্য, চন্দ্র বা নক্ষত্রের গতি দর্শন করিয়া তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। যজ্ঞে বিশুদ্ধরূপে মন্ত্র উচ্চা-রণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা যে নিয়ম গুলির আলোচনা করিতে লাগিলেন তাহা হইতে ‘দেববিদ্যা’, ‘ব্রহ্মবিদ্যা’ এবং ব্যাকরণের

উৎপত্তি । এবং যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে চিতি প্রস্তুত করিবার
আবশ্যক হইত তাহারই নিয়ম সমূহ হইতে জগতে জ্যামিতি
শাস্ত্রের উৎপত্তি ।

নানা দেবের যজ্ঞ সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিয়াও হিন্দুগণ সেই
দেবসমূহের একত্র বিস্মৃত হইয়াছেন নাই । শুক্ল যজুর্বেদের চত্বা-
রিংশ অধ্যায়টি উপনিষদ্, ইহাকে ঈশা উপনিষদ্ কহে । এইরূপ
উপনিষদভূক্ত আত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব হইতে প্রাচীন হিন্দুগণ
ক্রমশঃ দর্শন শাস্ত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিলেন ।

অথর্ববেদ সংহিতা ।

ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ হইতে অথর্ববেদ কতকটা স্বতন্ত্র । যে
সকল যাগ যজ্ঞাদিতে ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের মন্ত্র আবশ্যক হয়
তাহাতে অথর্ববেদের মন্ত্র ব্যবহার্য্য নহে । পক্ষান্তরে অথর্ব-
বেদের যাগানুষ্ঠানে অথর্ববেদেরই মন্ত্র আবশ্যক, ঋক্ সাম ও
যজুর্বেদের মন্ত্র ব্যবহার্য্য নহে । প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীমত্যা-
ব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন,—সাধারণ যাগ যজ্ঞের মন্ত্রগুলি মহাবি
আদি—বেদব্যাস কর্তৃক ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন ভাগে সঙ্কলিত
হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট, যাহাতে ঐহিকফলপ্রদ শক্রমারণাদির
উপযোগী যজ্ঞাদির মন্ত্রগুলি আছে, উহা সোম যজ্ঞাদিতে অব্যব-
হার্য্য হেতুক ‘অথর্ব’ নাম পাইয়াছে ; অথবা অগ্নিরোবংশীয়

অথর্ক। ঋষিই বেদমন্ত্র সমূহের এই শ্রেণী বিভাগ কার্য্য দ্বারা ‘ব্যাস’ পদবী লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই মন্ত্রগুলি তাঁহার স্বনামেই অর্থাৎ ‘অথর্ক’ নামেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে অথর্কবেদ সংহিতা অত্র তিনটি সংহিতা হইতে আধুনিক সময়ে সংকলিত । ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থের অনেক স্থলে * কেবল ঋক্ সাম ও যজুর্বেদের উল্লেখ আছে, বেদের মধ্যে অথর্কবেদের উল্লেখ নাই বরং ইতিহাস পুরাণের সহিত তাঁহার উল্লেখ আছে । এবং প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রসমূহ ও মনু-সংহিতা† প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক স্থলে কেবল তিন বেদের নাম ও উল্লেখ পাওয়া যায় ।

সামশ্রমী মহাশয়ের মতে, ঐ ঐ গ্রন্থ সমূহেও অথর্কের অস্তিত্ব সূচিত আছে ; এবং তত্তৎ স্থানে ব্যবহৃত ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দগুলি সংহিতাবোধক নহে ; প্রত্যুত পণ্ড, গণ্ড ও গীতি-রূপ ত্রিবিধ রচনার রচিত মন্ত্র সমূহের বোধক ।

সে যাহা হউক অথর্কবেদের যজ্ঞ ও মন্ত্রগুলি অত্র বেদ হইতে ভিন্ন প্রকার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । শত্ৰুহিংসাই অনেক

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫।৩২

শতপথ ব্রাহ্মণ ৪।৬।৭।১৩

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৫।৫

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩।১ এবং ৭।১

ইত্যাদি ।

† গৌতম ১৬।২১

বসিষ্ঠ ১৩।৩০

যৌধায়ন ৪।৫।২৯

মনুসংহিতা ৩।১৪৫ ;

৪।১২৪ ; ১১।২৬৩ ; ১২।১১২

ইত্যাদি ।

মন্ত্রের উদ্দেশ্য, এবং পীড়া বা হিংস্রক জন্তু বা অভিসম্পাৎ বা দুর্দৈব হইতে পরিভ্রাণ পাওয়াই অনেক মন্ত্রের অভিপ্রায় ।

অথর্ববেদে ২০টী কাণ্ড আছে। প্রতি কাণ্ডে সূক্তের সংখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম	কাণ্ডে	৩৫	সূক্ত	একাদশ	কাণ্ডে	১০	সূক্ত
দ্বিতীয়	„	৩৬	„	দ্বাদশ	„	৫	„
তৃতীয়	„	৩১	„	ত্রয়োদশ	„	৪	„
চতুর্থ	„	৪০	„	চতুর্দশ	„	২	„
পঞ্চম	„	৩১	„	পঞ্চদশ	„	১৮	„
ষষ্ঠ	„	১৪২	„	ষোড়শ	„	৯	„
সপ্তম	„	১১৮	„	সপ্তদশ	„	১	„
অষ্টম	„	১০	„	অষ্টাদশ	„	৪	„
নবম	„	১০	„	উনবিংশ	„	৭২	„
দশম	„	১০	„	বিংশ	„	১৪৩	„

ইহার মধ্যে উনবিংশ কাণ্ডটী অগ্ন্যগ্নি কাণ্ডের পরিশিষ্টস্বরূপ ; এবং বিংশ কাণ্ড প্রায়ই ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত সূক্তে পরিপূর্ণ ।

অথর্ব বেদের অল্প অংশ গণ্ড, অধিকাংশই পণ্ড । ঋগ্বেদের যে যে সূক্ত অথর্ববেদে দেখা যায় তাহার অধিকাংশই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সূক্ত । ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথর্ব বেদের অনেকটা মৌসাদৃশ্য আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

(শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত)

বেদসংহিতা ।

ঋগ্বেদসংহিতা ।

প্রথমং মণ্ডলং ।

॥ ১ ॥

মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ গায়ত্রী ॥

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞশ্চ দেবমৃষিজং ।

হোতারং ব্রহ্মধাতমং ॥ ১ ॥

অগ্নিঃ পূর্বেভিঞ্চাষিভিরীড়্যো নূতনৈকৃতঃ

• স দেবো এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥

অগ্নিনা ব্রহ্মমশ্ববৎ পোষমেব দিবেদিবে ।

যশসং বীরবত্তমং ॥ ৩ ॥

অগ্নে যং যজ্ঞমশ্ববৎ বিশ্বতঃ পরিভূরসি ।

স ইন্দ্রেবেষু গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবন্তমঃ ।

দেবো দেবেভিরা গম্যৎ ॥ ৫ ॥

যদংগ দাশুযে ত্বমগ্নে ভজং করিষ্যসি ।

তবেত্তৎসত্যমগ্নিরঃ ॥ ৬ ॥

উপ ত্বাণে দিবে দিবে দোষাবস্তুধিয়া বয়ং ।

নমো ভবন্ত এমসি ॥ ৭ ॥

রাজন্তমধ্বরানাং গোপামৃতশ্চ দৌদিবিং ।

বর্ধমানং শ্বে দমে ॥ ৮ ॥

স নঃ পিতৈব শ্বনবেহগ্নেশ্বপায়নো ভব ।

মচশ্বা নঃ শ্বস্তয়ে ॥ ৯ ॥

॥ ৭ ॥

মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ ॥ ইন্দ্রঃ ॥ গায়ত্রী ॥

ইন্দ্রমিদগাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরকিণঃ ।

ইন্দ্রং বাণীরনূযত ॥ ১ ॥

ইন্দ্র ইক্কথোঃ স চা সংমিশ্র আ বচোগুজা ।

ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ইন্দ্রো দীর্ঘার চক্ষুস আ সূর্য্যং রোহিত্যদিবি ।

বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র বাজেবু নোহিব সহস্রপ্রধনেষু চ ।

উগ্র উগ্রাভিক্রুতিভিঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে ।

যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণং ॥ ৫ ॥

স নো বৃষন্নমুং চক্ৰং সত্রাদাবন্নপা বৃধি ।

অশ্বভ্যমপ্রতিকুতঃ ॥ ৬ ॥

তুংজে তুংজে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রশ্চ বজ্রিণঃ ।

নবিংধে অশ্ব সৃষ্টুতিং ॥ ৭ ॥

বৃষা যুথেষ বৎসগঃ কৃষ্টীরিষতো্যাজসা ।

ঈশানো অপ্রতিক্ষুতঃ ॥ ৮ ॥

য একশ্চর্ষণীনাং বহুনা মিরজ্যতি ।

ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাং ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভাঃ ।

অস্মাকমস্ত্রু কেবলঃ ॥ ১০ ॥

॥ ১৮ ॥

মেধাতিথিঃ কাণ্ডঃ । ১—৩ ব্রহ্মণস্পতিঃ । ৪ ব্রহ্মণ-

স্পতিরিন্দ্রশ্চ সোমশ্চ । ৫ ব্রহ্মণস্পতির্দক্ষিণাচ ।

৬—৮ সদসদস্পতি । ৯ সদসস্পতি

র্নরাশংস বা ॥ গায়ত্রী ॥

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে ।

কক্ষাবংতং য ণ্ডিণিজঃ ॥ ১ ॥

বো রেবাণ্ডো অমীবহা বহুবিৎপুষ্টিবর্ধনঃ ।

স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ ॥ ২ ॥

মা নঃ শংসো অরকনো ধৃতিঃ প্রণজ্জমর্ত্যস্ত ।

বক্ষা গো ব্রহ্মণস্পতে ॥ ৩ ॥

স যা বীরো ন রিষ্যতি যমিন্দ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ ।

সোমো হিনোতি মর্ত্যং ॥ ৪ ॥

ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইন্দ্রশ্চ মর্ত্যং ।

দক্ষিণা পাত্বংহসঃ ॥ ৫ ॥

সদসম্পত্তি মদুতং প্রিয়মিদ্ৰশ্চ কাম্যং ।

সনিং মেধামবাসিষং ॥ ৬ ॥

যস্মাদৃভে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন ।

স ধান্যং যোগমিব্রতি ॥ ৭ ॥

আদ্রোতি হবিষ্কৃতিং প্রাংচং কৃণোত্যধ্বরং ।

হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

নরাশংসং সুপৃষ্টমমপশ্যং স প্রথস্তনং ।

দিবো ন সদ্মমথসং ॥ ৯ ॥

॥ ২২ ॥

মেধাতিথিঃ কাণ্ডঃ ॥ ১—৪ অশ্বিনৌ । ৫—৮ সবিতা

৯—১০ অগ্নিঃ । ১১ দেব্যঃ । ১২ ইন্দ্রাণি

বরুণান্যগ্নায়্যঃ । ১৩, ১৪ দ্যাৱা পৃথিব্যৌ ।

১৫ পৃথিবী । ১৬ বিয়ুর্দেৱা বা ।

১৭—২১ বিয়ুঃ ॥ গায়ত্রী ॥

প্রাতযুজা বি বোধয়ান্বিনাবেহ গচ্ছতাং ।

অশ্ব সোমশ্চ পাতয়ে ॥ ১ ॥

যা সুরণা রথীতমোভা দেৱা নিবিস্পৃশা ।

অশ্বিনা তা হবামহে ॥ ২ ॥

যা বাং কণামধুমত্যাশ্বিনা সুনৃতাৱতী ।

তস্মা যজ্ঞং যিমিষ্টতং ॥ ৩ ॥

ঋগ্বেদসংহিতা ।

নহি বামস্তি দূরকে যত্রা রণেন গচ্ছথঃ ।

অশ্বিনা সোমিনো গৃহং ॥ ৪ ॥

হিরণ্যপাণি মৃতয়ে সবিতারমুপ হ্বয়ে ।

স চেভ্রা দেবতা পদং ॥ ৫ ॥

অপাং নপাতমবসে সবিতারমুপস্তহি ।

তশ্চ ব্রতান্যশ্বসি ॥ ৬ ॥

বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিভ্রশ্চ রাধসঃ ।

সবিতারং নৃচক্ষসং ॥ ৭ ॥

সথায় আ নি বীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ ।

দাতা রাধাংসি শুভতি ॥ ৮ ॥

অগ্নে পত্নীরিহা বহ দেবানানুগতীরূপ ।

ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে ॥ ৯ ॥

আ গ্না অগ্ন ইহাবসে ছোত্রাং যবিষ্ট ভারতীং ।

বরুতীং ধিবণাং বহ ॥ ১০ ॥

অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ ।

অচ্ছিন্নপত্রাঃ সচংতাং ॥ ১১ ॥

ইহেংজাণীমুপ হ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে ।

অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে ॥ ১২ ॥

মহী ঘোঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ততাং ।

পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥ ১৩ ॥

তয়োরিক্ তবৎপয়ো বিপ্রা রিহংতি ধীতিভিঃ ।

গংধর্কশ্চ ক্বে পদে ॥ ১৪ ॥

শ্রোনা পৃথিবী ভবানৃক্ষরা নিবেশনী ।

যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ ॥ ১৫ ॥

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণু বিচক্রে ।

পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ ॥ ১৬ ॥

ইদং বিষ্ণুবিচক্রে ত্রেধা নিদধে পদং ।

সমূলহমশ্রু পাংসুরে ॥ ১৭ ॥

ত্রীণি পদা বি চক্রে বিষ্ণুর্গোপা অদাত্যঃ ।

অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্ ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে ।

ইন্দ্রশ্রু যুজ্যঃ সখা ॥ ১৯ ॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ ।

দিবীষ চক্ষুরাততং ॥ ২০ ॥

তদ্বিপ্রাসো বিপশ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিধতে ।

বিষ্ণোর্বৎ পরমং পদং ॥ ২১ ॥

॥২৪ ॥

শুনঃশেপ আজীগতিঃ (কুত্রিমো বৈশ্বামিত্রো দেব-

রাতঃ) ॥ ১ প্রজাপতিঃ; ২ অগ্নিঃ; ৩—৫ সবিতা

ভগো বা ; ৬—১৫ বরুণঃ । ১, ২, ৬—১৫

ত্রিষ্টুপ্ ; ৩—৫ গায়ত্রী ।

কশ্র নূনং কতমশ্রামৃতানাং মনামহে চাক্র দেবশ্র নাম ।

কো নো মহা অদিতয়ে পুনর্দাং পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥ ১ ॥

ঐশ্বৰ্য্যদসংহিতা ।

অগ্নেৰ্বয়ঃ প্রথমশ্রুতানাং মনামহে চাক্ৰদেবশ্রু নাম ।

স নো মহা অদিতয়ে পুনর্দাং পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥ ২ ॥

অভিত্বা দেব সবিতরীশানং বার্য্যনাং ।

সদাবন্ ভাগমীমহে ॥ ৩ ॥

যশ্চিকি ত ইথা ভগ শশমানঃ পুরা নিদঃ ।

অবেষো হস্তয়োর্দধে ॥ ৪ ॥

ভগভক্তশ্রু তে বয়মুদেশেম তবাবসা ।

মূর্দ্ধানং রায় আরভে ॥ ৫ ॥

ন হি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যং বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ ।

নেমা আপো অনিমিষং চরংতীর্ন যে বাতশ্রু প্রমিনংত্যভবং ॥ ৬ ॥

অবুধে রাজা বক্রণো বনশ্রোধ্বং স্তূপং দদতে পূতদক্ষ ।

নীচানাঃ সূরুপরি বুধ এষামস্মৈ অংতুর্নিহিতাঃ কেতবঃ শ্রুঃ ॥ ৭ ॥

উরুং হি রাজী বক্রণশ্চকার সূর্য্যায় পংথামস্মৈতবা উ ।

অপদে পাদা প্রতিধাতবেহকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ ॥ ৮ ॥

শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমূর্বা গভীরা স্মমতিষ্টে অস্ত ।

বাধস্ব দূরে নিঋতিং পরাটেঃ কৃতং চিদেনঃ প্রমুগ্ধ্যস্ব ॥ ৯ ॥

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশ্রে কুহ চিদ্দিবেষু ।

অদকানি বক্রণশ্রু ব্রতানি বিচাকশচংদ্রমা নক্তমেতি ॥ ১০ ॥

তত্ত্বা ষামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শান্তে যজমানো হবির্ভিঃ ।

অহেলমানো বক্রণেহ বোধ্যকশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোবীঃ ॥ ১১ ॥

তদিব্রক্তং তদিবা মহ্যমাহস্তদয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে ।

হনঃশেপো যমহ্বদগৃভীতঃ সো অস্মান্নাজা বক্রণো যুমোক্ত ॥ ১২ ॥

শুনঃশোপো হৃদ্বদগ্ভীতস্তিষাদিত্যং দ্রুপদেষু বহুঃ ।

অবৈনং রাজা বরুণঃ সমৃজ্যাবিহঁ । অদকো বিমোমোক্তু পাশান্ ॥ ১৩

অব তে হেলো বরুণ নমোভিরব যজ্ঞেভিরীমহে হবির্ভিঃ ।

ক্ষয়ন্নশ্রভ্যমসুর প্রচেতা রাজয়েনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি ॥ ১৪

উত্তত্তমং বরুণ পাশমসুদবান্ধমং বি মধ্যমং শ্রথায় ।

অথা বয়মানিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে শ্রাম ॥ ১৫

॥ ২৫ ॥

শুনঃশোপ আজীগর্তিঃ । বরুণঃ ॥ গায়ত্রী ॥

যচ্চিচ্চি তে বিশো বথা প্র দেব বরুণ ব্রতং ।

মিনীমসি ত্বুবিহুবি ॥ ১ ॥

মা নো বধায় হত্নবে জিহীলানশ্র রীরধঃ ।

মা কণানশ্র মনুবে ॥ ২ ॥

বিমূলীকায় তে মনো রথীরশ্বং ন সংদিতং ।

গীর্ভি বরুণ সীমহি ॥ ৩ ॥

পরা হি মে বিমত্ববঃ পতংতি বশ্র ইষ্টয়ে ।

বয়ো ন বসতীরূপ ॥ ৪ ॥

কদা ক্ষত্রশ্রিয়ং নরমা বরুণং করামহে ।

মূলীকায়োরুচক্ষসং ॥ ৫ ॥

ঋগ্বেদসংহিতা ।

তদিংসমানমাশাতে বেনংতা ন প্র যুচ্ছতঃ ।

ধৃতব্রতায় দাঙযে ॥ ৬ ॥

বেদা যো বীনাং পদমংতরিক্ষেণ পততাং ।

বেদ নাবঃ সমুদ্ভিয়ঃ ॥ ৭ ॥

বেদ নামো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ ।

বেদা ব উপজায়তে ॥ ৮ ॥

বেদ বাতশ্চ বর্তনিমুরোঋষশ্চ বৃহতঃ ।

বেদা যে অধ্যাসতে ॥ ৯ ॥

নি বসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পশ্যাস্বা ।

সাম্রাজ্যায় সূক্রতুঃ ॥ ১০ ॥

অতো বিশ্বাশ্চত্বীচা চিকিৎসাঁ অভি পশ্রুতি ।

কৃতানি যা চ কৰ্ত্বী ॥ ১১ ॥

স নো বিশ্বাহা সূক্রতুরাদিত্যঃ সুপথা করৎ ।

প্র ৭ আয়ুংবি তারিষৎ ॥ ১২ ॥

বিভ্রদ্ভ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নিধিঞ্জং ।

পরি স্পশো নি বেদিরে ॥ ১৩ ॥

ন যং দিপ্সংতি দিপ্সবেঃ ন দ্রুহ্বাগো জননাং ।

ন দেবমভিমা তয়ঃ ॥ ১৪ ॥

উত যো মানুবেষা বশশ্চক্রে আসাম্যা ।

অশ্বাকমুদরেষা ॥ ১৫ ॥

পরা মে যংতি ধীতরো গাবো ন গব্যতীরহু ।

ইচ্ছন্তীরক্কচক্ষসং ॥ ১৬ ॥

সং হু বোচাবহৈ পুনর্যতো মে মধ্বাভূতং ।

হোতেব ক্ষদসে প্রিয়ং ॥ ১৭ ॥

দর্শং হু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্ষমি ।

এতা জুষত মে গিরঃ ॥ ১৮ ॥

উমং মে বরুণ শ্রুধী হবমত্যাচ মূলয় ।

ত্বামবশ্রু রা চকে ॥ ১৯ ॥

স্বং বিশ্বস্ত মেধির দিবশ্চ গৃশ্চ রাজসি ।

স যামনি প্রতি শ্রুধি ॥ ২০ ॥

উত্তমং মুমুক্তি নো বি পাশং মধ্যমং চূত ।

অবাধমানি জীবসে ॥ ২১ ॥

॥ ৩২ ॥

হিরণ্যস্তূপ আংগিরসঃ ॥ ইন্দ্রঃ ॥ ত্রিষ্টূপ ॥

ইন্দ্রস্ত নু বীর্যাণি প্র বোচংস্থানি চকার প্রথমানি বজ্রী ।

অহন্নহিমবপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্বতানাং ॥ ১ ॥

অহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং তৃষ্টাষ্ট্রৈ বজ্রং স্বং ততক্ষ ।

যাশ্রা ইব ধেনবঃ স্তংদমানা অংজঃ সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ ॥ ২ ॥

স্বায়মানোহবৃণীত সোমং ত্রিকঙ্ককেষপিবৎ স্তুতস্ত ।

মা সায়কং মধ্ববাদন্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাং ॥ ৩ ॥

দিংদ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ ।

মাত সূর্যং জনয়ন্ধ্যামুধাসং তাদীত্বা শক্রং ন কিল বিবিৎসে ॥ ৪ ॥

• ঋগ্বেদসংহিতা ।

অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং বাংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন ।

স্কংধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শরত উপপৃক্ পৃথিবাঃ ॥ ৫

অযোদ্ধেব দুর্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবোধমুজীষং ।

• নাতারীদশ্চ সমৃতিং বধানাং সং রুজানাঃ পিপিস ইন্দ্রশত্রুঃ ॥ ৬

অপাদহস্তো অপ্ততত্ত্বদিংদ্রমাশ্চ বজ্রমধি সানৌ জঘান ।

বৃকো বধিঃ প্রতিমানং বভূবন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়দ্ব্যস্তঃ ॥ ৭

নদং ন ভিন্নমমুয়া শরানং মনো রুহাণা অতি যন্ত্যাপঃ ।

বাশ্চিচনৃত্রো মহিনা পর্যাতিষ্ঠতাসামহিঃ পংসুতঃশী বভূব ॥ ৮

নীচাবয়া অভবদৃত্রপুত্রেন্দ্রো অশ্রা অব বধর্জভার ।

উত্তরা সুরধরঃ পুত্র আসৌদানুঃ শরে সহবৎসা ন ধেনুঃ ॥ ৯

অতিষ্ঠংতীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যো নিহিতং শরীরং ।

বৃত্রশ্চ নিগ্যাং বি চরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিংদ্রশত্রুঃ ॥ ১০

দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিকৃদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ ।

অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদৃত্রং জঘন্ অপ তদ্বার ॥ ১১

আশ্ব্যো বারো অভবস্তদিংদ্র সৃকে যদ্বা প্রত্যহন্দেব একঃ ।

অজরো গা অজয়ঃ শূর সোমমবাসৃজঃ সতর্বে সপ্তসিংধূন্ ॥ ১২

নাস্মৈ বিদ্যন্ন তত্ত্বতুঃ সিবোধ ন যাং মিহমকিরদ্ব্রাছনিং চ ।

ইন্দ্রশ্চ যদ্বাযুধাতে অহিন্শেচাতাপরীভ্যো মঘবা বি জিগ্যো ॥ ১৩

অহের্যাতারং কমপশ্চ ইন্দ্র হৃদি যতে জঘ্নু বো ভীরগচ্ছত্ ।

নব চ যগ্নবতিং চ শ্রবন্তী শ্রেনো ন ভীতো অতরো রজাংসি ॥ ১৪

ইন্দ্রো যাতোহবসিতশ্চ রাজা শমশ্চ চ শৃংগিনো বজ্রবাহঃ ।

সেহ রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান নেমিঃ পরি তা বভূব ॥ ১৫

॥ ৪২ ॥

কণ্ণো ঘোরঃ ॥ পৃষা ॥ গায়ত্রী ॥

সং পৃষন্নধ্বনস্তির ব্যাংহো বিমুচো নপাত্ ।

সঙ্ক্কা দেব প্র গম্পুর ॥ ১

যো নঃ পৃষন্নঘো বৃকো ছঃশেব আদিদেশতি ।

অপ স্ম তং পথো জহি ॥ ২

অপ ত্যং পরিপংগিনং মুষীবাণং হ্রশ্চি তং ।

দূরমধি ক্ষতেরজ ॥ ৩

ত্বং তস্ম দয়াবিনোহ ঘশংসস্ম কস্মচিৎ ।

পদাভি তিষ্ঠ তপুষিৎ ॥ ৪

আ তত্তে দস্র মংতুমঃ পৃষন্নবো বৃণীমহে ।

যেন পিতৃনচোদয়ঃ ॥ ৫

অধা নো বিশ্বসৌভগ হিরণ্যবানীমতুম ।

ধনানি সূষণা কৃধি ॥ ৬

অতি নঃ সশ্চতো নয় সূগা নঃ সূপথা কৃণু ।

পৃষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৭

অভি সূষবসং নয় ন নবজারো অধ্বনে ।

পৃষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৮

শক্তি পৃধি প্র ষংসি চ শিলীহি প্রাস্যদরং ।

পৃষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৯

ন পৃষণঃ মেথামসি স্তৈত্তুরভি গৃণীমসি ।

বস্তুনি দস্মমীমহে ॥ ১০

॥ ৪৩ ॥

কণ্ণো ঘোরঃ ॥ ১,২,৪—৬ রুদ্রঃ । ৩ মিত্রাবরুণো ।

৭—৯ সোমঃ । ১—৮ গায়ত্রী ৯ । অনৃকুপ্ ।

রুদ্রদায় প্রচেতসে মীড়্ভষ্টমার তবাসে ।

বোচেম শংতমং হৃদে ॥ ১ ॥

যথা নো অদিতিঃ করৎ পশ্বে নৃভ্যাং যথা গবে ।

যথা তোকায় রুদ্রিয়ং ॥ ২ ॥

যথা নো মিত্রো বরুণো যথা রুদ্রশ্চিকৈততি ।

যথা বিশ্বে সজ্জোষসঃ ॥ ৩ ॥

গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজং ।

তচ্ছংযো সুরমীমহে ॥ ৪ ॥

যঃ শুক্র ইব সূর্যো হিরণ্যমিব রোচতে ।

শ্রেষ্ঠো দেবানাং বসুঃ ॥ ৫ ॥

শং নঃ করত্যৰ্বতে সূগং মেঘায় মেঘো ।

নৃভ্যাং নারিভ্যাং গবে ॥ ৬ ॥

অস্মৈ সোম শ্রিয়মধি নি ধেহি শতশ্চ নৃণাং ।

নহি শবস্ত্বিনৃম্ণঃ ॥ ৭ ॥

মা নঃ সোম পরিবোধো যারাতরো জুহুরংত ।

আ ন ইন্দো বাজেভজ ॥ ৮ ॥

যাস্তে প্রজা অমৃতশ্চ পরশ্চিকামন্নৃতশ্চ ।

সূৰ্য্যো নাভা সোম বেন আলুংগীঃ সোম বেদঃ ॥ ৯ ॥

॥ ৪৮ ॥

প্রক্ষণুঃ কণুঃ ॥ উষাঃ ॥ প্রাগাথং বাহিতং ॥

সহ বামেন ন উষো বাচ্ছা হুহিতদিবঃ ।

সহ ছ্যম্নেন বৃহতা বিভাবরি রায়া দেবি দাস্বতী ॥ ১

অশ্বাবতী গোমতীর্বিষ্মস্ববিদো ভূরি চ্যবন্ত বস্তুবে ।

উদীরয় প্রতি মা স্ননুতা উষশ্চোদ রাধো মঘোনাং ॥ ২

উবাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাং ।

যে অশ্বা আচরণেষু দধিরে সমুদ্রে ন শ্রবশ্রবঃ ॥ ৩

উষো যে তে প্র যামেষু যুঞ্জতে মনো দানায় সুরয়ঃ ।

অত্রাহ তৎকণু এষাং কণুতমো নাম গৃণাতি নৃণাং ॥ ৪

আ যা ঘোষেব স্ননবুঁষা যাতি প্রভুং জতী ।

জরয়ন্তী বৃজনং পদদীয়ত উৎ পাতয়তি পক্ষিণঃ ॥ ৫

বি যা সৃজতি সমনং বার্থিনঃ পদং ন বেত্যোদতী ।

বরো নকিষ্টে পপ্তিবাংস আসতে ব্যাঠৌ বাজিনীবতৌ ॥ ৬

এষা যুক্ত পরাবতঃ সূর্যশ্চোদয়নাদধি ।

শতং রথেভিঃ সূভগোষা ইয়ং বি যাত্যতি মানুযান্ ॥ ৭

বিশ্বমশ্রা নানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতিষ্কণোতি স্ননরী ।

অপ হেযো মঘোনী হুহিতা দিব উষা উচ্ছদপ শ্রিধঃ ॥ ৮

উষ আ ভাহি ভানুনা চন্দ্রেণ হুহিতদিবঃ ।

আবহন্তী ভূর্যাস্বভ্যং সৌভগং বাচ্ছন্তী দিবিষ্টিষু ॥ ৯

বিশ্বশ্রু হি প্রাণনং জীবনং হে বি যদৃচ্ছসি স্ননরি ।

স। নো রথেন বৃহতা বিভাবরি শ্রুধি চিত্রামষে হব ।

উষো বাজং হি বৎস্ব যশ্চিত্রো মানুযে জনে ।

তেনা বহ স্ককতো অধ্বর্য। উপ যে ত্বা গৃণংতি বহুয়ঃ ॥ ১১

বিশ্বান্দেবা আ বহ সেমেপীতয়েহংতবিস্কাহুযস্বং ।

সান্মাস্থ ধা গোমদশ্বাবহুকথ্যাস্থবো রাজ্যং সুবীৰ্যং ॥ ১২

যশ্চা ক্লশংতো অর্চয়ঃ প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত ।

সা নো রয়িং বিশ্ববারং সুপেশসমুষা দদাতু সৃগ্ম্যং ॥ ১৩

যে চিকি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব উতয়ে জুহুবেহবসে মহি ।

সা নঃ স্তোমা অভি গৃণৌহি রাধসোষঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥ ১৪

উষো সদত্ত ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ ।

প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু ছর্দিঃ প্র দেবী গোমতীরিষঃ ॥ ১৫

সং নো রায়্য বৃহতা বিশ্বপেশসা মিমিক্ষা সমিলাভিরা ।

সং ছায়েন বিশ্বতুরোষা মহি সৎ বাজৈর্বাজিনীবতি ॥ ১৬

॥ ১০৩ ॥

কুংস আংগিরসঃ ॥ ইন্দ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

তত্ত ইন্দ্রিয়ং পরমং পরাচৈরধারয়ন্ত কবয়ঃ পুরেদং ।

ক্ষমেদমন্ত্রাদিবা ত্বদশ্র সমী পৃচ্যতে সমনেব কেতুঃ ॥ ১

স ধারয়ং পৃথিবীং পপ্রথচ্চ বজ্রেণ হত্বা নিরপঃ সমর্জ ।

অহন্নহিমভিনদ্রোহিণং বাহন্ বাংসং মঘবা শচীভিঃ ॥ ২

স জাতভর্মা শ্রদ্ধধান ওজঃ পুরো বিভিৎদন্নচরদ্বি দাসীঃ ।

বিদ্বান্বজ্রিন্দ্রশ্রবে হেতিমস্তার্বং সহো বধর্মা ছায়ামিৎজ ॥ ৩

তদুচুবে মানুষ্যেমা যুগানি কীর্তেত্ত্বং মঘবা নাম বিভ্রং ।

উপপ্রয়ন্দ্রম্যাহত্যাগ্ন বজ্রী বদ্ধ সুনুঃ শ্রবসে নাম দধে ॥ ৪

তদশ্বেদং পশুতা ভূরি পুষ্টং শদিংদ্রশ্ব ধন্তন বীর্যায় ।

স গা অবিংদং সো অবিংদদশ্বান্ৎস ওষধীঃ সো অপঃস বনানি ॥ ৫

ভূরিকর্মণে বৃষভায় বৃক্ষে সত্যাক্ষ্যায় সুনবাম সোমং ।

য আদৃতা পরিপংখীব শূরোহ্বজ্ঞনো বিভজয়েতি বেদঃ ॥ ৬

তদিংদ্র প্রব বীর্যং চকর্থ যৎসসংতং বজ্রেণাবোধয়োহহিং ।

অনু ত্বা পত্নোহ্বষিতং বয়শ্চ বিশ্বে দেবাসো অমদননু ত্বা ॥ ৭

শুষ্কং পিপ্রং কুয়ব বৃত্রমিৎদ্র যদাবধীর্বি পুরঃ শংবরশ্চ ।

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহংতামদিতিঃ সিংধুঃ পৃথিবী উত ত্বোঃ ॥ ৮

॥ ১৮৫ ॥

অগস্তাঃ ॥ দ্যাবাপৃথিব্যো ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

কতরা পূবা কতরা পরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কো বি বেদ ।

বিশ্বং ঘৃনা বিভূতো যদ্ধ নাম বি বর্ত্ততে অহনী চক্রিয়েব ॥ ১

ভূরিং ধ্বে অচরংতী চরংতং পদংতং গর্তমপদী দধাতে ।

নিতাং ন পুনুং পিত্রোকৃপশ্বে ত্বাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যুৎ ॥ ২

অনেহো দাত্রমদিতেরনবং হুবে স্বর্বদবধং নমস্বৎ ।

তদ্রোদসী জনয়তং জরিত্রে ত্বাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যুৎ ॥ ৩

অতপামানে অবসাবংতী অনু যাম রোদসী দেবপুত্রে ।

উভে দেবানামুভয়েভিরহাং ত্বাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যুৎ ॥ ৪

সংগচ্ছামানে যুবতী সমংতে স্বসারা জামী পিত্রোকৃপশ্বে ।

অতিজিঘ্রংতী ভুধনশ্চ নাভিঃ ত্বাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যুৎ ॥ ৫

উর্বা সন্ধানী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী ।

ধ্বাত্তে যে অমৃতং সুপ্রতীকে ত্বাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যুৎ ॥ ৬

উৰ্বী পৃথ্বী বহ্নে দূরে অংতে উপক্রবে নমসা যজ্ঞে অশ্বিন্ ।
 দধাতে যে সূভগে সূপ্রতূর্তী ত্বাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যং ॥ ৭
 দেবশ্বা যচ্চক্ৰমা কচ্চিদাগঃ সখায়ং বা সদমিজ্জাম্পতিং বা ।
 ইয়ং ধীৰ্ভূ যা অবযানমেবাং ত্বাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যং ॥ ৮
 উভা শংসা নর্যা মামবিষ্টানুভে মামূতী অবসা সচেতাং ।
 ভূরি চিদর্ষঃ সূদাস্তরারেষা মদংত ইষয়েম দেবাঃ ॥ ৯
 ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা অভিশ্রাবায় প্রথমং সূমেধাঃ ।
 পাতামবগাদুরিতাদভীকে পিতা মাতাচ রক্ষতামবোভিঃ ॥ ১০
 উদং ত্বাবা পৃথিবী সত্যমস্তু পিতর্মাতর্যদিহোপক্রবে বাং ।
 ভূতং দেবানামবমে অবোভির্বিজ্ঞামেষঃ বৃজনং জীরদানুং ॥ ১১

দ্বিতীয়ং মণ্ডলং ।

॥ ১২ ॥

গৃৎসমদঃ ॥ ইন্দ্রঃ ত্রিষ্টূপ্ ॥

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্ধেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ ।
 যশ্চ শুশ্বাদ্রোদনী অভ্যাসেতাং নৃম্গশ্চ মজ্জা স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১ ॥
 যঃ পৃথিবীং ব্যাণমানামদৃংহতঃ পর্বতান্ প্রকুপিতা অরম্গাং ।
 যো অংত্রিষ্কং বিমমে বরীয়ো যো ত্বামস্তভ্নাৎস জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ২ ॥
 যো হত্বাহিমরিণাং সপ্ত সিংধুত্বো গা উদাজদপধা বলশ্চ ।
 যো অশ্বানোরংত্রিগ্নিঃ জজান সংবৃক্সমৎসু স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৩ ॥

ଧେନେମା ବିଶ୍ଵା ଚାବନା କୃତାନି ଯୋ ଦାସଂ ବର୍ଣ୍ଣମଧରଂ ଶୁହାକଃ ।

ଅଗ୍ନୀବ ଯୋ ଜିଗୀବାଂ ଲକ୍ଷ୍ମାଦର୍ଦ୍ଧଃ ପୁଷ୍ଟାନି ସ ଜନାସ ଇଂଦ୍ରଃ ॥ ୫ ॥

ସଂ ଆ ପୃଚ୍ଛଂତି କୁହ୍ ସେତି ସୋରମୁତେ ମାହନୈଷୋ ଅନ୍ତୀତ୍ୟେନଂ ।

ମୋ ଅର୍ଘଃ ପୁଷ୍ଟୀର୍ବିଜ୍ଞ ଈବାମିନାତି ଶ୍ରଦଶ୍ଚେ ଧତ୍ତ ସ ଜନାସ ଇଂଦ୍ରଃ ॥ ୬ ॥

ଯୋ ରଥଂ ଚୋଦିତା ସଃ କୃଶଂ ଯୋ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ନାଧମାନଂ କୌରେଃ ।

ସୁକ୍ରଗ୍ରାବ୍ଣୋ ଯୋହବିତା ଅୁଶିପ୍ରଃ ଅୁତସୋମସା ସ ଜନାସ ଇଂଦ୍ରଃ ॥ ୭ ॥

ସନ୍ତାନ୍ତାସଃ ପ୍ରଦିଶି ସନ୍ତ ଗାବ ସନ୍ତ ଗ୍ରାମା ସନ୍ତ ବିଶ୍ଵେ ରଥାସଃ ।

ସଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଂ ସ ଔଷସଂ ଜଜ୍ଞାନ ଯୋ ଅପାଂନେତା ସ ଜନାସ ଇଂଦ୍ରଃ ॥ ୮ ॥

ସଃ କ୍ରନ୍ଦମୀ ସଂସତୀ ହିହ୍ଵୟେତେ ପରେହ୍ବର ଉଭୟା ଅମିତ୍ରାଃ ।

ସମାନଂ ଚିଦ୍ରଥମାତସ୍ଥିବାଂସା ନାନା ହବେତେ ସ ଜନାସ ଇଂଦ୍ରଃ ॥ ୯ ॥

ସନ୍ମାସ୍ତ ଶ୍ଵାତେ ବିଜୟଂତେ ଜନାସୋ ସଂ ସୁଧାମାନା ଅବସେ ହବଂତେ ।

ଯୋ ବିଶ୍ଵଂ ପ୍ରତିମାନଂ ବଭୂବ ଯୋ ଅଚ୍ୟାତଚ୍ୟାଂସ ଜନାସ ଇଂଦ୍ରଃ ॥ ୧୦ ॥

ସଃ ଶଶ୍ଵତୋ ମହେନୋ ଦଧାନନମଗ୍ରନାନାଞ୍ଜୁର୍ବା ଅଘାନ ।

ସଃ ଶର୍ଧତେ ନାନୁ ଦଦାତି ଅୁଧ୍ୟାଂ ଯୋ ଦଶୋର୍ହିଂତା ସ ଜନାସ ଇଂଦ୍ରଃ ॥ ୧୧ ॥

ସଃ ଶଂବରଂ ପର୍ବତେଷୁ କ୍ରିୟଂତଂ ଚକ୍ଵାରିଂଶ୍ରାଂ ଶରତ୍ତବିଂଦଂ ।

ଓଜ୍ଞାୟମାନଂ ଯୋ ଅହିଂ ଅଘାନ ନାନୁଂ ଶୟାନଂ ସ ଜନାସ ଇଂଦ୍ରଃ ॥ ୧୨ ॥

ସଃ ସମ୍ପୁରନ୍ନିର୍ବୃଷଭସ୍ତବିଶ୍ଵାନବାହଂ ସର୍ତ୍ତବେ ସମ୍ପୁ ସିଂଧୁନ୍ ।

ଯୋ ରୋହିଣ୍ୟକ୍ଫୁରଦ୍ଵଜବାହର୍ଦ୍ୟାମାରୋହଂତଂ ସ ଜନାସ ଇଂଦ୍ରଃ ॥ ୧୩ ॥

ଆବା ଚିଦଶ୍ଚେ ପୃଥିବୀ ନୟେତେ ଶୁକ୍ରାଚ୍ଚିଦଂ ପର୍ବତା ଭୟଂତେ ।

ସଃ ସୋମପା ନିଚିତୋ ବଜ୍ରବାହର୍ଯୋ ବଜ୍ରହସ୍ତଃ ସ ଜନାସ ଇଂଦ୍ରଃ ॥ ୧୪ ॥

ସଃ ଅନ୍ଵଂତମବତି ସଃ-ପଞ୍ଚଂତଂ ସଃ ଶଂସଂତଂ ସଃ ଶଶମାନମୂର୍ତ୍ତୀ ।

ସନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ବର୍ଧନଂ ସନ୍ତ ସୋମୋ ସନ୍ତେଦଂ ବ୍ରାଧଃ ସ ଜନାସ ଇଂଦ୍ରଃ ॥ ୧୫ ॥

যঃ স্তবতে পচতে দুঃখ আ চিহ্নার্জং দর্দর্বি স কিলাসি সত্যঃ ।

বয়ং ত ইংত্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ স্তবীরামো বিদথমা বদেম ॥ ১৫ ॥

॥ ২৮ ॥

কুর্মোগাৎ সমদো গৃৎসমদো বা ॥ বরুণঃ ॥

ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইদংকবেবাদিত্যস্ত স্বরাজো বিশ্বানি সাংতাভ্যস্ত মহা ।

অতি যো মংত্রো যজথায় দেবঃ স্তুকীতিং ভিক্ষে বরুণস্য ভূরেঃ ॥ ১ ॥

তব ব্রতে স্তবগাসঃ শ্রাম স্বাধ্যো বরুণ তুষ্টুবাংসঃ ।

উপায়ন উষসাং গোমতীনামগ্নরো ন জরমাণা অনুদ্যন্ ॥ ২ ॥

তব শ্রাম পুরুবীরস্য শর্মন্নুরুশংসস্ত বরুণ প্রণেতঃ ।

যুয়ং নঃ পুত্রা অদিতেরদক্সা অভি ক্ষমধ্বং যুজ্যায় দেবাঃ ॥ ৩ ॥

প্র সীমাদিত্যো অমৃজদ্বিধর্তা স্নাতং সিংধবো বরুণস্ত যংতি ।

ন শ্রাম্যংতি ন বি যুচংতোতে বয়ো ন পশু রঘুয়া পরিজুন্ ॥ ৪ ॥

বি মচ্ছুথায় বশনামিবাগ স্নধ্যাম তে বরুণ থামৃতস্ত ।

মা তং তুচ্ছেদি বয়তো ধিয়ংমে মা মাত্রা শার্ষপসঃ পুর স্নাতোঃ ॥ ৫ ॥

আপো স্তুম্যাক্স বরুণ ভিয়সং মৎসংব্রান্তাবোহ্নু মা গৃভায় ।

দামেব বৎসাধি যুমৃঙ্খাংহো নহি ত্বদারে নিমিষশ্চ নেশে ॥ ৬ ॥

মা নো বধৈর্বকণ মে ত ইষ্টাবেনঃ কৃণুংতমসুর ভ্রীণংতি ।

মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম বি যু যুধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ ॥ ৭ ॥

নমঃ পুরা তে বরুণোত নুনমুতাপরং ভুবিজাত ব্রবাম ।
 ত্বে হি কং পর্বতে ন শ্রিতাশ্চ প্রচ্যুতানি হৃলভ ব্রতানি ॥ ৮ ॥
 পর ঋণা সাবৌরধ মংকৃতানি মাহং রাজানশ্চ কৃতেন ভোজং ।
 অবূষ্টা ইন্নু ভূরসীকৃষাম আ নো জাঁণান্বকৃণ তাসু শাধি ॥ ৯ ॥
 যো মে রাজহুজ্যো ধা সখা বা স্বপ্নে ভয়ং ভীরবে মহমাহ ।
 স্তেনো বা যো দিস্তিতি নো বৃকো বা ত্বং তস্মাদ্বকৃণ পাহস্মান্ ॥ ১০ ॥
 মাহং মঘোনো বরুণ প্রিয়শ্চ ভূবিদাবু আ বিদং শৃনমাপেঃ ।
 মা রাধো রাজনংসুয়মাদব স্থাং বৃহবদেম বিদথে সূবীরাঃ ॥ ১১ ॥

॥ ৩২ ॥

গৃৎসমদঃ ॥ ১ দ্যাবা পৃথিব্যৌ । ২, ৩ ইন্দ্রস্ত্যক্তা বা ।
 ৪, ৫ রাক্ষস- ৬, ৭ সিনীবালী । ৮ লিংগোক্ত
 দেবতাঃ ॥ ১—৫ অজগতী । ৬—৮ অনুকটুপু ॥

অশ্রু মে দ্যাবা পৃথিবী ঋতায়তো ভূতমবিদ্রী বচসঃ সিষাসতঃ ।
 যরোরায়ু প্রতরং তে ইদং পরং উপস্থতে বহুসুবাং মহো দধে ॥ ১ ॥
 মা নো গুহ্য রিপ আয়োরহনভন্মা ন আভ্যো রৌরধো হৃচ্চুনাভাঃ ।
 মা নো বিযোঃ সখ্যা বিদ্ধি তশ্চ নঃ সূম্নায়তা মনসা তত্তেমহে ॥ ২ ॥
 অহেলতা মনসা কৃষ্টিমা বহু হৃহানাং ধেনুং পিপ্যষীমসশ্চত্বং ।
 পদ্ম্যভিরাশুং বচসা চ বাজিনং ত্বাং হিনোমি পুরুহুত বিশ্ব হা ॥ ৩ ॥

রাকামহং সুহবাং সুষ্ঠুতী হবে শৃণোতু নঃ সুতগা বোধতু অনা ।
 সীব্যত্বপঃ সূচ্যচ্ছিত্তমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুকথাং ॥ ৪
 যাস্তে রাকে স্তমতয়ঃ স্তপেশসো যাভি দ্দাসি দাণ্ডেষে বস্বনি ।
 তাভিনো অত স্তমনা উপাগহি সহস্রপোষং স্তভগে বরাণা ॥ ৫
 সিনীবালি পৃথুষ্টকে যা দেবানামসি স্বমা ।
 জুবস্ব হবামাহুতং প্রজাং দেবি দিদিষ্টি নঃ ॥ ৬
 যা সুবাহুঃ অংগুরিঃ সুষূমা বহুস্ববরী ।
 তস্মৈ বিশ্পত্নৈ হবিঃ সিনীবালৌ জুহোতন ॥ ৭
 যা গুংগূয়া সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী ।
 ইংত্রাগীমহ্ব উত্রে বরুণানীং স্বস্তরে ॥ ৮

— ০ —

তৃতীয়ং মণ্ডলং ।

॥ ৪ ॥

বিশ্বামিত্রঃ ॥ ৥ আপ্রিয়ঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

সমিৎসমিৎস্তমনা বোধ্যন্তে শুচাশুচা স্তমতিং রাসি বস্বঃ ।
 আ দেব দেবাণ্ডজথায় বন্ধি সখা সখীস্ত্ স্তমনা যক্ষ্যন্তে ॥ ১
 যং দেবাসক্তিরহন্ন্যযজংতে দিবেদিবে বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ ।
 সেমং যজ্ঞং মধুমংতং কধী নস্তনুনপাদ্ যতযোনিং বিধংতং ॥ ২

প্রদীধিতিবিশ্ববারা জিগ্ধাতি হোতারমিলঃ প্রথমং যজধৈ ।

অচ্ছা নমোভিবৃষভং বন্দধৈ স দেবান্যক্ষদিষিতো যজীয়ান্ ॥ ৩

উক্কো বাং পাতুরধ্বরে অকাযুধ্বা শোচীংষি প্রস্থিতা রজাংসি ।

দিবো বা নাভা নামাদি হোতা স্তৃণীমহি দেবব্যচা বি বহিঃ ॥ ৪

সপ্ত হোত্রাণি মনসা বৃণানা ইষংতো বিশ্বং প্রতি যন্নু তেন ।

নৃপেশসো বিদথেনু প্র জাতা অভীমং যজ্ঞং বি চরংত পূর্বাঃ ॥ ৫

অ ভংদমাণে উষসা উপাকে উত স্নয়েতে তদ্বারিরূপে ।

যথা নো মিত্রো বরুণো জুজোষদিংদ্রে মরুত্বা উত বা মহোভিঃ ॥ ৬

দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যাংজে সপ্ত পৃক্ষাসঃ স্বধয়া মদংতি ।

ঋতং শংসংত ঋতমিত্র আহরনু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ ॥ ৭

আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা ইমা দেবৈর্মনুষ্যোভিরগ্নিঃ ।

সরস্বতী সারস্বতেভির্বাক্ তিস্রো দেবী বহির্রেদং সদং তু ॥ ৮

তন্নস্তুবীপমধ পোষয়িত্ব দেব ত্বষ্ট্রি রবাণঃ স্তস্ব ।

যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ সূদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ ॥ ৯

বনস্পতেহব সৃজোপ দেবানগ্নির্হবিঃ শমিতা সূদয়াতি ।

সেহু হোতা সত্যতবো যজ্জাতি যথা দেবানাং জনিমানি বেদ ॥ ১০

আ যাহুগ্নে সমিধানো অর্বা ঙিং ত্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেভিঃ ।

বহির্ন আস্তা মদিতিঃ সূপুত্রা স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাং ॥ ১১

॥ ৫৫ ॥

প্রজাপতিবৈশ্বামিত্রো বাচ্যো বা ॥ বিশ্বে দেবাঃ ।

১ উষাঃ । ২—১০ অগ্নিঃ । ১১ অহোরাত্রো ।

১২—১৪ রোদসী । ১৫ রোদসী দ্যুনি-

শো বা । ১৬ দিশঃ । ১৭—২২ ইন্দ্রঃ

পর্জন্যাত্মা ত্বষ্টা বাগ্নিশ্চ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

উষসঃ পূর্বা অধ যদ্যুর্মহর্ষি জজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ ।

ব্রতা দেবানামুপ নু প্রভূষন্মহদেবানামশ্বরত্বমেকং ॥ ১ ॥

মো যু গো অত্র জুহুরংত দেবা মা পূর্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ ।

পুরাণ্যোঃ সন্ননোঃ কেতুরংতর্মহদেবানামশ্বরত্বমেকং ॥ ২ ॥

বি মে পুরুত্রা পতয়ন্তি কামাঃ শম্যচ্ছা দীতে পূর্ব্যাণি ।

সমিদ্ধে অগ্নাবৃতমিধদেম মহদেবানামশ্বরত্বমেকং ॥ ৩ ॥

সমানো রাজা বিভূতঃ পুরুত্রা শয়ে শয়াসু প্রযুতো বনানু ।

অন্তা বৎসং ভরতি ক্ষেতি মাতা মহদেবানামশ্বরত্বমেকং ॥ ৪ ॥

আক্ষিৎপূর্বাস্বপরা অনুকুৎসতো জাতাসু তরুণীষংতঃ ।

অন্তর্বতীঃ সুবতে অপ্রবীতা মহদেবানামশ্বরত্বমেকং ॥ ৫ ॥

শযুঃ পরস্তাদধ নু দ্বিমাতাবংধম্শ্চরতি বৎস একঃ ।

মিত্রশ্চ তা বরুণশ্চ ব্রতানি মহদেবানামশ্বরত্বমেকং ॥ ৬ ॥

দ্বিমাতা হোতা বিদথেষু সম্রাণস্বগ্রং চরতি ক্ষেতি বুধঃ ।

প্র রণ্যানি রণ্যবাচো ভরংতে মহদেবানামশ্বরত্বমেকং ॥ ৭ ॥

শূরশ্চেব যুধ্যতো অংতমশ্চ প্রতীচীনঃ দদৃশে বিশ্বমায়ং ।

অংতর্মতিশ্চরতি নিব্বিধং গোর্মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ৮ ॥

নি বেবেতি পলিতো দূত আশ্বংতর্মহাশ্চরতি রোচনেন ।

বপুংষি বিভ্রদতি নো বি চষ্টে মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামাগ্রমূতা দধানঃ ।

অগ্নিষ্টা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১০ ॥

নানা চক্রাতে যম্যাবপুংষি তয়োরণ্যদ্রোচতে কৃষ্ণমগ্নং ।

শ্রাবী চ যদকুবী চ স্বসারৌ মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১১ ॥

মাতাচ যত্র ছহিতা চ ধেনু সবর্হুঘে ধাপয়েতে সমীচী ।

ঋতশ্চ তে সদসীলে অংতর্মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১২ ॥

অগ্নশ্চ বৎসং রিহতী মিমায় কয়া ভুবা নি দধে ধেনুরুধঃ ।

ঋতশ্চ সা পয়সাপিব্রতেলা মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১৩ ॥

পশ্যা বস্তে পুরুকুপা বপুংষূধ্বা তসৌ চ্যাবিং রেরিহাণা ।

ঋতশ্চ সন্ন্য বি চরামি বিদান্নমহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১৪ ॥

পদে ইব নিহিতে দশ্মে অংতস্তষোরগ্নদগুহ্মাবিরগ্নং ।

সধীচীনা পথ্যাসা বিবুচী মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১৫ ॥

আ ধেনবো ধুনয়ংতামশিশ্বীঃ সবর্হুঘাঃ শশয়া অপ্রহুন্ধাঃ ।

নব্যা নব্যা যুবতয়ো ভবংতীর্মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১৬ ॥

যদগ্নাসু বৃষভো রোরবীতি সো অগ্নিস্মিন্মূথে নি দধাতি রেতঃ ।

স হি কপাবান্তস ভগঃ স রাজা মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১৭ ॥

বীরশ্চ স্তু স্বশ্বাঃ জনাসঃ প্র স্তু বোচাম বিহুরস্যা দেবাঃ ।

ষোড়শা যুক্তাঃ পংচপংচা বহংতি মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১৮ ॥

দেবস্বষ্টী সবিতা বিশ্বরূপঃ পূর্ণোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান ।
 ইমা চ বিশ্বা ভুবনাগ্ৰম্য মহদেবানামসুরত্বমেকং ॥ ১৯ ॥
 মহৌ সমৈরচ্ছদ্যা সমীচী উভে তে অশ্রু বসুনা ন্যাষ্টে ।
 শৃণু বীরো বিদমাণো বসুনি মহদেবানামসুরত্বমেকং ॥ ২০ ॥
 ইমাং চ নঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপ ক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা ।
 পুরঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা মহদেবানামসুরত্বমেকং ॥ ২১ ॥
 নিব্ বিশ্বরীক্স ওষধীকৃতাপো রয়িং ত ইংদ্র পৃথিবী বিভর্তি ।
 সখায়ন্তে বামভাজঃ স্যাম মহদেবানামসুরত্ব মেকং ॥ ২২ ॥

॥ ৬২ ॥

বিশ্বামিত্রঃ । ১৬-১৮ বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্বা ॥ ১-৩
 ইং দ্রাবরুণৌ । ৪-৬ বৃহস্পতিঃ । ৭-৯ পূষা ।

১০-১২ সবিতা । ১৩-১৫ সোমঃ ।

১৬-১৮ মিত্রাবরুণৌ ॥ ১-৩

ত্রিষ্টুপ্ । ৪-১৮ গায়ত্রী ॥

ইমা উ বাং ভূময়ো মন্থমানা যুবাবতে ন তুজ্যা অভূবন্ ।
 কৃত্যদিংদ্রাবরুণা যশো বাং যেন স্মা সিনং ভরথঃ সখিত্যঃ ॥ ১ ॥
 অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীমঞ্জুতমমবসে জোহবীতি ।
 সজোষাবিংদ্রাবরুণা মরুত্তির্দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবংমে ॥ ২ ॥
 অস্মৈ তদিংদ্রাবরুণা বসু ষ্যাদস্মৈ রয়ির্মকৃতঃ সর্ববীরঃ ।
 অস্মায়কৃত্রীঃ শরণৈরবতং স্মান্হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ॥ ৩ ॥

বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য ।

রাস্ব রত্নানি দাশুযে ॥ ৪ ॥

শুচিমর্কৈবৃহস্পতিমধ্বরেষু নমস্তত ।

অনাম্যোজ আ চকে ॥ ৫ ॥

বৃষভং চর্ষণীনাং বিশ্বরূপমদাভ্যং ।

বৃহস্পতিং বরেণ্যং ॥ ৬ ॥

ইয়ংতে পুষন্নায়ণে সৃষ্টুতির্দেব নবাসী ।

অস্মাভিস্তভ্যং শস্ততে ॥ ৭ ॥

তাং জুষস্ব গিরং মম বাজস্ব তীমবা ধিস্বং ।

বধূয়ুরিব ঘোষণাং ॥ ৮ ॥

মো বিশ্বাভি বিপশ্বতিভুবনা সং চ পশ্বতি ।

সনঃ পৃষাবিতা ভুবৎ ॥ ৯ ॥

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ।

ধিরো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১০ ॥

দেবশ্চ সবিতুর্বস্বং রাজস্বতঃ পুরংধ্যা ।

ভগশ্চ রাতিমীমহে ॥ ১১ ॥

দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ স্মৃতিভিঃ ।

নমস্তংতি ধিরেষিতাঃ ॥ ১২ ॥

সোমা জিগতি গাতুবিদেবানামেতি নিষ্কৃতং ।

শ্লতশ্চ যোনিমাসদং ॥ ১৩ ॥

সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে ।

অনমীবা ইষস্করৎ ॥ ১৪ ॥

অশ্বাকমায়ুর্বর্ধয়ন্নভিমাভীঃ সহমানঃ ।
 সোমঃ সথস্থমাসদৎ ॥ ১৫ ॥
 আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতের্গব্যুতি মুক্ষতং ।
 মধ্বা রজাংসি স্নুক্রতু ॥ ১৬ ॥
 উরুশংসা নমোবৃধা মহা দক্ষশ্চ রাজথঃ ।
 দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা ॥ ১৭ ॥
 গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতশ্চ মীদতং ।
 পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ১৮ ॥

চতুর্থং মণ্ডলং ॥

॥৩০ ॥

বামদেবঃ ॥ ১—৮, ১২—২৪ ইন্দ্রঃ । ৯—১১
 ইন্দ্র উষাশ্চ ॥ ১—৭, ৯—২৩
 গায়ত্রী । ৮, ২৪ অনুষ্টুপ্ ॥
 নকিরিঃ প্রহৃতরো ন জ্যায়া অস্তি ব্রহ্মহন ।
 নকিরেবা যথা স্বং ॥ ১ ॥
 সত্রা তে অনু কৃষ্টয়ো বিশ্বা চক্রেব বাবৃতুঃ ।
 সত্রা মহা অসিশ্রুতঃ ॥ ২ ॥
 বিশ্বে চনেদনা স্বা দেবাস ইন্দ্র যুষধুঃ ।
 যদহা নক্তমাতিরঃ ॥ ৩ ॥
 যত্রোত বাধিতেভ্যশ্চক্রং কুৎসায় যুধ্যতে ।
 মুষায় ইন্দ্র সূর্য্যং ॥ ৪ ॥
 যত্র দেবী ঋষায়তো বিশ্বা অযুধ্য এক ইৎ ।
 অমিঃ প্রবুৎ রহন ॥ ৫ ॥

যত্রোত মর্ত্যায় কমরিণা ইংদ্র সূর্য্যং ।

প্রাবঃ শচীভিরেতশং ॥ ৬ ॥

কিমাছুতাসি বৃত্রহন্যঘবন্যন্যামত্তমঃ ।

অত্রাহ দানুমাতিরঃ ॥ ৭ ॥

এতদেবছুত বীর্যমিংদ্র চকর্থ পোংশ্রুঃ ।

দ্বিগ্নং যদুর্হণায়ুধং বধীছুহিতরং দিবঃ ॥ ৮ ॥

দিবশ্চিদবা ছুহিতরং মহান্মহীষ্যমানাং ।

উষাসমিংদ্র সংপিণক্ ॥ ৯ ॥

অপোষা অনসঃ সরৎসংপিষ্টাদহ বিভ্রাষী

নি যৎসীং শিশ্নথদৃষা ॥ ১০ ॥

এতদশ্রা অনঃ শয়ে স্মসংপিষ্টং বিপাশ্রা ।

সসার সীং পরাবতঃ ॥ ১১ ॥

উত সিংধুং বিবাল্যাং বিতস্থানামধি ক্ষমি ।

পরি ঠা ইংদ্র মায়য়া ॥ ১২ ॥

উত শুষ্কশ্রু ধুমুয়া প্র মৃক্ষো অভি বেদনং ।

পুরো যদশ্রু সংপিণক্ ॥ ১৩ ॥

উত দাসং কোলিতরং বৃহতঃ পর্বতাদধি ।

অবাহস্নিংদ্র শংবরং ॥ ১৪ ॥

উত দাসশ্রু বর্চিনঃ সহস্রানি শতাবধীঃ ।

অধি পংচ প্রধীংরিব ॥ ১৫ ॥

উত তাং পুত্রমগ্নুৰঃ পরাবৃক্তং শতক্রতুঃ ।

উক্থেক্ষিংদ্র আভজৎ ॥ ১৬ ॥

উত ত্যা তুর্বশায়ত্ব অশ্বাতারা শচীপতিঃ ।

ইংদ্রো বিদ্বা অপারয়ৎ ॥ ১৭ ॥

উত ত্যা সত্ব আৰ্য্য। সররোরিংদ্র পারতঃ ।

অর্গাচিত্ররথাবধীঃ ॥ ১৮ ॥

অমু দ্বা অহিতা নয়োহংধং শ্রোণং চ বৃত্রহন্ ।

ন তত্তে স্ত্রমমষ্টবে ॥ ১৯ ॥

শতমশ্বান্নরীনাং পুরামিংদ্রো ব্যাস্ত্রং ।

দিবোদাসায় দাশুযে ॥ ২০ ॥

অশ্বাপয়দভীতয়ে সহস্রা ত্রিংশতং হথৈঃ ।

দাসানামিংদ্রো মায়য়া ॥ ২১ ॥

স য়েহুতাসি বৃত্রহন্তু সমান ইংদ্র গোপতিঃ ।

যস্তা বিশ্বানি চিচুযে ॥ ২২ ॥

উত নুনং যদিং দ্রিয়ং করিষ্যা ইংদ্র পৌংস্ত্রং ।

অত্মা নকিষ্টদা মিনৎ ॥ ২৩ ॥

বামং বামং ত আহুরে দেবো দদাত্বর্ষমা ।

বামং পুষা বামং ভগো বামং দেবঃ করুণতী ॥ ২৪ ॥

॥ ৪০ ॥

বামদেবঃ ॥ ১—৪ দধিক্রাঃ । ৫ সূর্য্যঃ ॥

১ ত্রিষ্টুপ্ । ২-৫ জগতী ॥

দধিক্রাব্ণ ইহু নু চর্কিরাম বিশ্বা ইন্মামুষসঃ স্তদয়ন্তু ।

অপামগ্নৈরুষসঃ সূর্য্যস্ত বৃহস্পতেরাংগিরসস্য জিহ্বাঃ ॥ ১ ॥

সত্বা ভরিষো গবিষো হুবন্তসচ্চ বস্যাদিষ উষসন্তরন্তসৎ ।
 সত্যো দ্রবো দ্রবরঃ পতংগরো দধিক্রাবেষমূর্জং স্বর্জনৎ ॥ ২ ॥
 উত আস্য দ্রবতন্তরন্যতঃ পর্ণং ন বেরনু বাতি প্রগর্ধিনঃ ।
 শ্বেনমোব ঐজতো অংকসং পরি দধিক্রাব্ণঃ সহোর্জা তরিত্রীতঃ ॥ ৩ ॥
 উত শু বাজী ক্রিপণিং তুরন্যতি গ্রীবারাং বন্ধো অপিকক্ষ আসনি
 ক্রতুং দধিক্রা অনু সংতবীত্নংপথামং কাংসান্বাপনীফণৎ ॥ ৪ ॥
 হংসঃ শুচিষধ্বসুরং তরিক্ষসন্ধোতা বেদিষদতিথিছুরোণসৎ
 নৃষধ্বরসদৃতসন্ধোমসদজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং ॥ ৫ ॥

॥ ৫৭ ॥

বামদেবঃ ॥ ১-৩ ক্ষেত্রপতিঃ । ৪ শুনঃ । ৫, ৮
 শুনাসীরো । ৬, ৭ সীতা ॥ ১, ৪, ৬, ৭
 অনুষ্ঠুপ্ । ২, ৩, ৮ ত্রিষ্ঠুপ্
 ৫ পুরউষিক্ ॥

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতনেব জয়ামসি ।
 গামশ্বং পোষয়িত্বা স নো মৃলাতীদৃশে ॥ ১ ॥
 ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্মিঃ ধেনুরিব পন্নো অস্মান্ন ধুক্ণি ।
 মধুশ্চুতং ঘৃতমিব স্পৃতমৃতস্য
 নঃ পতন্নো মৃলয়ন্তু ॥ ২ ॥
 মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বং তরিক্ষং ।
 ক্ষেত্রস্যপতির্মধুমান্নো অস্তরিষ্যন্তো অশ্বেনং চরেম ॥ ৩ ॥

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাংগলং ।
 শুনং বরত্রা বধ্যংতাং শুনমষ্ট্র্যামুদিংগয় ॥ ৪ ॥
 শুনাসীরাবিমাং বাচং জুষেথাং যদিবি চক্রথুঃ পয়ঃ ।
 তেনেমামুপসিংচতং ॥ ৫ ॥
 অর্বাচী স্তুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা
 যথা নঃ স্তুভগাসসি যথা নঃ স্তুফলাসসি ॥ ৬ ॥
 ইংদ্রঃ সীতাং নি গৃহ্নাতু তাং পূষাতু যচ্ছতু ।
 সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাং ॥ ৭ ॥
 শুনং নঃ ফালা বি কৃষং তু ভূমিং শুনং
 কীনাশা অভি যং তু বাহৈঃ ।
 শুনং পর্জন্তো মধুনা পয়োভিঃ
 শুনাসীরা শুনমম্মাস্থ ধত্তং ॥ ৮ ॥

পঞ্চমং মণ্ডলং ।

॥ ২৩ ॥

দ্যুম্নো বিশ্বচর্ষণিঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১—৩ অনুষ্টিপ্ ।

৪ পংক্তিঃ ॥

অগ্নে সহংতমা ভর ত্বুয়শ্চ প্রাসহা রয়িং ।
 বিশ্বা যশ্চর্ষণীরভ্যাসা বাজেষু সাসহৎ ॥ ১ ॥
 তমগ্নে পৃতনাবহং রয়িং সহস্ব আ ভর ।
 ত্বং হি সত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজশ্চ গোমতঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বে হি ঐ সজোষসো জনাসো বৃক্কবর্হিষঃ ।

হোতারং সন্নস্তু শ্রিয়ং ব্যাতি বার্যী পুরু ॥ ৩ ॥

স হি ঐ বিশ্বচর্ষণিরভিমাতি সহো দধে ।

অগ্ন এষু ক্ষয়েঐ রেবন্নঃ শুক্র দীদিহি

তুমৎপাবকদীদিহি ॥ ৪ ॥

॥ ২৮ ॥

বিশ্ববারাভ্রৈয়ী ॥ অগ্নিঃ ॥ ১, ৩ ত্রিষ্টুপ্ । ২

জগতী । ৪ অনুষ্টুপ্ ৫, ৬ গায়ত্রী ॥

সমিক্কো অগ্নির্দ্বি শোচিরশ্রেং প্রত্যঙ্গুষসমুর্বিয়া বিভাতি ।

এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমেভির্দেবী ঈলানা হবিষা যুতাচী ॥ ১ ॥

সমিধ্যামানো অমৃতশ্চ রাজসি হবিষ্কণ্ণংতং সচসে স্বস্তয়ে ।

বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং যমিন্শ্রুতিথ্যামগ্নে নি চ ধত্ত ইৎপুরুঃ ॥ ২ ॥

অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব তুম্নান্নাত্তমানি সং তু ।

সং জাম্পত্যং স্নযমসা কৃণুশ্চ শত্রূয়তামভি তিষ্ঠা মহাংসি ॥ ৩ ॥

সমিক্কশ্চ প্রমহসোহগ্নে বংনে তব শ্রিয়ং

বৃষভো তুম্নবী অসি সমধ্বরেষিধ্যাসে ॥ ৪ ॥

সমিক্কো অগ্ন আহুত দেবাশ্চক্ষি অধবর ।

ত্বং হি হব্য বালসি ॥ ৫ ॥

আ জুহোতা ত্বশ্চতাপ্নিঃ প্রয়ত্যাধ্বরে ।

বৃণীষ্যং হব্যাহনং ॥ ৬ ॥

॥ ৬১ ॥

শ্রাবাশ্ব আত্রেয়ঃ ॥ ১-৪, ১১-১৬, মরুতঃ । ৫-৮ শশী-
 যসী তরংতমহিষী । ৯ পুরুমীড়্‌হো বৈদদশ্বিঃ ।
 ১০ তরংতোবৈদদশ্বিঃ । ১৭-১৯ রথবীতি
 দীল্ভ্যঃ ॥ ১-৪, ৬-৮, ১০-১৯ গায়ত্রী ।
 ৫ অনুষ্ঠুপ্ । ৯ সতোরহতী ॥

কে ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়স্র ।

পরমশ্রাঃ পরাবতঃ ॥ ১ ॥

কবোহশ্বাঃ ক্কাভীশবঃ কথং শেক কথা যয় ।

পৃষ্ঠে সদো নসোর্যমঃ ॥ ২ ॥

জঘনে চোদ এষাং বি স্কক্থানি নরো যমুঃ ।

পুত্রকুথে ন জনয়ঃ ॥ ৩ ॥

পরা বীরাস এতন মর্যাসো ভদ্রজানয়ঃ ।

অগ্নিতপো যথাসথ ॥ ৪ ॥

সনৎসাশ্বাং পশুমুত গব্যং শতাবয়ং ।

শ্রাব্যাশ্বস্তায় যা দোবীরায়োপববৃহৎ ॥ ৫ ॥

উত হ্যস্ত্রী শশীরসী পুংসো ভবতি বশ্রসী ।

অদেবতাদরাধসঃ ॥ ৬ ॥

বি যা জানাতি জস্রিং বি ত্বাং তং বি কামিনং ।

দেবত্ৰা কুণ্ডে মনঃ ॥ ৭ ॥

উত যা নেমো অস্ততঃ পুমা ইতি ক্রবে পণিঃ ।

স বৈরদেয় ইৎসমঃ ॥ ৮ ॥

উত মেহরপদ্যাবতির্মমংদুযী প্রতি শ্রাবায় বর্তনিং ।

বি রোহিতা পুরুষীড়হার যেমতুর্বিপ্রায় দীর্ঘযশসে ॥ ৯ ॥

যো মে ধেনুনাং শতং বৈদদশ্বির্যথা দদৎ ।

তরংভ ইব মংহনা ॥ ১০ ॥

য ঙ্গং বহংত আশুভিঃ পিবংতো মদিরং মধু ।

অত্র শ্রবাংসি দধিরে ॥ ১১ ॥

যেষাং শ্রিমাধি রোদসী বিভ্রাজংতে রথেষা ।

দিবি কুল ইবোপরি ॥ ১২ ॥

যুবঃ স যাক্রতো গণক্বেষরথো অনেতঃ ।

শুভংয়াবা প্রতিক্ষুতঃ ॥ ১৩ ॥

কো বেদ নুনমেবাং যত্রা মদংতি ধুতয়ঃ ।

ঋতজাতা অরেপসঃ ॥ ১৪ ॥

যুগং মর্তং বিপত্যাবঃ প্রণেতার ইথা ধিয়া ।

প্রোতারো যামহুতিষু ॥ ১৫ ॥

তে নো বহুনি কাম্যা পুরুশ্চংদ্রা রিশাদসঃ ।

আ যজিরাসো ববৃত্তন ॥ ১৬ ॥

এতং মে স্তোমমূর্মো দার্ত্যায় পরা বহ ।

গিরো দেবি রথীরিব ॥ ১৭ ॥

উত মে বীচতাদিতি স্মৃতসোমে রথবীর্তৌ ।

ন কামো অপ বেতি মে ॥ ১৮ ॥

এষ ক্ষেতি রথবীতির্মঘবা গোমতীরনু ।
পর্বতেষপশ্রিতঃ ॥ ১৯ ॥

॥ ৮৫ ॥

অত্রিঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র সম্রাজে বৃহদৃচা গভীরং ব্রহ্ম প্রিয়ং বরুণায় শ্রতায় ।
বি যো জঘান শমিতেব চর্মোপস্তিরে পৃথিবীং সূর্যায় ॥ ১ ॥
বনেষু ব্যংত্রিষ্কং ততান বাজমবৎসু পয় উস্ত্রিয়ান্সু ।
হংসু ক্রতুং বরুণো অঙ্গুগ্নিং দিবি স্কুর্যমদধাৎ সোমমর্জৌ ॥ ২ ॥
নীচীনবারং বরুণঃ কবংধং প্র সমর্জ রোদসী অংত্রিষ্কং ।
তেন বিশ্বশ্চ ভুবনশ্চ রাজা যবং ন বৃষ্টিবু্যনত্তিভূম ॥ ৩ ॥
উনত্তি ভূমিং পৃথিবীমুত ছাং যদা দুগ্ধং বরুণো বষ্ট্যাদিৎ ।
সমভ্রেণ বসত পর্বতাসন্তবিষীয়ংতঃশ্রথয়ংত বীরাঃ ॥ ৪ ॥
ইমাম্ ষ্মান্সুরশ্চ শ্রতশ্চ মহীং মায়াং বরুণশ্চ প্র বোচং ।
মানেনেব তস্থি বাঁ অংত্রিষ্কে বি যো মমে পৃথিবীং সূর্যেণ ॥ ৫ ॥
ইমাম্ নু কবিতমশ্চ মায়াং মহীং দেবশ্চ নকিরা দধর্ষ ।
একং যত্নদ্বা ন পৃণংতোনীরাসিংচং তীরবনয়ঃ সমুদ্রং ॥ ৬ ॥
অর্যমাং বরুণ মিত্রাং বা সখায়ং বা সদমিদ্রাতরং বা ।
বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা যৎসীমাগচ্চ কুমা শিশ্রথস্তৎ ॥ ৭ ॥
কিতবাসো যদ্রিপুর্ণ দীবি যদ্বা ঘা সত্যমুত যন্ন বিদ্য ।
সবা তা বি ষা শিথিরেব দেবাধা তে শ্রাম বরুণ প্রিয়ানসঃ ॥ ৮ ॥

ষষ্ঠং মণ্ডলং ।

॥ ৪৬ ॥

শংযুর্বার্হস্পত্যঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ প্রাগাথং ॥

তামিচ্ছিহবামহে সাতা বাজশ্চ কারবঃ ।

তাং বৃত্তেষ্টিংদ্রং সৎপতিং নরস্তাং কাষ্টাস্বর্বতঃ ॥ ১ ॥

স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধ্বক্ষুরা মহঃ স্তবানো অদ্রিবঃ

গামশ্চং রথ্যামিংদ্রং সং কির সত্রা বাজং ন জিগ্যাসে ॥ ২ ॥

বঃ সত্রাহা বিচর্ষণিরিংদ্রং তং হুমহে বয়ং ।

সহস্রমুঞ্চ তুবিমৃগং সৎপতে ভবা সমংসু নো বৃধে ॥ ৩ ॥

বাধসে জমাস্বৃষভেব মগ্নুনা ঘৃষৌ মীড়্হ ঋচীষম

অস্মাকং বোধাবিতা মহাধনে তনুষ্পসু সূর্যো ॥ ৪ ॥

ইংদ্র জোষ্ঠং ন আ ভরং ও জিষ্ঠং পপুরি শ্রবঃ

যেনেমে চিত্র বজ্রহস্ত রৌদসী ওভে স্মশিপ্র প্রাঃ ॥ ৫ ॥

ত্বামুগ্রমবসে চর্ষণীসহং রাজন্দ্বেবেষু হুমহে ।

বিশ্বা স্ম নো বিথুরা পিঙ্গনা বসোহমিত্রাস্তু সূর্যহান্ কৃধি ॥ ৬ ॥

ষদিংদ্র নাহ্বীষা ওজো নৃমৃগং চ কৃষ্টিষু ।

যদ্বা পংচ ক্রিতীনাং ছ্যগ্নমা ভর সত্রা বিশ্বানি পৌংস্ত্রা ॥ ৭ ॥

যদ্বা তৃক্ষো মঘবন্দ্ৰহাবা জনে যৎপূরো কচ্চ বৃষাং ।

অস্মভ্যং তদ্রিহীহি সং নৃযাহেহমিত্রান্ পৃৎসু তুর্বণে ॥ ৮ ॥

ইংদ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরুথং স্বস্তিমং ।

ছর্দিষচ্ছ মঘবন্ত্যশ্চ মহং চ যাবরা দিগুমেভ্যঃ ॥ ৯ ॥

যে গব্যাতা মনসা শক্রমদভূরভিপ্রব্রুতি ধুমুয়া ।
 অধস্মা নো মঘবস্নিগ্ধে গিবগন্তনুপা অংতমো ভব ॥ ১০ ॥
 অধ স্মা নো বৃধে ভবেংদ্র নায়মবা যুধি ।
 তদংতরিক্ষে পতংসতি পণিনো দিগ্ধবস্তিগমূর্ধানঃ ॥ ১১ ॥
 যত্র শূরাসন্তুষো বিতম্বতে প্রিমা শর্ম পিতৃণাং ।
 অধ স্মা যচ্ছ তস্মৈহতনে চ ছর্দিরচিত্তং যাবন্ন দ্বেষ ॥ ১২ ॥
 যদিংদ্র সর্গে অবতশ্চোদয়াসে মহাধনে ।
 অসমনে অধ্বনি ব্রজিনে পথি শ্চোনাঁ ইব শ্রবশ্রুতঃ ॥ ১৩ ॥
 সিংধুরিব প্রবণ আশ্রয়া যতো যদি ক্লোশমনু ঘণি ।
 আ যে বয়ো ন ববৃত্ত্যামিষি গৃভীতা বাহ্নোর্গবি ॥ ১৪ ॥

॥ ৩১ ॥

ভরদ্বাজো বাহ্পত্যঃ ॥ সরস্বতী ॥ ১—৩, ১৩,
 জগতী । ৪-১২ গায়ত্রী । ১৪ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইয়মদদাদ্রভসমৃগচ্যাতং দিবোদাসং বধ্যাশ্বার দাঙ্বেষে ।
 যা শশ্বংতমাচখাদাবসং পণিং তা তে দাত্রাণি তবিষা সরস্বতি ॥ ১ ॥
 ইয়ং শুশ্বেভির্বিসথা ইবারুজৎসানু গিরীণাং তবিষেভিক্রমিভিঃ ।
 পারাবতগ্নীমবসে সুরুক্তিভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ ॥ ২ ॥
 সরস্বতি দেবনিদো নি বহ্নয় প্রজাং বিশ্বস্ত বৃসয়স্ত মায়িনঃ ।
 উত ক্রিতিভ্যোহবনীরবিংদো বিষমেভ্যো অশ্রবো বাজিনীবতি ॥ ৩ ॥
 প্র গো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী । ধীনামবিদ্রাবতু ॥ ৪ ॥

যজ্ঞা দেবি সরস্বতাপক্রতে ধনে হিতে ।

ইংদ্রং ন বৃত্রতূর্ষে ॥ ৫ ॥

ঋং দেবি সরস্বত্যবা বাজেষু বাজিনি ।

রদা পুষেব নঃ সনিং ॥ ৬ ॥

উত শ্রা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্য বর্তনিঃ ।

বৃত্রশ্রী বষ্টি স্তৃষ্টুতিং ॥ ৭ ॥

যশ্রা অনংতো অহৃতশ্বেষশ্চরিষুর্ণবঃ ।

অমশ্চরতি রোকুবৎ ॥ ৮ ॥

সা নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ স্বসূরশ্রা ঋতাবরী ।

অতন্নহেব সূর্য্যঃ ॥ ৯ ॥

উত নঃ প্রিয়া প্রিয়ানু স পুশ্বসা স্তৃজুষ্ঠা ।

সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ ॥ ১০ ॥

আপপ্রথী পার্থিবান্যুরু রজো অংতরিক্ষং ।

সরস্বতী নিদম্পাতু ॥ ১১ ॥

ত্রিষধশ্রা সপ্তধাতুঃ পংচ জাতা বর্ধয়ন্তী ।

বাজে বাজে হব্যা ভূৎ ॥ ১২ ॥

প্র যা মহিমা মহিনা স্তৃচেকিতে দ্যয়েভিরশ্রা অপসামপস্তুমা ।

রথ ইব বৃহতী বিভূনে কৃতোপস্তুত্যা চিকিতুষা সরস্বতী ॥ ১৩ ॥

সরস্বত্যাভি নো নেষি বশ্রো মাপ ক্ষরীঃ পয়সা মা ন আ ধক্ ।

জুষস্ব নঃ সধ্যা বেষ্রা চ মা স্বৎক্ষেত্রাণ্যরগানি গন্ম ॥ ১৪ ॥

॥ ৭৫ ॥

পায়ুর্ভারদ্বাজঃ ॥ ১ বর্ম । ২ ধনুঃ । ৩ জ্যা । ৪
 আত্মী । ৫ ইষুধিঃ । ৬ সারথিঃ । ৬ রশ্ময়ঃ । ৭
 অশ্বাঃ । ৮ রথঃ । ৯ রথগোপাঃ । ১০ লিংগোক্ত-
 দেবতাঃ । ১১, ১২, ১৫, ১৬ ইষবঃ । ১৩
 প্রতোদঃ । ১৪ হস্তঘ্নঃ । ১৭-১৯ লিংগোক্ত-
 দেবতাঃ সংগ্রামাশিষঃ (১৭ যুদ্ধভূমি
 ব্রহ্মণস্পতিরদিতিশ্চ । ১৮ কবচ
 সোমবরুণাঃ । ১৯ দেবাব্রহ্ম চ) ॥
 ১-৫, ৭-৯, ১১, ১৪, ১৮ ।
 ত্রিষ্কুপ । ৬, ১০ জগতী । ১২,
 ১৩, ১৫, ১৬, ১৯ অনু-
 ষ্টুপ্ । ১৭ পংক্তি ॥

জাম্বতশ্চেব ভবতি প্রতীকং যদ্বমৌ যাতি সমদায়ুপস্থে ।
 অনাবিক্রয়া তস্মা জয় ত্বং স ত্বা বর্মণো মহিমা পিপতু ॥ ১ ॥
 ধন্বনা গা ধন্বনাজিৎ জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম ।
 ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥ ২ ॥
 বক্ষ্যন্তোবেদা গণীগংতি কর্ণং প্রিয়ং সখায়াং পরিষস্বজানা ।
 যোবেব শিংক্রে বিততাধি ধন্বজ্যা ইয়ং সমনে পারয়ন্তী ॥ ৩ ॥

তে আচরন্তী সমনেব ঘোষা মাতেব পুত্রং বিভ্রতামুপস্থে ।

অপ শক্রম্বিধ্যতাং সংবিদানে অত্মী ইমে বিক্ষুরন্তী অমিত্রান্ ॥ ৪ ॥

বহুবীনাং পিতা বহুরশ্র পুত্রধর্ষিচ্চা কৃণোতি সমনাবগত্য ।

ইষুধিঃ সংকাঃ পৃতনাশ্চ সর্বাঃ পৃষ্ঠে নিনক্কো জয়তি প্রসূতঃ ॥ ৫ ॥

রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্রযত্র কাময়তে সুষারথিঃ ।

অভীশূনাং মহিমানং পনায়ত মনঃ পশ্চাদনু যচ্ছংতি রশ্ময়ঃ ॥ ৬ ॥

তীব্রান্ঘোষান্কৃণুতে বৃষপাণয়োহশ্বা রথেভিঃ সহ বাজয়ন্তঃ ॥

অবক্রামন্তঃ প্রপদৈরমিত্রান্ ক্ষিণংতি শক্রূরনপব্যয়ন্তঃ ॥ ৭ ॥

রথবাহনং হবিরশ্র নাম যত্রায়ুধং নিহিতমশ্র বর্ম ।

তত্রা রথমুপ শগ্মং সদেম বিশ্বাহা বয়ং সূমনশ্রমানাঃ ॥ ৮ ॥

শ্বাভুষংসদঃ পিতরো বয়োধাঃ কৃচ্ছেশ্রিতঃ শত্রৌবন্তো গভীরাঃ ।

চিত্রসেনা ইষুবলা অমৃধাঃ সতোবীরা উরবো ব্রাতসাহাঃ ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ শিবে নো দ্ধাবাপৃথিবী অনেহসা ।

পুষা নঃ পাতু হুরিতাদৃর্তীবৃধোরক্ষা মাকিনো অঘশংস ঈশত ॥ ১০ ॥

সুপর্ণং বস্ত্রে যুগো অস্যা দন্তো গোভিঃ সংনক্ক পততি প্রসূতা ।

যত্রা নরঃ সং চ বি চ দ্রবন্তি তত্রাস্মাত্যমিষবঃ শর্ম যংসন্ ॥ ১১ ॥

ঋজীতে পরি বৃদ্ধি নোহশ্মা ভবতু নস্তনুঃ ।

সোমো অধি ব্রবীতু নোহদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু ॥ ১২ ॥

আ জংঘংতি সান্বেষাং জঘনঁ উপ জিঘ্নতে ।

অশ্বাজনি প্রচেতসোহশ্বান্তু সমংসু চোদয় ॥ ১৩ ॥

অহিরিব ভৌগৈঃ পর্যেতি বাহুং জ্যায় হেতিং পরিবোধমানঃ ।

হস্তয়ো বিশ্বা বয়ুনানি বিদ্বান্পূমান্পুমাংসং পরি পাতু বিশ্বতঃ ॥ ১৪ ॥

আলাক্তা যা কুরুশীর্ষ্যথো যস্য। অরো মুখং ।

ইদং পর্জন্তরেতস ইঐষ দেবৈব্য বৃহন্নমঃ ॥ ১৫ ॥

অবসৃষ্টা পরা পত শরবো ব্রহ্মসংশিতে ।

গচ্ছামিত্রান্ প্র পতুশ্ব মামীষাং কং চনোচ্ছিষঃ ॥ ১৬ ॥

যত্র বাণাঃ সংপতংতি কুমারা বিশিখা ইব ।

তত্রা নো ব্রহ্মণস্পতিরদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু বিশ্বাহ। শর্ম যচ্ছতু ॥ ১৭ ॥

মর্মাণি তে বর্মাণা ছাদয়ামি নোমত্বা রাজামৃতেনানু বস্তাং ।

উরোর্বরীয়ো বরুণন্তে কৃণোতু জংরতং ত্বানু দেবা মদংতু ॥ ১৮ ॥

যো নঃ শ্বো অরণো যশ্চ নিষ্টো। জিঘাংসতি ।

দেবাস্তং সর্বে ধুবংতু ব্রহ্ম বর্ম মমাংতরং ॥ ১৯ ॥

সপ্তমং মণ্ডলং ।

॥ ৩৬ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ত্রিষ্টূপ্ ॥

প্র ব্রহ্মৈতু সদনাদৃতশ্চ বি রশ্মিভিঃ সসৃজে সূর্যো। গাঃ ।

বি সানুনা পৃথিবী সস্র উর্বা পৃথু প্রতীকমধোধে অগ্নিঃ ॥ ১ ॥

ইমাং বাং মিত্রাবরুণা সূবৃক্তিমিষং ন কৃণে, অশুরা নবীয়ঃ ।

ইনো বায়ন্তঃ পদবীরদকো জনং চ মিত্রো যততি ক্রবাণঃ ॥ ২ ॥

আ বাতশ্চ ব্রজতো রংত ইত্যা অপীপয়ংত ধেনবো ন সূদাঃ ।

মহো দিবঃ সদনে জায়মানোহচিক্রদদৃষভঃ সশ্বিন্ন ধন্ ॥ ৩ ॥

গিরা য এতা যুনজ্জরী ত ঈন্দ্র প্রিমা সুরথা শুর ধায়ু ।

প্র যো মনু্যং রিরিক্তো মিনাত্যা স্ক্রতুমর্যমণং ববৃত্যাং ॥ ৪ ॥

যজ্ঞংতে অশ্রু সখ্যং বয়শ্চ নমস্বিনঃ স্ব ঋতশ্রু ধামন্ ।

বি পৃক্ষে বাবধে নৃতিঃ স্তবান ইদং নমো রুদ্রায় প্রেষ্ঠং ॥ ৫ ॥

অা যৎসাকং যশসো বাবশানাঃ সরস্বতী সপ্তধী সিংধুমাতা ।

যাঃ সুষ্ময়ংত সূহৃঘাঃ সূধারা অভি স্বেন পষসা পীপ্যানাঃ ॥ ৬ ॥

উত তো নো মরুতো মংদসানা ধিয়ং তোকং চ বাজিনোহবংতু ।

মা নঃ পরি থাদক্ষরা চরংত্যবীৰ্ধন্যজ্যাং তে রয়িং নঃ ॥ ৭ ॥

প্র বো মহীমরমতিং কনুধ্বং প্র পূষণং বিদথ্যং ন বীরং ।

ভগং ধিয়োহবিতারং নো অশ্রাঃ সাতৌ বাজং রাতিষাচং পুরংধিং ॥ ৮ ॥

অচ্ছায়ং বৈ মরুতঃ শ্লোক এতচ্ছা বিষ্ণুং নিষিক্তপামবোভিঃ ।

উত প্রজায়ৈ গৃণতে বয়ো ধূৰ্য্যয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৯ ॥

॥ ৮৩ ॥

বসিষ্ঠ ॥ ইন্দ্রাবরুণৌ ॥ জগতী ॥

যুবাং নরা পশুমানাস আপ্যং প্রাচা গব্যংতঃ গৃথুপর্শনো যযুঃ ।

দাসা চ বত্রা হতমার্য্যানি চ সূদাসমিন্দ্রাবরুণাবসাবতং ॥ ১ ॥

বত্রা নরঃ সময়ংতে কৃতধ্বজো যশ্মিন্নাজা ভবতি কিং চন প্রিয়ং ।

বত্রা ভয়ংতে ভুবনা স্বদৃশস্তত্রা ন ইন্দ্রাবরুণাধি বোচতং ॥ ২ ॥

সং ভূম্যা অংজা ধ্বসিরা অদৃক্ষতেংদ্রাবরুণা দিবি ঘোষ আকুহৎ ।

না পশ্বনঅর্জয়ু মামরাতয়োহবী গবসা হবনশ্রুতা গতং ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রাবরুণা বধনাভিরপ্রতি ভেদং বহুংতা প্র সূদাসমাবতং ।
 ব্রহ্মাণ্যোষাং শৃণুতং হবীমনি সত্যা ত্বংস্বনামভবৎপুরোহিতিঃ ॥ ৪ ॥
 ইন্দ্রাবরুণাবভা তপংতি মাঘান্যার্যো বনুযামরাতয়ঃ ।
 যুবং হি বস্ব উভয়শ্চ রাজথোহব স্মা নোহবতং পার্ষে দিবি ॥ ৫ ॥
 যুবাং হবংত উভয়াস আজিষিৎদ্রং চ বস্বে। বরুণং চ সাতয়ে ।
 যত্র রাজভির্দর্শভির্নিবাধিতং প্র সূদাসমাবতং ত্বংস্বভিঃ সহ ॥ ৬ ॥
 দশ রাজানঃ সমিতা অযজ্রাবঃ সূদাসমিৎদ্রাবরুণা ন যুযুধুঃ ।
 সত্যা নৃণামদ্রুসদামুপস্তুতির্দেবা এষামভবন্দেবহুতিষু ॥ ৭ ॥
 দাশরাজ্ঞে পরিষত্তায় বিশ্বতঃ সূদাস ইন্দ্রাবরুণাবশিষ্কতং ।
 শ্বিত্যংচো যত্র নমসা কপর্দিনো ধিরা ধীবংতো অসপংত ত্বংসব ॥ ৮ ॥
 ব্রত্ৰাণ্যন্তঃ সমিণেষু জিহ্নতে ব্রতান্ত্র্যো অভি রক্ষতে সন্ম ।
 হবামহে বাং বৃষণা স্রবৃক্তিভিরস্মে ইন্দ্রাবরুণা শর্ম বচ্ছতং ॥ ৯ ॥
 অস্মে ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্য্যমা দ্রায়ং বচ্ছংতু মহি শর্ম সপ্রথঃ
 অবধ্রং জ্যোতিরদিতেশ্চ তাবুবো দেবশ্চ শ্লোকং সবিতুর্মনামহে ॥ ১০ ॥

॥ ৮৬ ॥

বসিষ্ঠ ঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ।

ধীরা ত্বশ্চ মহিনা জনুংষি বি বস্তুস্তংভ রোদনী চিহুবী ।
 প্র নাকমৃষং মুমুদে বৃহংতং দ্বিতা নক্ষত্রং প প্রথচ্চ ভূম ॥ ১ ॥
 উত স্বয়া তন্মাসং বদে তৎকদা স্মন্তর্বরুণে ভুবানি ।
 কিং মে হব্যমহুণানো জুষেত কদা মূলীকং সূমনা অভি থ্যং ॥ ২ ॥

পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃক্ষুপো এমি চিকিত্বুযো বিপৃচ্ছং ।
 সমানমিন্মে কবয়শ্চিদাহরয়ং হ তুভ্যং বরুণো হনীতে ॥ ১ ॥
 কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎস্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ং ।
 প্র তন্মে বোচো দুলভ স্বধাবোহব স্থানেনা নমসা তুর ইয়াং ॥ ৪ ॥
 অব ক্রদ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নোহব যা বয়ং চক্ৰমা তনুভিঃ ।
 অব রাজন্ পশুতৃপং ন তায়ং সৃজা বৎসং ন দায়ো বসিষ্ঠং ॥ ৫ ॥
 ন স শ্বোদক্ষো বরুণ ক্রতিঃ সা সুরা মনু্যবিভীদকো অচিতিঃ
 অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে স্বপ্নশ্চনেদনৃতশ্চ প্রয়োতা ॥ ৬ ॥
 অরং দাসো ন মীড়হ্ষে করাণ্যহং দেবায় ভূর্ণয়েহনাগাঃ ।
 অচেতয়দচিতো দেবো অর্যো গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি ॥ ৭ ॥
 অযং স তুভ্যং বরুণ স্বধাবো হৃদি স্তোম উপশ্রিতশ্চিদস্ত ।
 শং নঃ ক্ষেমে শমু যোগে নো অস্ত যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ৮ ॥

॥ ৮৭ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

রদংপথো বরুণঃ সূর্য্যায় প্রাণাংসি সমুদ্রিয়া নদীনাং ।
 সর্গো ন সৃষ্টো অবতীৰ্ণতায়ঞ্চকার মহীরবনীরহভ্যঃ ॥ ১ ॥
 আত্মা তে বাতো রজ আ নবীনোৎপশুন ভূনির্ঘবসে সসবান্ ।
 অংতর্মহী বৃহতী রোদসীমে বিশ্বা তে ধাম বরুণ প্রিয়ানি ॥ ২ ॥
 পরি স্পশো বরুণশ্চ অদিষ্টো উভে পশুংতি রোদসী স্মমেকে ।
 ঋতাবানঃ কবরো যজ্ঞধীরাঃ প্রচেতসো ব ইষয়ংত মন্য ॥ ৩ ॥

উবাচ মে বরুণো মেধিরায় ত্রিঃ সপ্ত নামায়া বিভতি ।
 বিদ্বান্পদস্ত গুহ্য ন বোচহ্যগায় বিপ্র উপরায় শিক্ষন্ ॥ ৪ ॥
 তিস্রো দ্যাবো নিহিতা অংতরশ্চিস্তিস্রো ভূমীরূপরাঃ ষড়্ভিধানাঃ ।
 গংসৌ রাজা বরুণশ্চক্র এতং দিবি প্রেংথং হিরণ্যয়ং শুভে কং ॥ ৫ ॥
 অব সিংধুং বরুণো তোরিব হৃদাদ্রপ্সো ন শ্বেতো যুগন্তবিদ্বান্ ।
 গংভীরশংসো রজসো বিমানঃ সুপারক্ষত্রঃ সতো অশ্র রাজা ॥ ৬ ॥
 যো মূলয়াতি চক্রুষে চিদাগো বয়ং শ্রাম বরুণে অনাগাঃ ।
 অনু ব্রতাত্তাদিতেধ্বংতো যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

॥ ৮৮ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র শুংধুবং বরুণায় প্রেষ্ঠাং মতিং বসিষ্ঠ মীড়্ভষে ভরশ্ব ।
 ব ঈমবাঞং করতে যজত্রং সহস্রামঘং বৃষণং বৃহংতং ॥ ১ ॥
 অধা নশ্র সংদৃশং জগন্মানগ্নেরনীকং বরুণশ্র মংসি ।
 স্বয়দশ্মগ্নধিপা উ অংধোহভি মা বপুর্দৃশয়ে নিনীয়াৎ ॥ ২ ॥
 আ যক্রহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধাং ।
 অধি যদপাং স্মুভিশ্চরাব প্র প্রেংথ ঈংথয়াবহৈ শুভে কং ॥ ৩ ॥
 বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহোভিঃ ।
 স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহাং যানু দ্যাবস্তনত্ৰাহ্বাসঃ ॥ ৪ ॥
 কত্যানি নৌ সখ্যা বভূবুঃ সচাবহে যদবৃকং পুরা চিৎ ।
 বৃহংতং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে ॥ ৫ ॥

য আপিনিতো। বরুণ প্রিয়ঃ সস্ত্রামাগাংসি কৃণবৎসথা। তে ।

মা ত এনস্বংতো যক্ষিন্ভুজেম যংধি ঞা বিপ্রঃ স্তবতে বরুথং ॥ ৬ ॥

ঋবাসু ত্বাসু ক্ষিতিসু ক্ষিয়ংতো বাস্বৎপাশং বরুণো যুমোচৎ ।

অবো বদ্বানা অদিতেকুপস্তাদ্যায়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

॥ ৮৯ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ১-৪ গায়ত্রী । ৬ জগতী ॥

মো যু বরুণ য্গায়ং গৃহং রাজন্নহং গমং । মৃলা সূক্ষত্র মৃলয় ॥ ১ ॥

যদেমি প্রক্ষুরন্নিব দৃতির্ন ধাতো অদ্রিবঃ । মৃলা সূক্ষত্র মৃলয় ॥ ২ ॥

ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে । মৃলা সূক্ষত্র মৃলয় ॥ ৩ ॥

অপাং মধো তৃষ্ণিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং । মৃলা সূক্ষত্র মৃলয় ॥ ৪ ॥

যৎ কিং চেদং বরুণ দৈবো জনেহভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি ।

অচিন্তী যত্তব ধর্মা যুযোপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥ ৫ ॥

॥ ৯৫ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ ১, ২, ৪-৬ সরস্বতী । ৩ স্বরস্বান্ ॥

ত্রিকুপ্ ॥

প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্ত্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ ।

প্রবাবধানা রথ্যেব ষাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিংধুরত্যাঃ ॥ ১ ॥

একাচেতং সরস্বতী নদীনাং শুচির্ষতী গিরিভ্য অ। সমুদ্রাং ।

রায়াশ্চেতংতী ভুবনস্ত ভূরেষ্বতং পয়ো দুহুহে নাহুযায় ॥ ২ ॥

স বাবধে নর্যো যোষণাস্থ বৃষা শিশুবৃষতো যজ্ঞিযাস্থ ।
 স বাজিনং মঘবদ্যো দধাতি বি সাতয়ে তন্বং মামৃজীত ॥ ৩ ॥
 উত শ্রা নঃ সরস্বতী জুযাগোপ শ্রবৎসুভগা যজ্ঞে অশ্বিন্ ।
 মিতজ্জুভিনর্মশ্রৈরিয়ানা রায়া যুজা চিহ্নত্বরা সখিতাঃ ॥ ৪ ॥
 ইমা জুহ্বানা যুস্মদা নমোভিঃ প্রতি স্তোমং সরস্বতী জুযস্ব ।
 তব শর্মন্ প্রিয়তমে দধানা উপ স্বেয়াম শরণং ন বৃক্ষং ॥ ৫ ॥
 অয়মু তে সরস্বতি বসিষ্ঠো দারাব্রতশ্চ সুভগে ব্যাবঃ ।
 বর্ধ শুভ্রে স্তবতে রাসি বাজানুয়ং পাত স্তুতিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬ ॥

অষ্টমং মণ্ডলং !

॥ ১০ ॥

মনুর্বৈবস্বতঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ১ গায়ত্রী । ২ পুর-
 উষিক্ । ৩ বৃহতী । ৪ অনুষ্টুপ্ ॥
 নহি বো অন্ত্যর্ভকো দেবাসো ন কুমারকঃ ।
 বিশ্বে সতো মহাংত ইৎ ॥ ১ ॥
 ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ ।
 মনোর্দেবা যজ্ঞিযাসঃ ॥ ২ ॥
 তে নস্ত্রাধ্বংতেহবত ত উ নো অধি বোচত ।
 মা নঃ পথঃ পিত্র্যান্মানবাদধি দূরং নৈষ্ট পরাবতঃ ॥ ৩ ॥
 যে দেবাস ইহ স্থন বিশ্বে বৈশ্বানরা উত ।
 অশ্বভ্যাং শর্ম সপ্রথো গবেহস্বায় যচ্ছত ॥ ৪ ॥

॥ ৫৮ ॥

মেধ্যঃ কাণুঃ ॥ ১ বিশ্বে দেবা ঋত্বিজো বা । ২, ৩
বিশ্বেদেবাঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

যমৃত্বিজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি ।
যো অনূচানো ব্রাহ্মণো যুক্ত আসীৎকান্বিতত্ব বজমানশ্চ সংবিৎ ॥ ১ ॥
এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ ।
একৈবোষাঃ সৰ্বমিদং বি ভাতোকং বা ইদং বি বভূব সৰ্বং ॥ ২ ॥
জ্যোতিশ্চ্যুতং কেতুমন্তং ত্রিচক্রং সূখং রথং সূষদং ভূরিবারং ।
চিত্রা মঘা যশ্চ যোগেহধিজজ্ঞে তং বাং হবে অতি রিক্তং পিতৃধো ॥ ৩ ॥

॥ ২৬ ॥

তিরশ্চীদ্যতানো বা মরুতঃ ॥ ১-১৪, ১৬-২১
ইন্দ্রঃ । ১৪ মরুতঃ । ১৫ ইন্দ্রাবৃহস্পতী ॥
১-৩, ৫-২১ ত্রিষ্টুপ্ । ৪ বিরাট্ ॥

অস্মা উষাস আভিরন্ত যামমিংদ্রায় নক্তমূৰ্মাঃ সুবাচঃ ।
অস্মা আপো মাতরঃ সপ্ত তস্তূনৃত্যস্তরায় সিংধবঃ সুপারঃ ॥ ১ ॥
অতিবিদ্ধা বিথুরেণা চিদস্তা ত্রিঃ সপ্ত সানু সংহিতা গিরীণাং ।
ন তদেবো ন মর্ত্যস্তু তুৰ্য্যাত্মানি প্রবুদ্ধো বৃষভশ্চকার ॥ ২ ॥
ইন্দ্রশ্চ বজ্র আয়সো নিমিগ্ন ইন্দ্রশ্চ বাহ্বো ভূমিষ্ঠমোজঃ ।
শীর্ষগ্নিঃশ্চ ক্রতবো নিরেক আসন্নেষন্ত শ্রুত্যা উপাকৈ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রে ত্বা যজ্ঞিয়ং যজ্ঞিয়ানাং মন্ত্রে ত্বা চ্যবনমচ্যুতানাং ।
 মন্ত্রে ত্বা সত্বনামিঃস্রু কেতুং মন্ত্রে ত্বা বৃষভং চর্ষণীনাং ॥ ৪ ॥
 আ বহুভ্রং বাহ্নোরিঃস্রু ধৎসে মদচ্যুতমহয়ে হংতবা উ ।
 প্র পর্বতা অনবংত প্র গাবঃ প্র ব্রহ্মাণো অভিনক্ষংত ইংস্রুং ॥ ৫ ॥
 তমু ষ্ঠবাম য ইমা জজান বিশ্বা জাতাত্তবরাণ্যস্মাৎ ।
 উংস্রুং মিত্রং দিধিষেম গীর্ভিক্রপো নমোভিবৃষভং বিশেম ॥ ৬ ॥
 ব্রতশ্চ ত্বা শ্বসখাদৌষমাণা বিশ্বে দেবা অজহর্যে সখায়ঃ ।
 মরুদ্ভিরিঃস্রু সখ্যং তে অস্বথেনা বিশ্বাঃ পূতনা জয়াসি ॥ ৭ ॥
 ত্রিঃ যষ্টিস্ত্বা মরুতো বাবৃধানা উস্রা ইব রাশয়ো যজ্ঞিয়াসঃ ।
 উপ ত্বেমঃ কৃধি নো ভাগধেয়ং শুশ্রুং ত এনা হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥
 তিগ্নমায়ুধং মরুতামনীকং কস্ত ইংস্রু প্রতি বজ্রং দধ্ষ ।
 অনায়ুধাসো অসুরা অদেবাশ্চক্রেণ তাঁ অপ বপ ঋজীষিন্ ॥ ৯ ॥
 মহ উগ্রায় তবসে সুরক্তিং প্রেরয় শিবতমায় পশ্বঃ ।
 গির্বাহসে গির ইংস্রায় পূর্বীর্ধেহি তব্বে কুবিদংগ বেদৎ ॥ ১০ ॥
 উক্থ বাহসে বিভে মনীষাং দ্রুণা ন পারমীরয় নদীনাং ।
 নি স্পৃশ ধিয়া তন্নি শ্রুতশ্চ জুষ্টতরশ্চ কুবিদংগ বেদৎ ॥ ১১ ॥
 তদ্বিবিদ্ভি যত্ত ইংস্রো জুজোষৎস্তুহি সৃষ্টুতিং নমসা বিনাস ।
 উপ ভূষ জরিতর্মা কুবণ্য শ্রাবয়া বাচং কুবিদংগ বেদৎ ॥ ১২ ॥
 অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদিয়ানঃ কুষোদশভিঃ সহস্রৈঃ ।
 আবত্তুমিঃস্রুঃ শচ্যা ধমংতমপ স্নেহিতীর্নৃমণা অধত্ত ॥ ১৩ ॥
 দ্রপ্সমপশ্রুং বিষুণে চরংতমুপহ্বরে নত্বো অংশুমত্যাঃ ।
 নভো ন কৃষ্ণমবতস্থিবাংসমিষ্যামি বো বৃষণো যুধ্যতাজৌ ॥ ১৪ ॥

অধ দ্রপ্সো অংশুমত্যা উপহ্নেহধারয়ত্ত্বং তিষ্ঠিষাণঃ ।

বিশো অদেবীরভ্যা চরংতীবৃহস্পতিনা যুজ়েংদ্রঃ সমাহে ॥ ১৫ ॥

ত্বং হ ত্যাসপ্তভ্যো জায়মানোহশক্রভ্যো অভবঃ শক্ররিংদ্র ।

গৃড্ধে গাবাপৃথিবী অববিংদো বিভুমন্ত্যো ভুবনেভ্যো রণং ধাঃ ॥ ১৬ ॥

ত্বং হ তাদ প্রতিমানমোজো বজ্রেণ বজ্রিকৃষিতো জঘংথ ।

ত্বং শুষ্কশ্রাবাতিরো বধত্রেত্বং গা ইংদ্র শচোদবিংদঃ ॥ ১৭ ॥

ত্বং হ তাদৃষভ চর্ষণীনাং ঘনো বৃত্রাণাং তবিষো বভূথ ।

ত্বং সিংধুঁ রসৃজস্তস্তভানান্ ত্বমপো অজয়ো দাসপত্নীঃ ॥ ১৮ ॥

স সূক্রতু রণিতা বঃ সূতেষনুত্তমন্যার্যো অহেব রেবান্ ।

ব এক ইন্নর্যপাংসি কর্তা স বৃত্রহা প্রতীদগ্ৰমাহঃ ॥ ১৯ ॥

স বৃত্রহেংদ্রচর্ষণীধৃতং সৃষ্টুতা হব্যং হবেম ।

স প্রাবিতা মঘবা নোহধিবক্তা স বাজশ্র শ্রবশ্র দাতা ॥ ২০ ॥

স বৃত্রহেংদ্র ঋভৃক্ষাঃ সত্যো জজ্ঞানো হব্যো বভূব ।

কৃগ্নর্যপাংসি নর্যা পুরুনি ঘোমো ন পীতো হব্যঃ সখিভ্যঃ ॥ ২১ ॥

নবমং মণ্ডলং ।

॥ ১০ ॥

ত্র্যরুণত্র্যসদস্য ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১-৩ অনুষ্কু
শ্লিপীলিকমধ্যা । ৪-৯ উধ্ব' বৃহতী ।
১০-১২ বিরাট্ ॥

পযু' যু প্র ধন্ব বাজসাতরে পরি বৃত্তানি সক্ষণিঃ ।

দ্বিষস্তরধ্যা ঋগয়া ন ঈরসে ॥ ১ ॥

অনু হি ত্বা সূতং সোম মদামসি মহে সমর্যরাজ্যে ।

বাজাঁ অভি পবমান প্র গাহসে ॥ ২ ॥

অজীজনো হি পবমান সূর্যাং বিধারে শরুনা পয়ঃ ।

গোজীরয়া রংহমাণঃ পুরংধ্যা ॥ ৩ ॥

অজীজনো অমৃত মর্তেষা' ঋতশ্চ ধর্মন্নমৃতশ্চ চারুণঃ ।

সদাসরো বাজমচ্ছা সনিষ্যদৎ ॥ ৪ ॥

অভ্যভি হি শ্রবসা ততদিথোৎসং ন কং চিজ্জন পানমক্ষিতং ।

শর্যাবিন'ভরমানো গভস্ত্যোঃ ॥ ৫ ॥

আদীং কে চিৎপশুমানাস আপাং বস্কুরুচো দিব্যা অভ্যনুষত ।

বারং ন দেবঃ সবিতা ব্যার্ণতে ॥ ৬ ॥

ত্বে সোম প্রথমা বৃক্কবর্হিষো মহে বাজায় শ্রবসে ধিয়ং দধুঃ ।

স ত্বং নো বীর বীর্যায় চোদয় ॥ ৭ ॥

দিবঃ পীযুষং পূর্বাং যত্নকথাং মহো গাহাদিব আ নিরধুক্ষত ।

ইংদ্রমভি জায়মানং সমশ্বরন্ ॥ ৮ ॥

অধ যদি মে পবমান রোদসৌ ইমা চ বিশ্বা ভুবনাভি মজুনা ।

যুধে ন নিঃষ্ঠা বৃষভো বি তিষ্ঠসে ॥ ৯ ॥

সোমঃ পুনানো অব্যয়ে বারে শিশুন ক্রীড়ৎ পবমানো অক্ষাঃ ।

সহস্রধারঃ শতবাজ ইংদুঃ ॥ ১০ ॥

এষঃ পুনানো মধুর্মা ঋতাবেংদ্রায়েংদুঃ পদতে স্বাছকৃশ্মিঃ ।

বাজসনির্বরিবোবিদ্বয়োধাঃ ॥ ১১ ॥

স পবস্ব সহমানঃ পূতন্যস্ত্ সেধনুক্ষাংস্তপ দুর্গহাণি ।

স্বাযুধঃ সাসহ্বাস্ত্ সোম শত্রূন্ ॥ ১২ ॥

॥ ১১৩ ॥

কশ্যপঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ পংক্তি ॥

শর্যণাবতি সোমুমিংদ্রঃ পিবতু বৃত্রহা ।

বলং দধান আত্মনি করিষ্যস্বীর্ঘ্যং মহ

দিংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ১ ॥

আ পবস্ব দিশাং পত আজীকাং সোম মৌঢ়ঃ ।

ঋতবাকেন সূত্যেন শ্রদ্ধয়া তপসা স্মৃত

ইংদ্রায়েংদোপরি শ্রব ॥ ২ ॥

পর্জন্তুবৃদ্ধং মহিষং তং সূর্যশ্চ দুহিতা ভরৎ ।

তং গংধর্বাঃ প্রত্যগৃভ্ণন্তুং সোমে রসমাদধু

রিংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৩ ॥

ঋতং বদন্তু তুহ্যস সত্যং বদন্তু সত্যকর্মন্ ।
 অন্ধাং বদন্তু সোম রাজকাত্রা সোম পবিকৃত
 ইন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৪ ॥

সত্যমুগ্রশ্চ বৃহতঃ সং শ্রবন্তি সংশ্রবাঃ ।
 সং যন্তি রসিনো রসাঃ পুনানো ব্রহ্মণা হর
 ইন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৫ ॥

যত্র ব্রহ্মা পবমান ছন্দশ্চাং বাচং বদন্ ।
 গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং জনয়
 ইন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৬ ॥

যত্র জ্যোতিরজশ্চ যস্মিন্লোকে স্বহিতং
 তস্মিন্মাং ধেহি পবনানামৃতে লোকে অক্ষিত
 ইন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৭ ॥

যত্র রাজা বৈবশ্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ ।
 যত্রামূর্য্যাহ্বতীরাপস্তত্র মাম মৃতং
 কৃধীংদ্রায়েং দো পরি শ্রব ॥ ৮ ॥

যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ ।
 লোকা যত্র জ্যোতিশ্চ তস্তত্র মামমৃতং
 কৃধীংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৯ ॥

যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধশ্চ বিষ্টপং ।
 স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং
 কৃধীংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ১০ ॥

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে ।
 কামশ্চ যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং
 কৃধীংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ১১ ॥

দশমং মণ্ডলং ।

॥ ১৪ ॥

যমঃ ॥ ১-৫, ১৩-১৬ যমঃ । ৬ লিংগোক্ত দেবতা ।

৭-৯ লিংগোক্তদেবতাঃ পিতরো বা । ১০-১২

শ্বানৌ ॥ ১-১২ ত্রিষ্টুপ । ১৩, ১৪, ১৬

অনুষ্টুপ । ১৫ বৃহতী ।

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পংথামনুপম্পাশানং ।

বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা ভুবন্ত ॥ ১ ॥

যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যাতিরপভর্তবা উ ।

যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানোঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ॥ ২ ॥

মাতলী কবৈর্যমো অংগিরোভিবৃহস্পতির্ঋক্ভির্বারুধানঃ ।

যাংচ্চ দেবা বারুধুর্যে চ দেবাস্ত্ স্বাহান্তে স্বধয়াণ্ডে মদংতি ॥ ৩ ॥

ইমং যম প্রস্তুরমা হি সীদাংগিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানং ।

আ ত্বা মংত্রাঃ কবিশস্তা বহংত্বেনারাজন্হবিষানাদয়স্ব ॥ ৪ ॥

অংগিরোভিরা গহি যজ্ঞিরেভির্যম বৈরুপৈরিহ মাদয়স্ব ।

বিবস্বতং ভবে যঃ পিতা তেহস্মিন্যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিযন্ত ॥ ৫ ॥

অংগিরসো নঃ পিতরো নবগ্না অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ ।

তেষাং বয়ং স্তুমতো যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে নৌমনসে শ্রাম ॥ ৬ ॥

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্বোভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ ।

উভা রাজানা স্বধয়া মদংতা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবং ॥ ৭ ॥

সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্ঠাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্ ।
 হিত্বায়াবদ্যাং পুনরন্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্না স্তবচাঃ ॥ ৮ ॥
 অপেত বীত বি চ সর্পতাভোহস্মা এতং পিতরো লোকমক্ৰন্ ।
 অহোভিরদ্বিরক্তু ভির্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ ॥ ৯ ॥
 অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা ।
 অথা পিতৃন্তু স্তুবিদত্রা উপেহিযমেন যে সধমাদং মদংতি ॥ ১০ ॥
 যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষৌ নৃচক্ষসৌ ।
 তাভ্যামেনং পরি দেহি রাজন্তু স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥ ১১ ॥
 উরুগমাবস্তুতপা উহুংবলৌ যমস্ত দূতো চরতো জনা অনু ।
 তাবস্তুভ্যাং দৃশয়ে সূর্য্যায় পুনদাতামস্তুমদেহ ভজং ॥ ১২ ॥
 যমায় সোমং স্তুত যমায় জুহতা হবিঃ ।
 যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ ॥ ১৩ ॥
 যমায় স্তববন্ধবিজুহোত প্র চ তিষ্ঠত ।
 স নো দেবেষা যমদীর্ঘমায়ুঃ প্র জীবসে ॥ ১৪ ॥
 যমায় মধুমত্তমং রাজ্ঞে হবাং জুহোতন ।
 ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজৈভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃত্যঃ ॥ ১৫ ॥
 ত্রিকক্রকেভিঃ পততি ষলুবীরেক মিদৃহৎ ।
 ত্রিষ্টুংগায়ত্রৌ ছুংদাংসি সবা তা যম আহিতা ॥ ১৬ ॥

॥ ১৫ ॥

শংখো যামায়নঃ ॥ পিতরঃ ॥ ১-১০, ১২-১৪

ত্রিষ্টুপ্ । ১১ জগতী ॥

উদীরতামবর উৎপরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ ।

অসুং য ঈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞাস্তে নোহবংতু পিতরো হবেষু ॥ ১ ॥

ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্তুত্বে যে পূর্বাসো য উপরাস ঈয়ুঃ ।

যে পার্থিবে রজস্তা নিষতা যে বা নুনং সূরুজনাসু বিক্ষু ॥ ২ ॥

আহং পিতৃন্তু সুবিদত্রা অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ ।

বর্হিষদো যে স্বধয়া স্তুতস্ত ভজংত পিতৃন্তু ইহাগমিষ্ঠাঃ ॥ ৩ ॥

বর্হিষদঃ পিতর উতা বাগিমা বো হব্যা চক্ৰমা জুমধ্বং ।

ত আ গতাবসা শংতমেনাথা নঃ শং যোররপো দধাত ॥ ৪ ॥

উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেযু নিধিযু প্রিষেযু ।

ত আ গমংতু ত ইহ শ্রবংত্রাধি ক্রবংতু তেহবংত্ৰস্মান্ ॥ ৫ ॥

আচ্যা জানু দক্ষিণতো নিষন্তেমং যজ্ঞমাভি গৃণীত বিশ্বে ।

মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেন চিরো যন্ন আগঃ পুরুষতা করাম ॥ ৬ ॥

আসীনাসো অরুণীনামুপস্থে রয়িং ধত্ত দাশুবে মর্ত্যায় ।

পুত্রেভ্যঃ পিতরস্তস্ত বস্বঃ প্র বচ্ছত ত ইহোজং দধাত ॥ ৭ ॥

যে নঃ পূর্বে পিতর সোম্যাসোহনুহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ ।

তেভির্ঘমঃ সংররাণো হবীষাশনু শক্তিঃ প্রতিকামমত্তু ॥ ৮ ॥

যে তাতৃষূর্দেবত্রা জেহমানা হোত্রাবিদঃ স্তোমতষ্ঠাসো অর্কৈঃ ।

আগ্নে বাহি সুবিদত্রেভিরবাঙ্ সতৈ্যঃ পিতৃভির্ঘর্মসক্তিঃ ॥ ৯ ॥

যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্পা ইংদ্রেণ দেবৈঃ সরথং দধানাঃ ।
 আগ্নে যাঁহি সহস্রং দেববৃন্দৈঃ পতৈঃ পূৰ্বৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসদ্বিঃ ॥ ১০ ॥
 অগ্নিষাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃসদঃ সদত স্প্রণীতয়ঃ ।
 অত্তা হবীংষি প্রযতানি বর্হিষ্যথা রশ্মিং সর্ববীরং দধাতন ॥ ১১ ॥
 ত্বমগ্ন ঈলিতো জাতবেদোহবাড্চব্যানি সুরভাগি কৃত্বী ।
 প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নক্টি ত্বং দেব প্ররতা হবীংষি ॥ ১২ ॥
 যে চেহ পিতরো যে চ নেহ যাংশ্চ বিদ্য যা উ চ ন প্রবিদ্য ।
 ত্বং বেথ যতি তে জাতবেদঃ স্বধাভির্যজ্ঞং স্কৃতং জুযস্ব ॥ ১৩ ॥
 যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যো দিবঃ স্বধয়া মাদয়ংতে ।
 তেভিঃ স্বরালসুনীতিমেতাং যথাবশং তবং কল্পয়স্ব ॥ ১৪ ॥

॥ ১৬ ॥

দমনো যামায়নঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১-১০ ত্রিষ্টুপ্ ।

১১-১৪ অনুষ্টুপ্ ॥

মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শোচো যান্ত্র ত্বচং চিক্রিপো মা শরীরং ।
 যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোহথেমেনং প্র হিণুতাংপিতৃভ্যঃ ॥ ১ ॥
 শৃতং যদা করসি জাতবেদোহথেমেনং পরি দত্তাংপিতৃভ্যঃ ।
 যদা গচ্ছাত্যসুনীতিমেতামথা দেবানাং বশনীর্ভবাতি ॥ ২ ॥
 সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা ত্বাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা ।
 অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥ ৩ ॥

অজো ভাগন্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অচিঃ ।

যাস্তে শিবাস্তনো জাতবেদস্তাভির্বহ্নৈনং স্ককৃতামু লোকং ॥ ৪ ॥

অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যন্ত আহতশ্চরতি স্বধাভিঃ ।

আয়ুর্বসান উপ বেতু শেষঃ সং গচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ ॥ ৫ ॥

যত্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা স্বাপদঃ ।

অগ্নিষ্টদ্বিগাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাক্ষণা আবিবেশ ॥ ৬ ॥

অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যস্ব সং প্রোগুঁষ পীবসা মেদসা চ ।

নেত্বা ধুমুর্হরসা জহ্বঁষাণো দধুগ্বিধক্ষ্যৎপর্যংথরাতে ॥ ৭ ॥

ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাং ।

এষ যশ্চমসো দেবপানস্তগ্নিন্দেবা অমৃতা মাদয়ন্তে ॥ ৮ ॥

ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ ।

ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হবং বহতু প্রজানন্ ॥ ৯ ॥

যো অগ্নিঃ ক্রব্যাৎপ্রবিবেশ বো গৃহমিমং পশুগ্নিতরং জাতবেদসং ।

তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় ক্ষেত্রং স ঘর্মমিষাৎপরমে সধস্থে ॥ ১০ ॥

যো অগ্নিঃ ক্রব্যবাহনঃ পিতৃশ্রুত্বদৃতাবৃধঃ ।

প্রেছ হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ॥ ১১ ॥

উশংতস্ত্বা নি ধীমহ্যশংতঃ সমিধীমহি ।

উশন্নুশত আ বহ পিতৃনৃহবিষে অন্তবে ॥ ১২ ॥

যং ত্বমগ্নে সমদহন্তমু নির্বাপয়া পুনঃ ।

কিরাংবত্ৰ রোহতু পাকদূর্বা ব্যঙ্কশা ॥ ১৩ ॥

শীতিকে শীতিকাৱতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাৱতি ।

যংডুক্যা স্তু সং গম ইয়ং স্বগিং হর্ষয় ॥ ১৪ ॥

॥ ১৮ ॥

সংকুশ্চকো যামায়নঃ ॥ ১-৪ মৃত্যুঃ । ৫ ধাতা । ৬
 ত্বষ্টা । ৯-১৩ পিতৃমেধঃ । ১৪ পিতৃমেধঃ
 প্রজাপতির্বা ॥ ১-১০, ১২ ত্রিষ্টূপ্ ।
 ১১ প্রস্তারপংক্তিঃ । ১৩ জগতী ।

১৪ অনুষ্টূপ্ ॥

পরং মৃত্যো অন্মু পরেহি পংথাং যন্তে স্ব ইতরো দেবযানাং ।

চক্ষুষ্মতে শৃণুতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং বীরিষো মোত বীরান্

॥ ১ ॥

মৃত্যোঃ পদং যোপয়ন্তো যদৈত জ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরঃ দধানাঃ ।

আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুক্রাঃ পুত্রা ভবত যজ্ঞিষাসঃ ॥ ২ ॥

ইমে জীবা বি মৃতৈরাধবৃত্রনভুত্বদ্রা দেবহুতির্নো অত্ ।

প্রাংচো অগাম নৃতয়ে হসায় জ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ৩ ॥

ইমং জীবৈভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতং ।

শতং জীবন্তু শরদঃ পুরুচীরং তমৃত্বাং দধতাং পর্বতেন ॥ ৪ ॥

যথাহাত্মনুপূর্বং ভবন্তি যথ ঋতব ঋতুভির্ষন্তি সাধু ।

যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যোবা ধাতরায়ুংষি কল্পয়ৈষাং ॥ ৫ ॥

আ রোহতায়ুর্জরসং বৃণানা অনুপূর্বং যতমানা বতি ষ্ঠ ।

ইহ ত্বষ্টা সৃজনিমা সজোষা দীর্ঘমায়ুঃ করতি জীবসে বঃ ॥ ৬ ॥

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাং জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু ।

অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরভা আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৭ ॥

উদীৰ্ঘ নার্যভি জীবলোকং গতান্মেতমুপ শেষ এহি ।

হস্তগ্রাভস্ত দিধিষোস্তবেদং পতুর্জনিভুমতি সং বভূথ ॥ ৮ ॥

ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতশ্চাস্ত্রে ক্ষতায় বচসে বলায় ।

অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম ॥ ৯ ॥

উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুবাচসং পৃথিবীং সুশেবাং ।

উর্গম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নিঋতৈরুপস্তাং ॥ ১০ ॥

উচ্ছৃংচস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ স্পায়নাস্তৈশ্চ তব স্পবংচনা ।

মাতা পুত্রং যথা সিচাভোনং ভূম উর্গুহি ॥ ১১ ॥

উচ্ছৃংচমানা পৃথিবী স্ত তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ংতাং ।

তে গৃহাসো যতশ্চুতো ভবন্তু বিশ্বাহাস্তৈশ্চ শরণাঃ সংত্বত্র ॥ ১২ ॥

উত্তে স্তভ্ণামি পৃথিবীং ত্বংপরীমং লোগং নিদধন্যো অহং রিষং ।

এতাং স্কৃণাং পিতরো ধারয়ন্তু তেহত্রা বমঃ সাদনা তে মিনোতু

॥ ১৩ ॥

প্রতীচীনে মামহনীষাঃ পর্গমিবা দধুঃ ।

প্রতীচীং জগ্রতা বাচমশ্বং রশনয়া যথা ॥ ১৪ ॥

॥ ৭৫ ॥

সিংধুক্ষিৎপ্রৈয়মেধঃ ॥ নদ্যঃ ॥ জগতী ॥

প্র স্ত ব আপো মহিমানমুত্তমং কারুবোচাতি সদনে বিবস্বতঃ ।

প্র সপ্তসপ্ত ত্রেধা হি চক্রমুঃ প্র স্তব্রীণামতি সিংধুরোজসা ॥ ১ ॥

প্র তেহরদর্ধকণো যতবে পথঃ সিংধো যদ্বাজ্জ অভ্যদ্রবস্ত্বং ।

ভূম্যা অধি প্রবতা যাসি সানুনা বদেযামগ্রং জগতামিরজ্যসি ॥ ২ ॥

দিবি স্বনো যততে ভূম্যোপৰ্যনংতং শুশ্রুমুদিয়তি ভানুনা ।

অভ্রাদিব প্র স্তনয়ংতি বৃষ্টয়ঃ সিংধুৰ্যদেতি বৃষভো ন রোরুবৎ

॥ ৩ ॥

অভি ত্বা সিংধো শিশুমিন্ন মাতরো বাশ্রা অৰ্ষংতি পন্নসেব ধেনবঃ ।

রাজেব যুধ্বা নয়সি ত্বমিৎসিচৌ যদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি ॥ ৪ ॥

ইমং মে গংগে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুক্ষ্যা ।

অসিক্র্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়াজীকীরে শৃণুহা সুষোময়া ॥ ৫ ॥

তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজুঃ সুসত্বা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা ।

ত্বং সিংধো কুভয়া গোমতীং ক্রমুং মেহংহা সরগং যাবিরীষসে

॥ ৬ ॥

ঋজীত্যোনী রুশতী মহিত্বা পরি জ্র্যাংসি ভরতে রজাংসি ।

অদক্কা সিংধুরপসামপস্তমাস্থা ন চিত্রা বপুষীব দর্শতা ॥ ৭ ॥

স্বশ্বা সিংধুঃ সুরথা সুবাসা হিরণ্যায়ী স্ককতা বাজিনীবতী ।

উর্ণাবতী সুবতিঃ সীলমাবত্যাতাধি বস্তে সুভগা মধুবৃধং ॥ ৮ ॥

সুখং রথং যুযুজে সিংধুরশ্বিনং তেন বাজং সনিষদশ্বিন্নাজৌ ।

মহান্হস্ত মহিমা পনশ্রতেহদক্শ্র স্বযণসো বিরপ্শ্বিনঃ ॥ ৯ ॥

॥ ৮২ ॥

বিশ্বকর্মা ভৌবনঃ । বিশ্বকর্মা ॥ ত্রিষ্টূপ্ ॥

চক্ষুযঃ পিতা মনসা হি ধীরো ঘৃতমেনে অজনন্নয়মানৈ ।

যদেদংতা অদদৃহংত পূর্ব আদিদ্যা বাপৃথিবী অপ্রথোতাং ॥ ১ ॥

বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্ ।

তেষামিষ্টানি সমিষা মদংতি যত্রা সপ্তঋষীন্পর একমাহঃ ॥ ২ ॥

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা ।

যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যগ্না ॥ ৩ ॥

~~তু স্যামসংত প্রাণিঃ সমস্মা ঋষয়ঃ পূর্বে জরিতারো ন ভূনা ।~~

অমৃতে মৃতে রজসি নিষতে যে ভূতানি সমকৃণুন্নিমানি ॥ ৪ ॥

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরমৃরৈর্যদন্তি ।

কং স্বিদগর্ভং প্রথমং দধ আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে ॥ ৫ ॥

তমিদগর্ভং প্রথমং দধ আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে ।

অজশ্চ নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্‌বিশ্বানি ভুবনানি তস্মুঃ ॥ ৬ ॥

ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্ত্র্যাস্মাকমন্তরং বভূব ।

নৌহারেণ প্রাবৃতা জল্যা চান্নতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি ॥ ৭ ॥

॥ ৮৫ ॥

সূর্য। সাবিত্রী ॥ ১-৫ সোমঃ । ৬-১৬ সূর্যাবিবাহঃ ।
 ১৭ দেবাঃ । ১৮ সোমাকৌ । ১৯ চন্দ্রমাঃ ২০-২৮
 নৃণাং বিবাহমন্ত্রা আশীঃপ্রায়াঃ । ২৯, ৩০
 বধুবাসঃসংস্পর্শনিংদা । ৩১ যক্ষ্মনাশিনী
 দংপত্যোঃ । ৩২-৪৭ সূর্য। ॥ ১-১৩,
 ১৫-১৭, ২২, ২৫, ২৮-৩৩, ৩৫,
 ৩৮-৪২, ৪৫-৪৭, অনুষ্টুপ্ । ১৪,
 ১৯-২১, ২৩, ২৪, ২৬, ৩৬, ৩৭,
 ৪৪ ত্রিষ্টুপ্ । ১৮, ২৭, ৪৩
 জগতী । ৩৪ উরোরহতী ॥

সত্যেনোত্ততিতা ভূমিঃ সূর্যেনোত্ততিতা দ্যৌঃ ।
 ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠংতি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ ॥ ১ ॥
 সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী ।
 অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ ॥ ২ ॥
 সোমং মনুতে পপিবাণ্ডংসংপিংষংতোষধিঃ ।
 সোমং যং ব্রহ্মাণো বিহ্নু' তস্তান্ন তি কশ্চন ॥ ৩ ॥
 আচ্ছদ্বিধানৈগু'পিতো বাইতৈঃ সোম রক্ষিতঃ ।
 গ্রাব্ণামিচ্ছৃণুস্তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ৪ ॥

যত্না দেব প্রপিবন্তি তত আ প্যায়সে পুনঃ ।

বায়ুঃ সোমশ্চ রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ ॥ ৫ ॥

রৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাশংসী ত্রোচনী ।

সূর্যায় ভদ্রমিহামো গাথরৈতি পরিষ্কৃতং ॥ ৬ ॥

চিভিরা উপবর্হণং চক্ষুরা অভ্যংজনং ।

ত্রোভূমিঃ কোশ আসীতদরাংসূর্য পতিং ॥ ৭ ॥

স্তোমা আসন্প্রতিধমঃ কুরীরং ছন্দ ওপশঃ ।

সূর্যায় অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎপুরোগবঃ ॥ ৮ ॥

সোমো বধূয়রভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা ।

সূর্যং যৎপত্যে শংসংতীং মনসা সবিতাদদাৎ ॥ ৯ ॥

মনো অশ্রা কন আণীদ্যোরাসীতুত ছদিঃ ॥

শুক্ৰাবনড়াহাবাস্তাং যদয়াংসূর্য গৃহং ॥ ১০ ॥

ঋক্সামাভ্যামভিহিতৌ গাবৌ তে সামনাবিতঃ ।

শ্রোত্রং তে চক্রে আস্তাং দিবি পংখাশচরাচরঃ ॥ ১১ ॥

শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ ।

অনো মনশ্চয়ং সূর্যারোহৎপ্রয়তী পতিং ॥ ১২ ॥

সূর্যায় বহতুঃ প্রাগাৎসবিতা যমবাস্তজৎ ।

অঘাস্ত হত্বংতে গাবোহজুত্রোঃ পরুহতে ॥ ১৩ ॥

যদশ্বিনা পৃচ্ছমানাবয়াতং ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্যায়ঃ ।

বিশ্বে দেবা অনু তদ্বামজাননপুত্রঃ পিতরাববৃণীত পুযা ॥ ১৪ ॥

যদযাতং শুভস্পতী ররেষং সূর্যামুপ ।

কৈকং চক্রং বামাসীৎক দেষ্ট্যায় তস্থথুঃ ॥ ১৫ ॥

ধে তে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিহুঃ ।

অথৈকং চক্রং যদ্গুহা তদধাতয় ইদ্রিহুঃ ॥ ১৬ ॥

সূর্যায়ৈ দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ ।

যে ভূতশ্চ প্রচেতস ইদং তেভ্যোহকরং নমঃ ॥ ১৭ ॥

পূর্বাপরং চরতো মায়রৈতো শিশু ক্রীড়ন্তো পরি যাতো অধ্বরং ।

বিশ্বাশ্রতো ভুবনাভিচষ্টে ঋতুঁরতো বিদধজ্জাষতে পুনঃ ॥ ১৮ ॥

নবোনবো ভবতি জায়মানোহুহাং কেতুরুষসামেতাগ্রং ।

ভাগং দেবেভ্যো বি দধাত্যায়ন্ প্র চঃদ্রমাস্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১৯ ॥

সুকিংগু কং শল্ললিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সূবৃতং সূচক্রং ।

আ রোহ সূর্যে অমৃতশ্চ লোকং শ্রোনং পত্যো বহতুং কৃণুষ ॥ ২০ ॥

উদীর্ঘাতঃ পতিবতী হেযা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীনে।

অগ্রামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুযা তশ্চ বিদ্ধি ॥ ২১ ॥

উদীর্ঘাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে, ত্বা ।

অগ্রামিচ্ছ প্রফর্বাং সং জায়মঃ পত্যা সৃজ ॥ ২২ ॥

অনৃক্ষরা ঋজবঃ সংতু পংথা যেভি সথায়ো যংতি নো বরেষ্মং ।

সময়মা সং ভাগো নো নিনীয়াৎসং জাম্পতাং সুরমমস্ত দেবাঃ ॥ ২৩ ॥

প্র ত্বা যুংচামি বরুণশ্চ পাশাণেন ত্বাবধাৎসবিতা সূশেবঃ ।

ঋত শ্চ যোনৌ সূকৃতশ্চ লোকেহরিষ্টাং ত্বা সহ পত্যা দধামি ॥ ২৪ ॥

প্রেতো যুংচামি নামুতঃ সূবদ্ধামমুতক্ষরং ।

যথেষ্মিংদ্র মীঢ়ঃ সূপুত্রা সূভগাসতি ॥ ২৫ ॥

পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহাশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন ।

গৃহান্গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদামি ॥ ২৬ ॥

ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমুধ্যাতামস্বিন্গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি ।

এনা পত্যা তবঃ সং সৃজস্বাধা জিব্রৌ বিদথমা বদাথঃ ॥ ২৭ ॥

নীললোহিতং ভবতি কৃত্যাসক্তিব্যাজ্যতে ।

এধংতে অস্তা জাতয়ঃ পতিংবংধেষু বধ্যতে ॥ ২৮ ॥

পরা দেহি শামুলাং ব্রহ্মভ্যো বি ভজা বসু ।

কৃত্যেয়া পদতী ভূংব্যা জায়া বিশতে পতিং ॥ ২৯ ॥

অশ্রীরা তনূর্ভবতি কুশতী পাপমায়ুয়া ।

পতির্ষদ্বধোবাসমা স্বমংগমতিধিৎসতে ॥ ৩০ ॥

যে বধবশ্চন্দ্রং বহতুং যক্ষ্মা যংতি জনাদনু ।

পুনস্তাশ্রজিয়া দেবা নয়ন্তু যত আগতাঃ ॥ ৩১ ॥

মা বিদন্পরিপংথিনো য আসীদংতি দংপতী ।

সুগেভির্দুর্গমতীতামপ দ্রাংহরাতয়ঃ ॥ ৩২ ॥

সুমংগলীরিয়ং বধুরিমাং সমেত পশ্যত ।

সৌভাগ্যমশ্রে দহায়াতাস্ত্রং বি পরেতন ॥ ৩৩ ॥

তৃষ্টমেতৎকটুকমেতদপাষ্টবদ্বিষবনৈতদভুবে ।

সূর্যাং যো ব্রহ্মা বিজ্যাৎস ইদ্রাধুয়মর্হতি ॥ ৩৪ ॥

আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্তনং ।

সূর্যায়াঃ পশু রূপাণি তানি ব্রহ্মা তু শুংধতি ॥ ৩৫ ॥

গৃভ্ণামি তে সৌভগদ্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ ।

ভগো অর্যমা সবিতা পুরংধির্মহং স্বাহর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ৩৬ ॥

তাং পুষ্জিবতমাশ্বেয়স্ব যস্তাং বীজং মনুষ্যা বপংতি ।

যা ন উরু উশতী বিশ্রয়াতে যস্তামুশংতঃ প্রহরাম শেপং ॥ ৩৭ ॥

তুভ্যমগ্রে পর্যবহন্ত্ সূর্য্যং বহতুনা সহ ।

পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্নে প্রজয়া সহ ॥ ৩৮ ॥

পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদাযুষা সহ বচসা ।

দীর্ঘায়ুরশ্রা যঃ পতিজীবাতি শরদঃ শতং ॥ ৩৯ ॥

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ ।

তৃতীয়ে অগ্নিষ্ঠে পতিস্তরীয়ন্তে মনুষ্যজাঃ ॥ ৪০ ॥

সোমো দদদগন্ধর্বায় গন্ধর্বো দদদগ্নয়ে ।

রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহমথো ইমাং ॥ ৪১ ॥

ইহৈব স্তং মা বি যোষ্টং বিশ্বমায়ুর্বাশ্নুতং ।

ক্রীড়ন্তো পুত্রৈর্নপ্তুভির্মোদমানো স্বে গৃহে ॥ ৪২ ॥

আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনন্তুর্যমা ।

অহ্মংগলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে

॥ ৪৩ ॥

অঘোরচক্ষুরপতিয়োধি শিবা শশুভ্যঃ সূমনাঃ সূবচাঃ ।

বীরহৃদেবকামা স্রোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪৪ ॥

ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ়ঃ স্পুত্রাং স্তভগাং কণু ।

দশাশ্রাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কুধি ॥ ৪৫ ॥

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রুং ভব ।

ননাংদরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবষু ॥ ৪৬ ॥

সমংজন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নো ।

সং মাতরিষা সং ধাতা সমু দেষ্টী দধাতু নো ॥ ৪৭ ॥

॥ ১২১ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ প্রাজাপত্যঃ ॥ কঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতশ্চ জাতঃ পতিরেক আসীৎ ।

স দাধার পৃথিবীং ত্বামুতেমাং কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥

য আত্মদা বলদা যশ্চ বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যশ্চ দেবাঃ ।

যশ্চ ছায়ামৃতং যশ্চ মৃত্যুঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব ।

য ঈশে অশ্চ দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥

যশ্চোমে হিমবন্তো মহিত্বা যশ্চ সমুদ্রং রসয়া সহাহঃ ।

যশ্চোমাঃ প্রদিশো যশ্চ বাহু কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥

যেন ত্বোকৃত্যা পৃথিবী চ দৃড়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ ।

যো অংতিরিক্ষে রজসো নিমানঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে ত্ভৈভ্যাক্ষেতাং মনসা রেজমানে ।

যত্রাধি সুর উদিতো বিভাতি কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥

আপো হ যদ্বৃহতীবিশ্বমায়নগর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিং ।

ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ ॥

যশ্চিদাপো মহিনা পর্যাপশ্চদক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞং ।

যো দেবেষধি দেব এক আসীৎ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান ।

যশ্চাপশ্চংক্রা বৃহতীর্জজান কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯ ॥

প্রজাপতে ন ত্বদেতাগ্ৰতো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব ।

যংকামান্তে জুহুমস্তয়ো অস্তু বয়ং শ্রাম পতয়ো রয়ীণাং ॥ ১০ ॥

॥ ১২৯ ॥

প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী ॥ ভাবব্রতং ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ ।

কিমাবরীবঃ কুহ কশ্চ শর্মল্লংভঃ কিমাসীদগহনং গভীরং ॥ ১ ॥

ন যতু্যরাসীদমৃতং ন তহি ন রাত্র্যা অহু আসীৎপ্রকেতঃ ।

আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধাক্তন্ন পরঃ কিং চনাস ॥ ২ ॥

তম আসীত্তমসা গৃড্‌হমগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং ।

তুচ্ছানাভূপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং ॥ ৩ ॥

কামস্তদগ্রে সমবততাধি মনসো রেভঃ প্রথমং যদাসীৎ ।

সতো বংধুমসতি নিরবিদন্‌হৃদি প্রতীষ্যা কবরো মনীষা ॥ ৪ ॥

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ ।

রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত স্বধা অবস্তাৎপ্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥

কো অন্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ ।

অবাগ্‌দেবা অশ্রু বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভুব ॥ ৬ ॥

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভুব যদি বা দধে যদি বা ন ।

যো অশ্রাধ্যাক্ষঃ পরমে ব্যোমন্তুসো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭ ॥

॥ ১৩১ ॥

সংবননঃ ॥ ১ অগ্নিঃ । ২-৪ সংজ্ঞানং ॥ ১, ২, ৪

অনুষ্টুপ্ । ৩ ত্রিষ্টুপ্ ॥

সংসমিছ্যবসে বৃষলগ্নে রিখাশ্রুয আ ।

ইলম্পদে সমিধ্যাসে স নো বহুত্বা ভর ॥ ১ ॥

ସଂ ଗଚ୍ଛଧ୍ବଂ ସଂ ବଦଧ୍ବଂ ସଂ ବୋ ଯନାଂସି ଜାନତାଂ ।

ଦେବା ଭାଗଂ ଯଥା ପୂର୍ବେ ସଂଜ୍ଞାନା ଉପାସତେ ॥ ୨ ॥

ସମାନୋ ଯନ୍ତ୍ରଃ ସମିତିଃ ସମାନୀ ସମାନଂ ଯନଃ ସହ ଚିତ୍ତମେଷାଂ ।

ସମାନଂ ଯନ୍ତ୍ରମଭି ଯନ୍ତ୍ରୟେ ବଃ ସମାନେନ ବୋ ହବିଷା ଜୁହୋମି ॥ ୩ ॥

ସମାନୀ ବ ଆକୃତିଃ ସମାନା ହୃଦୟାନି ବଃ ।

ସମାନୟନ୍ତୁ ବୋ ଯନୋ ଯଥା ବଃ ସୁସହାସତି ॥ ୪ ॥

শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা ।

পিণ্ড পিতৃ যজ্ঞ ।

অগ্নয়ে কব্যাবাহনায় স্বাহা সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ।

অপহতা অশ্বরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ ॥ ২৯ ॥

যে রূপাণি প্রতিমুঞ্চমানা অশ্বরাঃ স স্তুঃ স্বধয়া চরন্তি ।

পরা পুরো নিপুরো যে ভরন্ত্যগ্নিষ্ঠান্ লোকাং প্রণদাত্যশ্বাং ॥ ৩০ ॥

অত্র পিতরো মাদগ্নধ্বং যথা ভাগমাবৃষায়ধ্বম্ ।

অমৌমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত ॥ ৩১ ॥

নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ ৩

শোষায় নমোঃ বঃ পিতরো জীবায় ।

নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ নমো বঃ পিতরো ঘোরায় ।

নমো বঃ পিতরো মন্থবে নমো বঃ

পিতরঃ পিতরো নমো বো গৃহায়ঃ

পিতরো দত্ত সতো বঃ পিতরো

দেহৈ তদ্বঃ পিতরো বাস আধত্ত ॥ ৩২ ॥

আধত্ত পিতরো গর্ভকুমারং পুঙ্কর অজম্ ।

যথে হ পুরুষো সৎ ॥ ৩ ॥

উর্জং বহন্তীরমৃতং স্নাতং পরঃ কীলালং পরিস্কৃতম্ ।

স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্ ॥ ৩৪ ॥

শতরুদ্রিযো বা রুদ্রাধ্যায়ঃ ।

নমস্তে রুদ্র মন্যব উতোত ইষবে নমঃ । বাহুভ্যা যুততে নমঃ ॥ ১

যাতে রুদ্র শিবাতনুরঘোরা পাপকাশিনী ।

তরা নস্তৃষাশাস্ত ময়া গিরিশস্তাভিচাকশীহি ॥ ২

যামিষুঙ্গিরিশস্ত হস্তে বিভর্যাস্তবে ।

শিবাস্তিরিত্ত তাকুরু মা হিংসীঃ পুরুষজ্জগৎ ॥ ৩

শিবেন বচসা স্বাগিরিশাচ্ছাবদামসি ।

যথা নঃ সৰ্বমিজ্জগদ্ যক্ষং স্তুমনা অসৎ ॥ ৪

অধ্যবোচদধি বক্তা প্রথমোদৈব্যা ভীষক্ ।

অহীশ্চ সৰ্বজন্তয়ন্ত্ সৰ্বাশ্চ যাতুধাতোধরাচীঃ পরাস্তব ॥ ৫

অসৌ যস্তাম্রোহরুণ উত বক্র স্তুমঙ্গলঃ ।

যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ণ স্রিতাঃ সহস্রশো বৈষাং হেড

ইমহে ॥ ৬

অসৌ যোবসপতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ ।

উতেনঙ্গোপা অদৃশন্নদ্রুদহার্য্যঃ স দৃষ্টো মৃড়য়াতি নঃ ॥ ৭

নমস্ত নীলগ্রীবার সহস্রাক্ষায় মীড় ভষে ।

অথো যে অশ্রু সত্বানো হস্তভ্যো করন্নমঃ ॥ ৮

প্রমুঞ্চ ধন্বনস্তমুভয়োরাত্রে জ্যাম্ ।

যাশ্চতে হস্ত ইষবঃ পরাতা ভগবোবপ ॥ ৯

বিজ্যাক্ষুঃ কপর্জিনো বিশল্যো বাণবা উত ।

অনেশন্নশ্রু যা ইষবঃ আভুরশ্রু নিষঙ্গধিঃ ॥ ১০

যাতে হেতিশ্রীড়ু ষ্টুভ হস্তে বভুব তে ধনুঃ ।

তস্মান্নান্ বিশ্বতস্তমযক্ষয় পরিভূজ ॥ ১১

পরিতে ধনুনো হেতিরস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ ।

অথো য ইষুধিস্তবारे অস্মিন্নিধেহিতং ॥ ১২

অবতত্য ধনুষ্টং সহস্রাক্ষ শতেষুধে ।

নিশীর্য্য শল্যানাংমুখা শিবো নঃ স্তুমনা ভব ॥ ১৩

নমস্ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃষবে ।

উভাভ্যামুততে নমো বাহুভ্যাস্তব ধনুনে ॥ ১৪

মা নো মহাস্তমুতমানো অর্ভকস্মান উক্ষস্তমুতমান উক্ষিতং ।

মানো বধীঃ পিতরস্মোতমাতরস্মা নঃ প্রিয়াস্তনো রুদ্র রীরিষঃ

॥ ১৫

মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুধি মা নো গোষু মানো অশ্বেষু

রীরিষঃ ।

মানো বীরান্ রুদ্রভামিনো বধীর্হবিশ্বস্তঃ স দমিত্বা হবামহে ॥ ১৬

অথর্ববেদসংহিতা ।

প্রথমং কাণ্ডং ।

ইন্দ্রঃ । ২১ সূক্তং ।

স্বস্তিদা বিশাং পতি ব্রত্ৰহা বিমূধো বনী ।
বৃষেক্তঃ পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ং করঃ ॥ ১
বি ন ইন্দ্র মূধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ ।
অধমং গময়া তমো যো অশ্বা অভিদাসতি ॥ ২
বি রক্ষো বি মূধো জহি বি ব্রত্ৰশু হনু ক্রজ ।
বি মন্যামিহ ব্রত্ৰহন্নমিত্রশ্চাভিদাসতঃ ॥ ৩
অপেক্ত দ্বিষতো মনোহপ ক্রিজ্যাসতোবধম্ ।
বি মহচ্ছর্ম যচ্ছ বরীয়ো নাবয়া বধম্ ॥ ৪

দ্বিতীয়ং কাণ্ডং ।

অগ্নিঃ । ১৯ সূক্তং ।

অগ্নে যন্তে তপস্তেন তংপ্রতিতপ যোহস্মান্দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্যঃ ।
অগ্নে যন্তে হরন্তেন তংপ্রতি হর যোহস্মান্দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্যঃ ॥ ২
অগ্নে যন্তেহর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ যোহস্মান্দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্যঃ ॥ ৩
অগ্নে যন্তে শোচিস্তেন তংপ্রতি শোচ যোহস্মান্দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্যঃ ॥ ৪
অগ্নে যন্তে তেজস্তেন তমতেজসং কুণু যোহস্মান্দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্যঃ ॥ ৫

চতুর্থ কাণ্ড ।

বরুণঃ । ১৬ সূক্তঃ ।

বৃহন্নমসামধিষ্ঠাতাস্তিকা দিব পশুতি ।

য স্তায়ন্নম্রতে চরন্তু সর্বং দেবা ইদং বিদুঃ ॥ ১ ॥

যন্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বধতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কম্ ।

দ্বৌ সংনিষন্ত যন্নম্রয়েতে রাজা তদ্বেদ বরুণ স্তৃতীয়ঃ ॥ ২ ॥

উতেয়ং ভূমি বরুণশ্চ রাজ্ঞ উতাসৌ দ্বৌ বৃহতী দূরে অস্তা ।

উতো সমুদ্রৌ বরুণশ্চ কুক্ষৌ উতাস্মিন্নন্ন উদকে নিলীনঃ ॥ ৩ ॥

উত যো দ্যামতি সর্পাং পরস্তান্ন স মুচ্যাতৈ বরুণশ্চ রাজ্ঞঃ ।

দিব স্পশঃ প্র চরন্তী দমশ্চ সহস্রাক্ষা অতি পশুন্তি ভূমি ॥ ৪ ॥

সর্বং তদ্রাজা বরুণো নি চষ্টে বদন্তরা রোদসী যং পরস্তাং ।

সংখ্যাতা অশ্ব নিমিষো জনানামক্ষানিব শ্বসী নি মিনোতি তানি ॥ ৫ ॥

যে তে পাশা বরুণ সপ্ত সপ্ত ত্রেধা তিষ্ঠন্তি বিষিতা কুশন্তঃ ।

সিনন্তু সর্বে অনৃতং বদন্তং যঃ সত্যবাত্ততি তং সৃজন্ত ॥ ৬ ॥

* * * * *

ষষ্ঠ কাণ্ড ।

সূর্য্যঃ । ৩১ সূক্তঃ ।

আয়ং গোঃ পশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরংপুরঃ ।

পিতরং চ প্রযন্তু স্বঃ ॥ ১ ॥

ଅନ୍ତଃଚରତି ରୋଚନାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣାଦପାନତଃ ।

ବ୍ୟଥାନ୍ନାହିଷଃ ଶ୍ଵଃ ॥ ୨

ଦ୍ଵିଂଶଦ୍ଵାମା ବି ରାଜତି ବାକ୍ପତନ୍ନୋ ଅମିଶ୍ରିୟଂ ।

ପ୍ରାତି ବନ୍ତୋରହଞ୍ଜୁଭିଃ ॥ ୩

ଉନବିଂଶଂ କାଣ୍ଡଃ ।

ଉଷା । ୧୨ ସୂକ୍ତଂ ।

ଉଷା ଅପ ସ୍ଵସ୍ତମଃ ସଂ ବର୍ତ୍ତୟତି ବର୍ତ୍ତନିଂ ସୁଜାତତା ।

ଅସ୍ମା ବାଜଃ ଦେବହିତଂ ମନେମ ମଦେମ ଶତହିମାଃ ସୁବୀରାଃ ॥ ୧

—(୧)—

ସମାପ୍ତା ।

বেদসংহিতা ।

(সংক্ষিপ্তা)

ঋগ্বেদসংহিতা ।

প্রথম মণ্ডল ।

১ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি ।

স্তব করি পুরোহিত (১) অগ্নি দেবতায়(২),

যজ্ঞের ঋত্বিক হোতা রত্ন-প্রদাতায় । ১

প্রাচীন নবীন যত ঋষির প্রার্থিত ;—

করুন দেবতাগণে হেথা উপনীত । ২

(১) অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না এজন্ত ঋগ্বেদে অনেক স্থলে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে ।

(২) অগ্নি নানা নামে প্রাচীন জাতিদিগের উপাস্ত ছিলেন । অন্তর নামে ইরানীয়দিগের মধ্যে, হেফাইষ্ট (Hephaistos), প্রমথ (Prometheus) এবং ভরগু (Phoroneus) নামে গ্রীকদিগের মধ্যে এবং উক্সা (Vulcan) নামে রোমকদিগের মধ্যে উপাসিত হইতেন । লাতিন দিগের Ignis স্নাত

অগ্নি দেন দিনে দিনে বর্দ্ধমান ধন ;
 তাহাতেই করে বীৰ্যা, যশ আনায়ন । ৩
 যে যজ্ঞের সর্বদিকে অগ্নে ! তব বাস ;
 সে যজ্ঞ নিশ্চয় যায় দেবতাসঙ্কাশ । ৪
 অগ্নি হোতা, সিদ্ধকর্মা, সত্য, যশোপেত ;
 আশুন সে দেব, সব দেবতা সমেত । ৫
 যজ্ঞমানে তুমি অগ্নে ! কর যে মঙ্গল ;
 হে অগ্নির ! (১) সে মঙ্গল তোমার কেবল । ৬
 দিনে দিনে দিবারাত্র মনের সহিত,
 ভবদীয় কাছে মোরা নত উপস্থিত । ৭
 অমৃতরক্ষক, দীপ্ত, প্রণমি তোমার,
 যজ্ঞের শোভন, বৃদ্ধ যজ্ঞের শালায় ; ৮
 পিতা যথা পুত্রে তথা আমাদের প্রতি
 অধিগম্য হইও ; কর স্বস্তি, অবস্থিতি । ৯

দিগের Ogni এবং ইংরেজদের Angel শব্দ অগ্নিশব্দের রূপান্তর
 মাত্র । কোরাণোক্ত ফেরেস্টা শব্দ বাহাতে আগ্নেয় দেহধারী এক প্রকার জীব
 বুঝায় তাহাও যবিষ্ঠ বা (Hephaistos) শব্দের সদৃশ বলিয়া অনুমিত হই-
 তেছে ।

(১) “অগ্নিরা অঙ্গারাঃ” বাক্য । এ অর্থে অঙ্গার হইতে অগ্নির উৎপত্তি
 হেতু অগ্নিকে অগ্নিরা বলা হইয়াছে বুঝায় । কিন্তু অগ্নিরা নামে একটি ঋষি-
 বংশও ছিল ; তাহার অগ্নিপূজা অনেকটা প্রচার করিয়াছিলেন সেহেতু
 ও অগ্নিকে অগ্নিরা বলা সম্ভব ।

৭ সূক্ত ।

ইন্দ্র (১) দেবতা । বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি ।

গাথা দ্বারা গাথিগণ, অর্কে অর্কিগণ,
বাণীতে বাণীরা করে ইন্দ্রের স্তবন(২) । ১
বাক্যের ইঙ্গিতে রথে যুড়ি হরিষয়,
মিশ্রিত সবে স সাথে বজ্রী হিরণ্যয় । ২
বহুদূর দর্শনার্থে সূর্য্যকে গগনে
স্থাপিলেন, গিরি তাই জড়িত কিরণে । ৩
রক্ষা কর আমাদিগে অমোঘ রক্ষণে
রণে, উগ্র ইন্দ্র ! বহু ধনযুক্ত রণে । ৪
আমাদের মিত্র ইন্দ্র বৃত্রে বজ্রধারী,
অল্লাধিক ধন জগু স্তব করি তাঁরি । ৫
না-শক কখন, সর্ব ফলের প্রদাতা !
কর নাই, মেঘ-দ্বার খোল বৃষ্টিদাতা । ৬
প্রযুক্ত বিভিন্ন দেবে যে সকল স্তব,
কি স্তব করিব আমি, ইন্দ্রের সে সব । ৭

(১) ইন্দ্ৰ ধাতু বর্ষণে । ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টিদাতা আকাশ । প্রাচীন আর্যেরা আকাশকে “দ্যুঃ” “বরুণ” প্রভৃতি নামে উপাসনা করিতেন ; ভারতীয় আর্যেরাই কেবল বৃষ্টিপ্রদ আকাশকে “ইন্দ্র” নামে উপাসনা করিতেন ।

(২) গাথী—উদ্গাতা ; অর্কী—অর্চন হেতু মন্ত্রোপেত হোতা ; বাণী—যজুরূপ বাক্য যুক্ত অর্থাৎ commanding priest । অর্ক—ঋক্ বা মন্ত্র ।

বৃষ যথা যুথে গিয়া করে বলবান,
 বিনা বাক্যে তথা নরে করেন ঈশান । ৮
 একাকী যে ইন্দ্র, যত মানব ও ধন
 এবং পঞ্চ ক্ষিতি(১)'পরি করেন শাসন । ৯
 তোমাদের হিতকল্পে, সর্বজন' পরি,
 তিনি আমাদেরি, তাঁরে আবাহন করি । ১০

(১) পঞ্চক্ষিতি শব্দে চারি জাতি ও নিষাদ সায়ণ এইরূপ অনুভব করেন । কিন্তু পণ্ডিত রমানাথ স্বরস্বতী এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই ;—
 “প্রাচীন কালে ইদানীন্তন জাতিভেদের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না । * * * ক্ষিতিশব্দে কিরূপে জাতি বা বর্ণ বুঝাইবে ? ক্ষিতি শব্দের অর্থ স্থান, ভূভাগ । * * * আমার বোধ হয় যে পঞ্জাব দেশের পঞ্চভূভাগ যে স্থানে আধোরা প্রথম বাস করিয়াছিলেন তাহাই এইমন্ত্রে উল্লিখিত হইতেছে ।”
 আচার্য্য মোক্ষমূলরের মত এই :—If then with all the documents before us we ask the question does caste as we find it now in Manu and at the present day form part of the most ancient religious teaching of the Vedas ? We can answer with a decided no. There is no authority whatever in the hymns of the Veda for the complicated system of the caste, no authority for the offensive privileges claimed by the Brahmans and no authority for the degraded position of the Sudras. There is no law to prohibit the different classes of people from living together, from eating and drinking together, no law to prohibit the marriage of the people belonging to the different castes. No law to brand the offspring of such marriages with an indelible stigma. Caste as now understood is not a Vedic institution and in disregarding the rules of caste no command of the real Veda is violated.

১৮ সূক্ত ।

১—৩ ব্রাহ্মণস্পতি । ৪ ব্রাহ্মণস্পতি, ইন্দ্রও সোম । ৫ ব্রাহ্মণ-
স্পতি ও দক্ষিণা । ৬—৮ সদসস্পতি । ৯ সদসস্পতি বা নরাশংস ।

কণ্ঠের পুত্র মেধাতিথি ঋষি ।

যজ্ঞমানে খ্যাত কর হে ব্রাহ্মণস্পতে !
কক্ষীবান ঔশিজ বিখ্যাত যেই মতে । ১
ধনবান, রোগহর, বসুপুষ্টিদাতা,
করুণা করুন ত্বরা সে ফলপ্রদাতা । ২
নিদুকের হিংসা নিন্দা আমাদিগে যেন,
না স্পর্শে ব্রাহ্মণস্পতে রক্ষা কর হেন । ৩
যাঁহাকে ব্রাহ্মণস্পতি, সোম, মঘবান
সদয়, সেবীর নাহি পরাভব পান । ৪
রক্ষহ ব্রাহ্মণস্পতে পাপ হ'তে তাঁরে ;
ইন্দ্র, সোম, দক্ষিণাও রক্ষুন তাঁহারে । ৫
সদসস্পতিরে (২) মেধা যাচিয়াছি আমি ;—
ইন্দ্র-প্রিয়, কাম্যাদৃত, তিনি ধনস্বামী । ৬
যাঁর দয়া ভিন্ন যজ্ঞ না হয় সফল
বিদ্বানেরো, তিনি ব্যাপ্ত ধীশক্তি সকল । ৭

(১) ব্রহ্ম শব্দের অর্থ স্তুতি বা প্রার্থনা, সুতরাং ব্রাহ্মণস্পতি অর্থে স্তুতি-
দেবতা ।

(২) অগ্নির নাম বিশেষ ।

হব্যদাতা মঙ্গল, যজ্ঞের সমাপন,
 তাঁহার কৃপায় পান স্তুতি দেবগণ । ৮
 দেখিয়াছি নরাশংসে (১) আকাশের প্রায়,
 তেজোপূর্ণ, সুবিখ্যাত বিক্রম প্রভায় । ৯

২২ সূক্ত ।

১—৪ অশ্বিদ্বয় (২) । ৫—৮ সবিতা । ৯—১০ অগ্নি । ১১ দেবীগণ ।
 ১২ ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও আগ্নেয়ী । ১৩, ১৪ জাবা পৃথিবী । ১৫
 পৃথিবী । ১৬ বিষ্ণু বা দেবগণ । ১৭—২১ বিষ্ণু ।

কণ্ণের পুত্র মেধাতিথি ঋষি ।

প্রাতঃসূক্ত অশ্বিদ্বয়ে কর জাগরিত,
 আসিবারে যজ্ঞাগারে সোমরসপানে ; ১
 সুন্দর রথের রথী স্বর্গে অবস্থিত—
 ডাকিতেছি তাঁহাদিগে বিহিত বিধানে । ২
 মধুমতী নৃত্যবতী কশার (৩) সহিত,
 এসে সিন্ধু কর যজ্ঞ দেব অশ্বিদ্বয় । ৩

(১) ইহাও একটি অগ্নির রূপ অর্থ নরাশংসিত । প্রাচীন ইরানীয় দিগের
 ধর্মপুস্তকে এই নরাশংস নাম নৈর্যাসজ্য ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় ।

(২) অশ্বিদ্বয়—অর্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্বে অন্ধকারে ও
 আলোকের অবিভাজ্য যে প্রাকৃতিকরূপ তাহাই অশ্বিদ্বয় নামে পূজিত হইতেন ।

(৩) মধুমতী নৃত্যবতীকশা—ঘর্ম ও শব্দযুক্ত চাবুক ।

যে সোমদ-গৃহ প্রতি রথেতে স্থরিত,

চলিয়াছে সে গৃহ ত দূরস্থিত নয় । ৪

আহ্বানি হিরণ্যপাণি দেব সবিতায় (১)

রক্ষার্থে, পদের দেব করেন জ্ঞাপন । ৫

স্তব কর সকলে সে দেব জলহায়

তাঁহার ব্রতের মোরা করি আকিঞ্চন । ৬

নৃচক্ষু সবিতা দেব বহুবিধ ধন

প্রকাশিয়া ধনদাতা শোভেন শোভায় । ৭

বস চারিভিতে তাঁর যত সখাগণ,

আশু স্তব বাক্যে মোরা তুষিব তাঁহায় । ৮

অগ্নে ! কাম্যা পত্নীগণে আনহ হেথায়,

সোমপানে তৃষ্টদেবে কর আনায়ন ; ৯

যবিষ্ঠ ! ভারতী, হোত্রা, ধন্যা ধিষণায়,

আন, তাঁরা করিবেন মঙ্গল সাধন । ১০

নৃপত্নী অচ্ছিন্নপত্রা দেবীগণ যত

রক্ষার্থে প্রসন্না হয়ে আসুন এখানে । ১১

(১) “যাস্ক বলেন আকাশ হইতে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয়, সেই সবিতার কাল । সায়ণ বলেন সূর্যের উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি তাহাই সবিতা, উদয় হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে মূর্তি সেই সূর্য্য । অতএব আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্য ও সবিতা একই দেব । ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগেরও সেই মত এবং সূর্য্য ও সবিতা সম্বন্ধে ঋগ্বেদের সমস্ত সূক্ত পাঠ করিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না ।”

ইন্দ্রাণী ও বরুণানী হয়ে সমাহৃত,

আগ্নেয়ী আশ্বন হেথা সোমরস পানে । ১২

আকাশ পৃথিবী, রসে যজ্ঞাভিসিঞ্চনে,

আমাদিগে পুষ্টি দ্বারা করুন পূরণ । ১৩

করেন তাঁদের মাঝে গন্ধর্ব্ব ভবনে(১)

মেধাবীরা স্নাতবৎ জলাবলেহন । ১৪

পৃথিবী ! বিস্তীর্ণা হও, কণ্টক রহিতা,

বাসভূতা হও, কর স্নুথের প্রদান । ১৫

বিষ্ণু সপ্ত রশ্মিদ্বারা(২) যে ভূমি বেষ্টিতা,

তথা হ'তে স্রষ্টি সবে করুন বিধান । ১৬

(১) গন্ধর্ব্ব ভবনে—অন্তরীক্ষ প্রদেশে । “গন্ধর্ব্বস্য ধ্রুবং পদমন্তরিক্ষ-
মিতি ।” সায়ণ ।

(২) বেদোক্ত বিষ্ণু কে এবং তাঁহার তিন পাদবিক্ষেপের অর্থই বা কি ?
নিরুক্তকারদিগের মতে “বিষ্ণুরাদিত্যঃ ।” তিন পাদবিক্ষেপ কি ? “পৃথিব্যাং অন্ত-
রিক্ষে দিবি” ইতি শাকপুণিঃ “সমারোহণে উদয়গিরৌ উদান্ পদমেকং নিধন্তে ।
বিষ্ণুপদে মধ্যাক্ষিনেহন্তরিক্ষে । গয়শিরশ্চান্তঃ গিরৌ ইতি তুর্ণনাভ আচার্যো
যজ্ঞান্তে ।” অর্থাৎ শাকপুণির মতে (যাহা যাক্ষের মতেরই অর্থ মাত্র) স্বর্ষ্য-
কিরণের পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও আকাশে ব্যাপ্তিই তিন পাদ বিক্ষেপ । তুর্ণ-
নাভের মতে উদয়কালের ও মধ্যাকাশে ও অন্তগমনকালের স্থিতিকে তিনপাদ
বিক্ষেপ বলাহইয়াছে । “The stepping of Bishnu is emblematic of
the rising, the culminating and the setting of the sun.”
মো কম্বলর ।

ত্রিপাদে জগৎ বিষ্ণু পরিক্রম করি

করিলেন সমাবৃত পাংশুলচরণে ; ১৭

অদাভ্য ও গোপা বিষ্ণু সর্ব ধর্ম ধরি

করিলেন পরিক্রম ত্রিপাদচারণে । ১৮

ইন্দ্রের সুষোণ্য সখা বিষ্ণুর করণ

নেহার, যা হ'তে হয় অনুষ্ঠিত ব্রত ; ১৯

নভশ্চারী নেত্র যথা, নেহারে তেমন

বিষ্ণুর পরম পদ সুরিগণ যত । ২০

বিষ্ণুর সে পরপদ করেন উজ্জল

স্তব বাক্যে জাগরুক মেধাবিসকল । ২১

সূর্যরূপ বিষ্ণুর জগতে পাদবিক্ষেপরূপ উপমা হইতে নানা উপাখ্যান রচিত হইয়াছে । ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।১৫) আছে যে দেব ও অশুরনিগের মধ্যে জগৎ বিভাগ কালে ইন্দ্র বলিলেন বিষ্ণু যত টুকু তিনপদে বিক্রম করিতে পারেন ততটুকু দেবগণের, অবশিষ্ট অশুর দিগের । বিষ্ণু তিন পদ বিক্রমে জগৎ, বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন । শতপথ ব্রাহ্মণে অশুরগণ বলিতেছে বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয় ততটুকু দেবগণের । দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত জগৎ পাইলেন । ঐ ব্রাহ্মণে (১৪।১।১) বিষ্ণু সকল দেবের প্রধান ও তাঁহার মস্তকচ্ছেদের কথা আছে । তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও এই উপাখ্যান পাওয়া যায় । তৎপরে বিষ্ণুর বামনাবতার ও বলিছলনার কথা ত সকলেই জানেন । একটি বৈদিক উপমা হইতে এত সব আখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে ।

২৪ সূক্ত ।

১ প্রজাপতি । ২ অগ্নি । ৩—৫ সবিতা বা ভগ । ৬—১৫ বরুণ ।

অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি(১) ।

কোন দেবতার নাম কার চাক্র নাম হয়

স্মরিব, করিবে কেবা মোচন আমারে ?

এই ত মহতী মহী কে দিবে ছেড়ে আমায়

পুনরায় নেহারিব পিতা ও মাতারে ? ১

অমর দেবের মাঝে অগ্নির সূচাক্র নাম

প্রথমতঃ ধ্যান করি মনে বারে বারে ;

মহতী মহীতে মোরে ছেড়ে দিয়ে পূর্ণকাম

করুন, নেহারি আমি পিতা ও মাতারে । ২

ধনেশ সবিতৃদেব সদা রক্ষয়িতা ;

তোমার নিকটে ধন আকিঞ্চন করি ; ৩

(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্প আছে যে রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্র রোহিতকে বলি দিতে ইচ্ছা করিলে, পুত্র অসম্মত হয় ; তখন অজীগর্তকে সম্মত করাইয়া তাঁহার পুত্র শুনঃশেপকে বলি দেওয়া স্থির করেন ।

শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের পরামর্শানুসারে নানা দেবের স্তুতি করিয়া মুক্তি লাভ করেন । এই গল্প নানাভাবে অন্যান্য অনেক গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে । কিন্তু পাঠক দেখিবেন যে এই সূক্তে কুত্রাপি শুনঃশেপের বলির উল্লেখ নাই । ঋগ্বেদের কোথাও নরবলির কথা পাওয়া যায় না । এজন্য পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন যে ঋগ্বেদে নরবলি প্রথার সমর্থন নাই ।

দুই হস্তে প্রশংসিত যে ধন সবিতা
 ধরিয়ান্ন আনন্দিত কর তা বিতরি । ৪
 ধনযুক্ত তুমি দেব তোমার কুপায়
 ক্রমে ক্রমে সেই ধন যেন বৃদ্ধি পায় । ৫
 ঐ উড্ডীন বিহঙ্গম ক্ষত্র মন্যু পরাক্রম
 তব সম হে বরুণ (১) পাইবে কোথায় ?
 সলিল অনিল গতি অনিমিষ অবিরতি
 তোমার গতির কাছে পরাভব পায় । ৬
 পবিত্র বরুণরাজ অন্তরীক্ষে সুবিরাজ
 অমূল উর্দ্ধেতে তেজ করেন ধারণ ।
 নিয়ে তেজ মূল উর্দ্ধে, তথা আমাদের মধ্যে
 থাকে যেন স্ননিহিত প্রাণ চিরন্তন । ৭

(২) বরুণ আর্ধ্যগণের অতি প্রাচীন দেবতা । আবরণকারী বৃ ধাতু হইতে আকাশকেই আর্ধ্যগণ বরুণ বলিয়া উপাসনা করিতেন । গ্রীকগণের Uranos এবং ইরানীয়গণের বরুণ এই আকাশ দেবের নাম মাত্র । গ্রীকগণের মধ্যে Uranos সর্ব দেবের পিতা এবং Gaia সর্ব দেবের মাতা । পৃথিবী অর্থক গো শব্দ হইতেই Gaia উৎপন্ন, এরূপ অনেকের ধারণা আছে । হিন্দু-দিগের বরুণ আলোক দেব মিত্রের সহিত অনেক সময় একত্র উপাসিত হইয়াছেন । “মৈত্রং বৈ অহরিতিক্রতে ক্রতেচ বারুণী রাজী” সায়ণ । এই কথায় নৈশাকাশকে বরুণ বোধ হইতেছে । ইরানীয়দিগের মধ্যে মিত্রের নাম ‘মিশ্র’ । উভয় জাতিই আলোক দেবকে মিত্র বলিতেন । দিবালোকই মিত্রপদ বাচ্য ।

যে বরুণরাজ ধন্য সূর্য্য পাদক্ষেপ জন্ত
 অন্তরীক্ষে পথ তাঁর করেন বিস্তার ।
 হৃদয় বিদীর্ণকারী আমার যে আছে বৈরী
 করুন বরুণ তারে শত তিরস্কার । ৮
 হে রাজন্ আছে শত সহস্র ভৈষজ্য কত
 তোমার, স্মৃতি তব হউক গভীরা ।
 নিষ্ঠা তিকে রাখ দূরে কৃত পাপে মুক্ত করে
 আমাদের আর যেন নাহি দেয় পীড়া । ৯
 এই যে সপ্তর্ষিগণ অত্যাচ্চ নভোরমণ
 রজনীতে দৃষ্ট, যায় কোথা চলে দিনে ?
 বরুণের ব্রত যত সকলি ত অব্যাহত
 চন্দ্রমা উদিত রাত্রে যাঁর আজ্ঞাধীনে । ১০
 হবির্যোগে যজমান তোমারে করে আহ্বান
 আমিও ব্রহ্মেয় যোগে বন্দিছি তোমায় ।
 হইরে অহেলমান কর দেব প্রণিধান
 স্তূয়মান হে বরুণ ! বাঁচাও আমায় । ১১
 লোকে বলে অহরহ আমার হৃদয় সেহ
 বলিতেছে সেই কথা অন্তর অন্তরে ।
 শুনঃশেপ বন্ধ হয়ে যে দেবেরে আরাধয়ে
 সে বরুণ আমাদের দিন মুক্ত করে । ১২
 শুনঃ শেপ হয়ে ধৃত ত্রিঙ্গপদে আছে বন্ধ
 তাঁহাকে বরুণ রাজা করুন মোচন ।

অস্মিতি নন্দন তিনি, বিদ্বান অদক যিনি,

যুচুক কুপায় তাঁর পাশের বন্ধন । ১৩

ক্রোধ তব নমস্কারে, হবির্দানে যজ্ঞাগারে,

প্রশমন করিবারে করিছি যতন ।

হে প্রচেতঃ হে অশুর ! (১) কৃত পাপ করি দূর

আমাদিগে বীতপাপ করহ রাজন্ । ১৪

উদ্ধ হ'তে উদ্ধকন কর দেব বিমোচন

নিম্ন হ'তে নিম্ন, মাধ্য করহ শিথিল ;

আমরাও হে আদিত্য, অখণ্ডি তোমার ব্রত

পাপ মুক্ত হয়ে পরে হব পুণ্যশীল । ১৫

(১) অশুর অর্থ বলবান । বরুণের বিশেষণার্থে এস্থলে অশুর শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । ঋগ্বেদে অনেক স্থলে দেবগণের বিশেষণার্থে অশুর শব্দের প্রয়োগ আছে । অবার বৃত্ত শব্দের বিশেষণার্থে দেব শব্দের প্রয়োগ দেখা গিয়াছে (১।৩২।১২) ইহার দ্বারা বোধ হয় দেব ও অশুর এই বিশেষণ শব্দ দুটি প্রয়োজন মত সকল দেব ও দেব-বৈরীগণের প্রতিই ব্যবহৃত হইত । পরে আৰ্য্যজাতির মধ্যে এমন একটা বিবাদ হয় যদবধি ভারতীয় আৰ্য্যগণ দেব শব্দ এবং ভারতীয়ের অর্থাৎ ইরানীয় আৰ্য্যগণ অশুর শব্দ উপাস্ত্রের বিশেষণার্থে প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন ; কেন না ঐ বিবাদ ইরানীয় দেশেই হইয়াছিল । তথা হইতে হিন্দুর পূর্বপুরুষগণ ইরানীয় দিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন ইহাই অনেকের ধারণা । ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Primitive Ariyans article XX in his work Indo-Ariyans দেখ ।

২৫ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।

লোকে যথা করে ভুল, আমরা তেমন

ভুলিতেছি বরুণ প্রত্যহ তব ব্রত। ১

হেলার ঘাতক গ্রাস কর না হনন

ক্রোধ-যোগা আমাদেরি ক্রোধের বশতঃ। ২

রথী যথা তৃপ্ত করে ঘোটকে সন্দিত,

আমরা সুখের জন্ত করি তব স্তুতি। ৩

বিহঙ্গ নীড়ের দিকে যেরূপে ধাবিত,

ধনার্থে আমার চিন্তা করে তথা গতি। ৪

ক্ষত্রী বরুণে কবে সুখলালসায়

উরুবিলোচনে যজ্ঞে পারিব আনিতে ? ৫

মিত্র ও বরুণ(১) উভে সমানে তাহায়

দয়া করি যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে। ৬

বিস্তে বিহঙ্গ পদ অবগত যার

সমুদ্রে নৌকারঃপথ যে দেব বিজ্ঞাত। ৭

ফল শস্য সমায়ুক্ত জাত মাস বার (২),

জাত যেবা মাস যাহা হয় উপজাত। ৮

(১) অনেক স্থলে মিত্রবরুণের একত্রে উপাসনা দৃষ্ট হয়। ২৪সূক্তের টীকা দেখ।

(২) চান্দ্রবৎসরের প্রতি পঞ্চম বৎসরে একটি অধিক মাস অর্থাৎ মলমাস ধরিয়া সৌরবৎসরের সহিত উহার একা বিধান করা হইত ; এই ঋকে সেই কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বায়ুর বিস্তীর্ণ বর্ষ অবগত যিনি,

জ্ঞাত তাহাদিগে যারা আছে উর্দ্ধদেশে । ৯

ধৃতব্রত সূত্রতু বরুণ দেব তিনি ;—

স্বর্গসুত মধ্যে বসি সাম্রাজ্যের আশে । ১০

ভূত ভবিষ্যত যত অদ্ভুত ঘটনা,

বিদ্বান সকলে জ্ঞাত প্রমাদে তাঁহার । ১১

করুন প্রত্যহ তিনি সুপথে চালনা,

আয়ু বৃদ্ধি করি দেব অদিতি-কুমার । ১২

বরুণ হিরণ্য বস্ত্রে বপু আচ্ছাদন

করিলে, তাহাতে ক্ষরে হিরণ্যের প্রভা । ১৩

কে পারে করিতে তার বৈরতা সাধন

জনদ্রোহী কিম্বা দীপ্সু, অভিমাতি যেবা (১) । ১৪

আমাদের জন্ত, সর্ব মানব নিমিত্ত,

করেছেন যিনি কত অন্তের সঞ্চয় । ১৫

গাভী ধায় গোষ্ঠে, তথা বহুচক্ষুযুক্ত

তাঁকে মম পরাধীতি করিছে আশ্রয় । ১৬

প্রস্তুত মধুর হব্য হোতার মতন

থাও, পরে আলাপন করিব উভয়ে । ১৭

দেখেছি বরুণে, ভূমে করেছি দর্শন

রথ তাঁর ,—ওনেছেন স্তব সমুদয়ে । ১৮

শুন আবাহন, অদ্য সুখী কর মোরে,

রক্ষার্থে বরুণ ! আমি ডাকিছি তোমায় । ১৯

হ্যালোক ভুলোক বিশ্ব আছ দীপ্ত করে ;

প্রত্যাভূত দাও এই ক্ষেম প্রার্থনায় । ২০

উপরের পাশ খোল উপর হইতে,

নিম্ন, মাধ্য খোল যেন পারি গো বাঁচিতে । ২১

৩২ সূক্ত ।

ইন্দ্রদেবতা । অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি ।

বজ্রধারী ইন্দ্রের প্রথম পরাক্রম

বর্ণন করিতে চাহি ;

হনন করিয়া অহি (১)

করিলেন বৃষ্টিপাত যে দেব প্রথম ;

গিরি ভেদি করিলেন নদীর উদগম । ১

(১) মেঘের নাম বৃজ বা অহি । ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এইরূপ মনে করিয়া ঋগ্বেদীয় ঋষিরা যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই পৌরাণিক বৃজোপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে । ইরানীয় আৰ্য্যগণের ধর্ম্ম পুস্তকেও বৃজ ও বৃজহস্তার যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায় “অহরের সৃষ্ট বেরেথ্রুয়কে (সংস্কৃত বৃজয়) আমরা যজ্ঞ প্রদান করিব ।” জেন্স অবস্থা । এইরূপে হিন্দু ও ইরানীয় দুই আৰ্য্য শাখায় বৃজদেবের উপাসনা দৃষ্ট হইলেও ইরানীয়গণ ইন্দ্রের উপাসনা করেন নাই । বরং ইন্দ্রকে শত্রু মনে করিতেন ইহার প্রমাণ আছে । ইহাতে বোধ হয় কোন বিবাদের পর

তৃষ্টকৃত বজ্রে ইন্দ্র নগাশ্রিত মেঘে
 হনন করিলে, জল
 বাহিরিল অনর্গল,
 ধাইল সমুদ্রপানে ; ধায় যথা বেগে
 ধেনুগণ বৎসগণে হেরি পুরোভাগে । ২

বৃষবৎ বেগে সোম করিলা গ্রহণ ;
 তিন যজ্ঞে অভিসুত
 পান করি সোমাহুত
 সায়ক নামক বজ্র করিলা ধারণ ;
 করিলা প্রথম জাত অহিকে হনন । ৩

যখন প্রথমজাত নিহত সে অহি ;
 মায়াবীর মায়া হতা,
 জাত সূর্যা, উষাগতা,
 আকাশ পুনরাগত, শত্রু আর নাহি ;—
 ইন্দ্রর কর্তৃক যদা নিহত সে অহি । ৪

হিন্দু ও ইরানীরগণ পরস্পর পৃথক হইলে, হিন্দুগণই ইন্দ্রের উপাসনা করি-
 তেন । অতএব কোন আৰ্য্যশাখায় ইন্দ্রের নাম পাওয়া যায় না । গ্রীকদিগের
 মধ্যেও অহিন্দ echis, echidna নামে পাওয়া যায় ।

মহাবজ্র দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রে বৃত্রতর (১)

অংস শূন্য করি হত

করিলেন, স্কন্ধ যত

কুলিশ আঘাতে যথা ; বৃত্র তার পর

গুইল চুম্বিয়া মর্ত্য মৃত্তিকা উপর । ৫

আমার সমান যোদ্ধা নাহি এ বুদ্ধিতে

হইয়া দুর্মদ বৃত্র,

করিল ইন্দ্রে অমিত্র,

তাঁহার ধ্বংসের হস্ত নারিল সহিতে ;

পিষিল সকল নদী পড়িয়া নদীতে । ৬

ডাকিল অপাদহস্ত বৃত্র ইন্দ্রে রণে ;

মানুর্ভূল্য স্কন্ধে তার

হইল বজ্র প্রহার,

বহুধাবিন্ধত বৃত্র শাব্বিত তখনে ;

বধি (২) কি সফল হয় বৃষত্ত্ব অর্জনে । ৭

(১) বৃত্রতরমতিশয়েন লোকানামাবরকমন্ধকাররূপং । সারণ । অতি-
শয় অন্ধকার স্বরূপ বৃত্র ।

(২) বধি—ছিন্নমূক অর্থাৎ পুরুষত্বহীন ; বৃষ—রেতসেকসমর্থ অর্থাৎ
পুরুষত্বযুক্ত ।

ভগ্ন অতিক্রমি নদ যথা যায় চলে,

অতিক্রমি অবিকল

তথা মনোরূহ জল

চলিল, পড়িল অহি তার পদতলে ;—

যে জল আছিল বদ্ধ তার মায়াবলে । ৮

ছিলেন তির্য্যক্ শুয়ে বৃত্তপ্রসবিনী ;

ইন্দ্র তাঁরে হানিলেন,

উদ্ধে মাতা রহিলেন,

নৌচে পুত্র হত ; ধেনু বৎসের সঙ্গিনী

যথা শুয়ে থাকে, দানু শুইলা তেমনি । ৯

অগ্নির প্রবাহে বৃত্ত শরীর নিহিত,

আর নিণ্য (১) দেহ'পরে

অবারিত বারি চরে ;

দীর্ঘনিদ্রা অভিভূত হইয়া শায়িত,

ইন্দ্র-শত্রু বৃত্ত এবে চেতনা রহিত । ১০

পণিগুপ্তা গাভী যথা দামপত্নীগণ

অহিগুপ্তা ছিল তথা ;

অপিহিত জল পথা ;

ইন্দ্র বৃত্তে সেই জন্তু করিয়া হনন,

করিয়াছিলেন জলদ্বার উদঘাটন । ১১

(১) নিণ্য নির্নামধেয়ং সায়ণ । নাম রহিত ।

অদ্বিতীয় দেব (১) বৃত্র তোমা আঘাতিলে,
 হয়ে তুমি অশ্বপুচ্ছ,
 করিলে সে ঘাত তুচ্ছ,
 গাভীজয়, সোমলাভ তুমিই করিলে ;
 বহাইলে সপ্ত সিন্ধু প্রবাহ সলিলে । ১২

নারিল স্পর্শিতে ইন্দ্রে যখন সে অহি
 মেঘনাদ, বারিপাত,
 বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত
 হানিল তাঁহার প্রতি ; মঘবা বিজয়া,
 আর কত মায়া তার অবিলম্বে জয়ি । ১৩

যখন বৃত্রের সহ যুদ্ধিতে লাগিলে,
 হৃদে যদা জাতা ভীতি,
 সঞ্চিত নবনবতি
 শ্যোনপক্ষিবৎ যদা ভয়ে উতরিলে ;
 কোন্ বৃত্র-শত্রু জন্তু অপেক্ষা করিলে ? ১৪

(১) পূর্বে বলা হইয়াছে অনেকস্থলে বরুণাদি দেবগণের বিশেষণার্থে অশুর শব্দের ব্যবহার পাঠ্যে আছে । এখন দেখা যাইতেছে বৃত্রের বিশেষণার্থে দেব শব্দের ব্যবহার আছে । সুতরাং দেবাসুরের যে একটি বৈরভাব আমাদের মনে সতত উদ্ভিত হয়, তাহা পৌরাণিক, বৈদিক নহে ।

স্বাবর ঞ্জম'পর বজ্রবাহু পরে,
শান্তাশান্ত পশু'পর
হঠলেন অধীশ্বর ;
হয়েছেন নরেশ্বর ; নেমি যথা অরে,
ধরেছেন সবে তথা আপন ভিতরে । ১৫

৪২ সূক্ত ।

পুমা দেবতা । ঘোরপুল্ল কণু ঋষি ।

পথ পার কর পুষণ, (১) দেব পাপ হর,
মেঘাত্মজ (২) অগ্রে অগ্রে যাও । ১
কুপথ দর্শক, চোর, হস্তানিষ্টকর,
যেবা থাকে দূর করে দাও । ২

পরিপন্থী কুটিল তঙ্কর যেবা হয়,
দূর কর পথ হতে তারে । ৩

(১) সর্কেষাং ভূতানাং গোপায়িতা আদিতাঃ যাস্ক । অর্থাৎ পুমা সূর্য্য ।

(২) সূর্য্য কখন কখন মেঘ হইতে বাহির হন বলিয়া তাঁহাকে মেঘাত্মজ বলা হইয়াছে ।

লক্ষিতে ও অলক্ষিতে যেনা হরে লয়,
দল তারে পদের প্রহারে । ৪

তোমার করুণা ভিক্ষা করি হে পুষ্ণ ।
উৎসাহিলে যাহে পিতৃগণে । ৫
শক্রহা হিরণ্যায়ুধ ধনী জ্ঞানবন্ !
দানে পরিণত কর ধনে । ৬

লয়ে চল পথে সুখগম্য শত্রুশূন্য,
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায় । ৭
ভূগ আছে, নাই নব দুঃখ তাপ জন্ম,
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায় (১) । ৮

দয়া কর, পূর্ণ কর, কর তেজিমান ;—
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায় । ৯
পুষানিন্দা নাহি করি স্মৃতে করি গান,
ধন যাচঞা করিছি তাঁহার । ১০

(১) এই ঋক দৃষ্টে বোধ হয়, হিন্দু আযাগণের মধ্যে মধ্যে কোন কোন শাখা মেষপালনব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ভূগ অশ্বেষণে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেন । পুষা তাঁহাদেরই রক্ষক এবং পথ প্রদর্শক ।

৪৩ সূক্ত ।

১, ২, ৪—৬ রুদ্র । ৩ মিত্রাবরুণ । ৭—৯ সোম ।

ঘোর পুত্র কণু ঋষি ।

জানী, শিব, হুগ্নয় মহান্ রুদ্রদেবে (১)

কবে সুখকর স্তোত্র দিব উপহার ? ১

(১) যাস্ক বলেন “অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে” । আবার রুদ্র ধাতুর অর্থ রোদন বা গর্জন করা । অতএব রুদ্র শব্দে গর্জনকারী অগ্নি (বজ্র) বুঝায় । এই রুদ্র বা বজ্র কি প্রকারে পৌরাণিক মতাদেবে পরিণত হইলেন তাহা বুঝা বড় কঠিন নহে । আযাগণ পূর্ব প্রকৃতির প্রত্যেক বিষয়কর বিকাশেই ঐশশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতেন কিন্তু কালক্রমে যখন জানিতে পারিলেন যে সর্ব প্রকার ঐশশক্তিই এক মহাশক্তি হইতে প্রাচুর্ভূত, তখন সেই মহাশক্তির অন্তঃগত সংহার শক্তিকে নামাকরণ করিতে গিয়া দেখিলেন, রুদ্র বা বজ্রই তাহার সমধিক উপযুক্ত । এজন্য বিধাতার সংহার মূর্তি রুদ্র পুরাণোক্ত মহাদেব নামে পরিচিত হইলেন ।

এস্থলে প্রশ্নাতঃ বলা কর্তব্য যে উমা, দুর্গা, অম্বিকা, কালী করালী প্রভৃতি দেবতারা যে মহাদেবের পত্নী বলিয়া পরিচিত আছেন, তাহারা কেহই স্বথৈদোক্ত দেবতা নহেন । বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রের ভগ্নী এরূপ লিখিত আছে । কেন উপনিষদে উমার উল্লেখ আছে কিন্তু তিনি রুদ্রের পত্নী নহেন । তথায় তিনি ইন্দ্রের নিকট বাক্যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন এই মাত্র । মুণ্ডক উপনিষদে কালী করালী দুইটি অগ্নি জিহ্বার নাম দৃষ্ট হয় । “অগ্নির সাতটি চকল জিহ্বার নাম কালী, করালী, মনোজবা, স্থলোহিতা, সুধূম্বর্ণা, স্কুলিঙ্গিনী ও দেবী বিধ্বংসিনী ।” যখন বজ্র বা অগ্নিরূপ রুদ্রদেব সংহারক মহাদেব হইলেন তখন এই অগ্নি জিহ্বাগুলি মহাদেবের পত্নীর স্থান পূরণ করিলেন ।

রুদ্রের আর একটি নাম “ভব” বেদে স্থানে স্থানে পাওয়া যায় । মোক্ষ-মূলরের মতে গ্রীকদিগের Phœbus দেব ভবের রূপান্তর মাত্র ।

যাহাতে অদিতি আমাদিগে, পশু সবে,
দিবেন গোনরাপত্যে ঔষধি তাঁহার ॥ ২

যাহাতে বরুণ মিত্র রুদ্র অশ্ব সবে
প্রীত হয়ে করিবেন দয়া বিতরণ । ৩

সুবপতি যজ্ঞপতি জলৌষধি-দেবে
রুদ্রে সুখ যাচঞা করি শংযুর মতন ॥ ৪

সূর্য্যাবৎ দীপ্তিমান হিরণ্য-রুচির,
দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বসু যিনি । ৫

আমাদের মেঘ মেঘী গো অশ্ব নারীর
সকলে সুগম্য পথ বিতরেন তিনি । ৬

সোম ! আমাদিগে দাও শত নরধন
বলকর মহৎ, অন্নের কর দান ; ৭

সোম-শত্রু অরাতিরা না করে হিংসন,
হে ইন্দো ! এমন অন্ন করহ প্রদান । ৮

হে সোম অমর তুমি পরধামে বাস,
হুইয়া শীর্ষস্থানীয় যজ্ঞের শালায়

প্রজাগণে দয়া করি পূর্ণ কর আশ ;
জান তাহাদিগে, যারা সাজায় তোমায় । ৯

৪৮ সূক্ত ।

ঊষা দেবতা । '(১)

কণ্ণের পুত্র প্রক্ষণ ঋষি ।

হে দেবদুহিতা উষে ধন দান করি,
প্রভাত করহ দেবি অগ্নি বিভাবরি !
প্রচুর অন্নের সহ কর স্নু প্রভাত,—
ধন দিয়ে দানশীলে করহ প্রভাত । ১
অশ্বগোসম্পন্ন বহু ধনেতে ধনিণী,
প্রজার বাসের জন্ত সম্পত্তি শালিনী !
আমাকে বলহ উষে স্মৃত বচন,
ধনীর যে ধন আছে, করহ প্রেরণ । ২
পূর্বে ও প্রভাত হ'ত ঐখনো তা হয়,
রথ-প্রেরয়িত্রী উষা প্রভাত করয় ;
ধনার্থী সমুদ্রে তরী পাঠায় যেমন,
তেমনে করেন উষা রথের প্রেরণ । ৩

(১) উষা আমাদের অতি প্রাচীন দেবতা । গ্রীকদিগের Eos উষস্, Daphne ডফনা, Argynoris অর্জুনী Bresies বৃষয়া Helen সরমা Erynys সরণা এবং Athena অহনা ইত্যাদি উষা ও উষার প্রতিশব্দের রূপান্তর মাত্র ।

হে উষে ! আসিলে তুমি সুরিগণ যত
 দানেতে মানস সবে করেন নিরত ;
 কণ্ঠতম কণ্ঠ ঋষি নাম তাঁহাদের
 উচ্চার করেন হেন কালে প্রভাতের । ৪
 গৃহেতে গৃহিণী যথা সর্ব-প্রভাবিনী
 সমাগতা উষা তথা কর-প্রসারিণী ;
 উষা আয়ু হ্রাস করে জঙ্গম জগতে,
 পদ্বান চানিত, উড়ে বিহঙ্গ বিয়তে । ৫
 ভিক্ষুক ও চেষ্টাবানে কাজে করি রত,
 নিহারবর্ষিণী উষা অবিলম্বে গত ;
 হে যজ্ঞসম্পন্নে ! তব হৃদয়ে উদয়,
 কুলায় না থাকে আর বিহঙ্গ নিচয় । ৬
 কি সুন্দর রথ উষা করিয়া যোজন,
 সূর্য্যের উদয়পরি কি দিবা ভুবন
 হইতে সে ভাগ্যবতী চড়ি শত-রথে,
 আসিছেন উষা মর্ত্যে কত দূর হ'তে ! ৭
 উষার প্রকাশ জগৎ এ বিশ্ব প্রণত,
 তাঁহার প্রসাদে কৃত জগজ্জ্যোতি যত ;
 বিদ্রোষিশোষকগণে সে দিব নন্দিনী
 করেছেন বিদূরিত দেবী উষা ধনী । ৮
 হুলাদিনী জ্যোতীর সহ হে দিবছহিতা !
 তিমির হরণ কর হয়ে প্রকাশিতা ;

প্রভূত সৌভাগ্য উষে ! করি আনয়ন,
 দিনে দিনে আমাদিগে কর বিতরণ । ৯
 তোমাতে নিহিত বিশ্ব চেষ্টিত, জীবন ;
 মূনরি ! তিমির তুমি করহ হরণ ;
 এসহ বৃহৎ রথে বিচিত্র ধনিনী
 বিভাবরি ! আমাদের কৃতাস্থান শুনি । ১০
 আছে যে বিচিত্র অন্ন সকল মানুষে
 গ্রহণ করহ তাহা দেবকন্ঠে উষে !
 আছেন যে সব বহি তোমার স্তবনে,
 যজ্ঞের সমীপে আন সে স্কৃতি গণে । ১১
 অন্তরীক্ষ হতে উষে সর্ব দেবতায়
 সোমপানে বজ্রভলে আনহ হেথায় !
 প্রশস্ত গো-অশ্বযুক্ত অন্ন বীৰ্য্যকর,
 আমাদিগে প্রদান করহ অতঃপর । ১২
 যে উষার জ্যোতিমালা শত্রু সংহারিণী
 নয়নে প্রতীয়মানা কল্যাণদায়িনী ;
 বিশ্ববরণীয় চাকু স্তবগম্য ধন
 আমাদিগে সে উষা করুন বিতরণ । ১৩
 অয়ি মহী-উষে ! তোমা পূর্ব ঋষিগণ
 অন্ন ও রক্ষার হেতু করিলা স্তবন ;
 তেজোময়ী, দীপ্তিযুক্তা ধনযুক্তা হয়ে
 সেব আমাদের তথা স্তোম সমুদয়ে । ১৪

স্বরগের দ্বারদ্বয় জ্যোতি প্রকাশিয়া,
 তুমিই ত উষে ! অদ্য দিলে উন্মোচিয়া ;
 তেজোময় গৃহ সুবিস্তৃত অহিংসি ত,
 দান কর আমাদিগে অন্ন গো-সহিত । ১৫
 গাভী আর অপর্যাপ্ত বহুবিধ ধন
 আমাদের প্রতি উষে ! করহ সিঞ্চন !
 মহীয়সি ! দান কর যশ শত্রুঘাতী
 অন্নদান কর ক্রিয়ান্বিতে অন্নবতি ! ১৬

১০৩ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি ।
 কবিগণ পুরাকালে তোমার এ পরবলে
 করেছেন ওহে ইন্দ্র সাক্ষাৎ ধারণ ।
 তার এক জ্যোতি ভূমে (১) অন্য জ্যোতি দিব ধামে
 কেতু যথা রণে তথা করে আলিঙ্গন ॥ ১
 ধরণী ইন্দ্র ধরিল। বিস্তৃত তাহা করিল।
 বজ্রে বৃত্রে হানি জল করিল। নির্গত ।

(১) ইন্দ্রবলের দুটি জ্যোতির কথা এই মন্ত্রে বলা হইতেছে । তাহার
 একটি জ্যোতি ভূমিতে অর্থাৎ অগ্নি ; অপর জ্যোতি আকাশে অর্থাৎ সূর্য ।

অহিকে হত করিলা রৌহিণকে (১) বিদারিলা
 বাংসবৃত্তে শচী দ্বারা করিলা নিহত (২) ॥ ২
 বজ্রে হয়ে অস্ত্রবান বীর কার্য্যে অদধান
 নাশি দাসীপুরী কত কৈলা বিচরণ ।
 হে বজ্রিন্ স্তব শুনি দম্ব্যকে অস্ত্রেতে হানি
 আৰ্য্য যশ বল, ইন্দ্র ! করহ বর্দ্ধন (৩) ॥ ৩
 বাহিরিয়া দম্ব্যনাশে যে বল যশাভিলাষে
 ধরিলেন বজ্রী সেই বল প্রশংসীয় ।
 স্তোতৃ যজমান হিতে মঘবা করিলা তাতে
 মানব হিতের জ্ঞাত যুগ সমুদায় (৪) ॥ ৪
 সেই বল ভূরিপুষ্ট, তোমরা করহ দৃষ্ট
 ইন্দ্রের বীর্য্যোতে হও সবে শ্রদ্ধাবান ।
 লাভ করেছেন তিনি গো অশ্ব ও অরণ্যানী
 ওষধি ও জলরাশি তিনি প্রাপ্তবান ॥ ৫
 ভূরিকর্মাভীষ্টদাতা শ্রেষ্ঠ সত্য বলোপেতা
 ইন্দ্রের জ্ঞেতে সোম অভিষব করি ।

(১) রৌহিণ লালবর্ণ মেঘ (wilson)

(২) বাংস অংসশূক, ছিন্নভুজ । শচী-যজ্ঞ, এস্থলে কৰ্ম্ম ।

(৩) এই মন্ত্রে দম্ব্য এবং আৰ্য্য উভয় শব্দের পরস্পর বিরুদ্ধভাবে প্রয়োগ দেখা যায় । আৰ্য্যানার্য্যাজাতীয় গণের বিবাদের বিষয় আরও অনেক মন্ত্রে পাওয়া যায় ।

(৪) এই মন্ত্রের অর্থ বড় পরিষ্কার নহে ।

যিনি পরিপন্থী মত অযাজ্ঞিক হ'তে হত
 ধন দিতে এসেছেন যাজ্ঞিকে আদরি ॥ ৬
 তব সেই বীৰ্য্য খ্যাত যাতে, ইন্দ্র ! প্রবোধিত
 বজ্র দ্বারা হন অহি, বিভোরনিদ্রায় ।
 দেব পত্নীগণে সবে মরুদগণে বিশ্বদেবে
 উপাজিল হর্ব হেরি হবিত তোমায় ॥ ৭
 তুমি শুষ্ক, পিপ্র বৃত্রে বধিলে কুয়বামিত্রে
 করিলে বিনাশ সব শস্যের পুরী (১)
 অতএব মিত্র বরুণ, অদিতি, সিন্ধু ইউন
 পৃথিবী আকাশ সবে প্রীত দয়া করি । ৮

১৮৫ সূক্ত ।

দ্যাবাপৃথিবী । অগস্ত্য ঋষি ।

কেবা পূর্বে, কেবা পরে, কেন, কবিগণ !

জন্মিল পৃথিবী দ্যাস্ (২) কে জানে একথা ?

(১) শুষ্ক, পিপ্র কুয়ব শস্য ইত্যাদি অনাৰ্য্য-প্রধানগণের নাম ।

(২) দ্যাস্ আৰ্য্যদিগের অতি প্রাচীন আকাশ দেব । গ্রীকদিগের Zeus
 লাতিনদিগের Ju (Pitter) এংলোসাক্সন গণের Tiu এং জার্মান দিগের Zio
 এই দ্যাস্ শব্দের রূপান্তর । যেমন লাতিনগণ আকাশকে স্পষ্টতঃ Jupiter
 (যুপিটার) বলিতেন ঋগ্বেদে তেনন আকাশকে পিতা ও পৃথিবীকে যে মাতা
 বলা হইয়াছে তাহার, প্রমাণ এই সূক্তেই আছে । ঋগ্বেদে অনেক স্থলে
 আকাশদেব ও পৃথিবী দেবীর, দ্যাবাপৃথিবী নামে, একত্রে উপাসনা করা
 হইয়াছে ।

আপন শক্তিতে বিশ্ব করিয়া ধারণ,

চক্রবৎ ঘুরিতেছে দিবারাত্রি যথা । ১

ধরেছেন বুকে উভে অচলা অপদী,

বহু বহু সচল সপদ কত জীবৈ,

পিতৃ-কোলে পুত্র যথা ; হে ণ্ডাবাপৃথিবী !

রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ২

স্বর্গীয়, নিষ্পাপ, সান্ন, অক্ষয় যে ধন

যাচি অদিতিকে, তাহা যজমান সবে,

হে ণ্ডাবাপৃথিবী ! দাও করি উৎপাদন ;

রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৩

দেবপুত্রা অদুঃখিতা ণ্ডাবাপৃথিবীর

অনুগত হয়ে মোক্ষা থাকি যেন ভবে,

উভবিধ ধনাশায় দিবস রাত্রি ;—

রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৪

সঙ্গতা যুবতী দুটি ভগিনীর মত,

যাহাদের সীমা সমা বিস্তারিতা ভবে,

ভুবনের নাভিঘ্রাণ করিয়া নিয়ত ;—

রক্ষ আমাদিকে মহাপাপ হ'তে তবে । ৫

মহতী জনিত্রী বৃহৎ সদ্মস্বরূপিণী

দেব-প্রীতে বজ্রস্থলে ডাকিতেছি উভে !

তোমরা শোভনরূপা অমৃত ধারিণী,

রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৬

নমস্কার করি যজ্ঞে করি আবাহন

মহৎ, অনন্ত, পৃথু, বহুরূপা উভে,
হে দ্যাবাপৃথিবী ! কর বিশ্বের ধারণ ;

রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৭
দেব প্রতি, সখা প্রতি, জামাতার প্রতি,
যে কিছু করিয়া থাকি পাপ তাহা এবে
ক্ষালন করুক যজ্ঞে অপিতা এ স্তুতি ;

রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৮
উভয়ে প্রশংসাপাত্রী লোকহিতকরী,

আমাকে আশ্রয় দিতে আসুন হেথায় !
দেবগণ ! স্তোতা মোরা, অগ্নে তুষ্ট করি

যাচি ধন তোমাদিগে, দানের আশায় । ৯
সকলের শ্রুতি জন্ম শ্রেষ্ঠতম স্তুতি,

যত জানি করিলাম পৃথিবীদ্যাবায় ;
অবশ্য দূরিতে যেন পাই হে নিকৃতি ;

কাছে রেখে পিতা মাতা পালুন আমায় । ১০
হে দ্যাবাপৃথিবী ! তোমাদিগে পিতঃ মাতঃ,

সত্য হ'ক করিলাম যে সকল স্তব ;
শ্রেয়োদানে স্তোতৃবৃন্দে হও সমাগত ;

লভি যেন দীর্ঘ-আয়ু, বলান্নবৈভব । ১১

দ্বিতীয় মণ্ডল ।

১২ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । গৃৎসমদ ঋষি । (১)

যে দেব জনম মাত্র দেবের প্রধান;

মনস্বীর মধ্যে যার অগ্রগণ্য স্থান ;

(১) গৃৎসমদ ঋষি সম্বন্ধে অনুক্রমনিকা হইতে সায়ণ এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন “য আঙ্গিরসঃ শোনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শোনকোহভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ঃ মণ্ডলমপশ্যৎ।” অর্থাৎ গৃৎসমদ পূর্বের অঙ্গুরা বংশোদ্ভব শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন। অম্বরগণ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, ইন্দ্র তাঁহাকে উদ্ধার করিলে, তিনি ভৃগুংশীয় শুনকের পুত্র শোনক বলিয়া অভিহিত হইলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্বের গল্প আছে গৃৎসমদ হৈহয়রাজ বীতিহবোর পুত্র। বীতিহবা, কাশী রাজার ভয়ে ভৃগুর আশ্রমে পলাইয়া ছিলেন। কাশীর রাজা অনুসন্ধানে তাহা জানিতে পারিয়া ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন আমার আশ্রমে কৃত্রিয় নাই। ঋষি-বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না। এজন্য বীতিহবা ব্রাহ্মণ হইলেন। ইহারই পুত্র গৃৎসমদ। ইহার দ্বারা অনুভব হয় বেদ রচনার সময়ে ব্রাহ্মণ কৃত্রিয়াদি জাতিভেদ হয় নাই। জাতিভেদ হইলে পর এই সকল গল্প সৃষ্ট হইয়াছে।

এই সূক্ত সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। এই সমস্ত সূক্তই অথর্ববেদে আছে এবং ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। চিন্তা গুলিও ঋগ্বেদ রচনার শেষভাগের চিন্তা সদৃশ;—ইন্দ্রেতে লোকের বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে, ঋষি তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহা করিতে গিয়া এক ঈশ্বরের মহাশক্তি বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন।

বীর কশ্মে যিনি সর্ব দেবের ভূষণ ;
 যার বলে ভীত দ্যাবা পৃথিবী দুজন ;
 সৈন্তবল মধ্যে যার বল বিলক্ষণ ;
 সেই গ্লোতমান দেব ইন্দ্র জনগণ । ১
 যাহার প্রসাদে দৃঢ়া, ব্যথিতা ধরনী ;
 নিয়মিত প্রকুপিত পর্কতের শ্রেণী ;
 বরীয়ান্ অন্তরীক্ষ যাহার সৃজন ;
 শুক্ৰ দ্যাস্ ভয়ে,—তিনি ইন্দ্র জনগণ । ২
 অহিবধে সপ্তসিন্ধু সৃজন যাহার ;
 করিলেন বল-রুদ্ধ গাভীর উদ্ধার ;
 মেঘে মেঘে করেন অগ্নির উৎপাদন ;
 যুদ্ধে জয়ী যিনি, তিনি ইন্দ্র, জনগণ ! ৩
 এ সব নগর বিশ্ব যাহার সৃজন ;
 করিলেন দাঁসবর্গে গুহায় স্থাপন ;
 ব্যাধবৎ লক্ষ্যজয় করি, শত্রুধন
 হরিলেন যিনি, তিনি ইন্দ্র, জনগণ । ৪
 সে ঘোর দেবতা কোথা ? তিনি নাই আর ;—
 হেন কথা শুনা যায় সম্বন্ধে যাহার ;
 শান্তিদাতা প্রায় নাশিলেন শত্রুধন ;
 তিনি ইন্দ্র, শ্রদ্ধা তাঁকে কর জনগণ । ৫
 সূতসৌম যুক্তগ্রাবু, যিনি যজ্ঞমানে
 কৃপা করি দিব্যরাত্রি রাখেন কল্যাণে ;

ধারণ করেন যিনি হনু স্রশোভন ;
 তিনি ইন্দ্রদেব শুন যত জনগণ । ৬
 যার আজ্ঞাধীন অশ্ব, যার গাভীগণ ;
 যার আজ্ঞাধীন গ্রাম, রথ অগণন ;
 সূর্য্যদেব উষাদেবী যাহার সৃজন ;
 জল-নেতা যিনি তিনি ইন্দ্র জনগণ । ৭
 পরম্পর শত্রুসেনা আহ্বানে যাহার ;
 উত্তম অধম শত্রু যার স্তব গায় ;
 একবিধ রথে চড়ি করে দুই জন
 নানা স্তব যার, তিনি ইন্দ্র জনগণ । ৮
 যাহার অকুপা হলে যুদ্ধে পরাজয় ;
 রক্ষা হেতু যোদ্ধা লয় যাহার আশ্রয় ;
 বিশ্বের প্রতিভূ যিনি ; অচ্যুত পতন
 হয় যার কোপে ; তিনি ইন্দ্র জনগণ ॥ ৯
 যিনি বহু মহাপাপী অপূজক জনে
 হত করিলেন স্বীয় শত্রু নিক্ষেপণে ;
 গর্জিত না পায় যার উৎসাহ কখন,
 দস্যুর নিহতা তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১০
 অন্বেষণ করি যিনি চল্লিশ বৎসরে
 লভিলেন ক্ষয়প্রাপ্ত পর্ব্বতে শস্যরে ;
 শয়ান ওজায়মান অহিকে হনন
 করিলেন যিনি তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১১

বৃষভ, সবল, সপ্তরশ্মি (১) সংযোজিত
 যিনি করিলেন সপ্ত সিন্ধু প্রবাহিত ;
 করিলেন স্বর্গারোহী রোহিণে হনন,
 বজ্রবাহু যিনি, তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১২
 আকাশ পৃথিবী যারে নমস্কার করে ;
 পর্বত সকল যার ভয়েতে সিহরে ;
 বজ্রতুল্য বাহু যিনি করেন ধারণ—
 দৃঢ়াঙ্গ, সোমপা,—তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১৩
 অভিসবকারী, আর পাচক রচকে,
 কল্যাণে রাখেন যিনি স্তোত্র উচ্চারকে ;
 স্তোত্র করে, সোম করে যাহার বর্দ্ধন,
 এই অগ্নে বৃদ্ধি,—তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১৪
 অভিসবকারী আর পাচক উভরে
 হে ইন্দ্র দিতেছ অন্ন দুর্ধর্ষ হয়ে ,
 অতএব সত্য তুমি, প্রিয় পুত্র পৌত্র
 লইয়া করিব মোরা নিত্য তব স্তোত্র । ১৫

(১) বরাহ, স্বতপঃ, বিদ্বাং মহঃ, ধূপি, স্বাপি, গৃহমেধ এই সপ্তরশ্মি ;
 সায়ণ । আমরা বেদে অনেক স্থানে সূর্য্যের বা ইন্দ্রের বা অগ্নির সপ্ত অব
 বা সপ্তরশ্মির কথা দেখিতে পাই । রাম ধনুতে যে সাতটি বর্ণ দেখা যায়
 তাহা হইতেই কি বৈদিক সপ্তরশ্মির অনুভব উৎপন্ন হইয়াছিল ? আধুনিক
 বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যে সূর্যালোকে সেই সপ্তবর্ণ নিহিত আছে ।

২৮ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । কৃশ্ব বা গৃৎসমদ ঋষি ।

বরুণ আদিত্য কবি স্বয়ং রাজমান ;
যাঁর মহিমায় সর্বভূত অভিভূত ;
পায় যাঁর রূপাবলে হর্ষ বজ্রমান ;
তাঁর জগৎ এই হব্য হয়েছে প্রস্তুত ।
তিনি স্বামী দ্যুতিমান, এই ভিক্ষা চাই—
তাঁহার স্মৃকীৰ্ত্তি যেন গাইয়া বেড়াই । ১

তব ব্রতে ব্রতী হয়ে করি তব ধ্যান,
হে দেব বরুণ ! তব স্তুতি গান করি,
আমরা সকলে যেন হই ভাগ্যবান ;
কর হেন হে বরুণ করুণা বিতরি ।
গোমতী উষার দ্যুতি উদিলে গগনে ;
শোভি যেন অগ্নিবৎ তব সংকীৰ্ত্তনে । ২

নেতৃবর বরুণ ! তোমাকে কত লোকে
স্তুতি করিতেছে, তব আছে কত বীর !
পারি যেন আমরা থাকিতে তব লোকে ।
তোমরাও (১) দীপ্তিমান পুত্র অদিতির—

অদক তোমরা সবে—সখা নিবন্ধন
আমাদের অপরাধ করহ মার্জন । ৩

বরুণ আদিত্য ধাতা সৃজিলেন জল
প্রভূত, তাহাতে যত সিন্ধু প্রবাহিত ;
বিশ্রাম, বিরতি নাই বহিছে কেবল,
বরুণ মহিমা সবে করি বিঘোষিত ।
পক্ষিগণ যে প্রকারে ভূমিপানে ধায়
উহারাও সে প্রকারে ধায় মৃত্তিকায় । ৪

রজ্জুবৎ পাপে হায় বেঁধেছে আমার ;
হে বরুণ ! সে রশনা কর বিমোচন ;
বন্ধিত না হই যেন থামৃত ধারায়
ছিন্নতন্ত্র ক'র না গো যজ্ঞের বয়ন ।
অসময়ে যজ্ঞমাত্রা হে দেব বরুণ !
না হয় বিকল যেন, নাহি হয় উন ॥ ৫

আমার নিকট হ'তে ভয় দূর কর,
অনুগ্রহ কর, হে সত্ৰাট সত্যবান !
বৎস হতে দাম যথা তথা পাপ হর,
হে বরুণ ! দয়া করি, আদিত্য মহান্ ।
তোমার করুণা হ'তে হইলে বন্ধিত,
নিমেষ না থাকে কার ঈশত্ব কিঞ্চিৎ । ৬

অম্বর বরুণ ! যারা যজ্ঞেতে তোমার
অপরাধী, সহে তারা যে অস্ত্র ঘাতন ;
সহিতে না হয় যেন সে অস্ত্র প্রহার,
জ্যোতি বিয়োজিত যেন না হই কখন ।
অনিষ্টকারকে হেন কর বিশ্লেষণ,
রক্ষা যেন পায় আমাদিগের জীবন । ৭

কি অতীত, বর্তমান কি বা ভবিষ্যতে
নমঃ নমঃ শক তোমা করিব নিশ্চয় ;
বহু স্থান সমুৎপন্ন বরুণ ! তোমাতে
সৰ্ববিধ কৰ্ম্ম আছে করিয়া আশ্রয় ।
পৰ্বতে আশ্রিত বস্তু অচ্যুত যেমন,
তবাশ্রিত কৰ্ম্ম সব অচ্যুত তেমন । ৮

পিতৃশ্রুণ পরিশোধ করই রাজন্
যে শ্রুণ করেছি নিজে কর পরিশোধ,
ভোগ যেন নাহি করি অত্যাৰ্জিত ধন
হে বরুণ ! আমাদের এই অনুরোধ ।
অনেক উষাই সূখে হয়নি উদয়,
বাঁচি যেন উষায়, আদেশ হেন হয় (১) । ৯

(১) শ্রুণ থাকিলে, উষার উদয় ও অনুদয় তুল্যই । এজন্য ঋষি বলিতে
ছেন অনেক উষা উদয়ই হয় নাই । ঋষিগণ পৈতৃক ও স্বকৃত শ্রুণের দ্বারা
কষ্ট পাইতেন এই বাক্যে তাহার অনুভব করায় ।

হে রাজন্ ভীকু আমি আমাকে যে বলে
স্বপ্নদৃষ্ট ভয়ঙ্কর কথা হে বরুণ !

জ্ঞাতি হ'ন, বন্ধু হ'ন তাঁহারা সকলে
আমা হ'তে দয়া করি দূরেতে থাকুন ।

আমাদের রক্ষা হেতু বৃক ও তক্ষরে,—

যে হিংসা করে বা তাকে দাও দূর করে । ১০

ধনী কিসা দাতার নিকটে কদাচন
জ্ঞাতির দারিদ্র্য যেন বলিতে না হয় ;

থাকে যেন নিরমিত ধন হে রাজন্ !

পারি যেন হে বরুণ ! যজ্ঞের সময়,

বীর পুত্র পৌত্রগণে হয়ৈ সমবেত,

তোমার প্রভূত স্তুতি করিতে নিয়ত (১) । ১১

(১) বরুণের অনেক স্তুতিতেই পাপক্ষয়ের জন্য চিন্তা দৃষ্ট হয় । ৭ম মণ্ডলেও তাহা পাঠক দেখিতে পাইবেন । এই সূক্তের ৭ম ঋকে “অশুর” শব্দ বরুণের বিশেষণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

৩২ সূক্ত ।

১ ঙ্গাবা পৃথিবী । ২।৩ ইন্দ্র । ৪।৫ রাক।

৬।৭ সিনিবালী । ৮ ছয়জন দেবী ।

গৃৎসমদ ঋষি ।

হে ঙ্গাবা পৃথিবী এই ঋত্বিক স্তোতায়

রক্ষ, ইচ্ছা—প্রীত করি তোমা দুই জনে ;

তোমাদের অন্ন শ্রেষ্ঠ ; অহ্বানে সবার ;

ধনার্থে আমিও ডাকি মহত স্তবনে । ১

হিংসিতে না পারে যেন দিবার নিশায়

গুপ্তমায়া, নাহি হই শত্রু বশীভূত ।

করিও না ইন্দ্র ! চ্যুত তব বন্ধুতায় ;

মনে রেখ সখ্য আর আমাদের হিত । ২

সুখকরী, দুঃখবতী পীনতনুবতী

দৃঢ়াঙ্গী ধেনুর দান কর স্তম্ভমনে ;

পুরুহুত ইন্দ্র ! পাদে বাক্যে দ্রুতগতি—

দিবা রাত্রি আছি আমি তোমার স্তবনে । ৩

সুহবা রাকায় (১) ডাকি সুন্দর স্তুতিতে

গুনুন বুঝুন আমাদের অভিপ্রায় ;

(১) "সংপূর্ণ চন্দ্রা পৌর্ণমাসী রাক।" পূর্ণিমা রাত্রির নাম রাক।

সীবন করুন কর্ম অচ্ছিত্ত স্ফুটিতে ; (১)

প্রদান করুন বীর পুত্র শতদায় (২) । ৪

যে সুন্দর রূপা তব দেখি বসুদানে

রাকে হব্য প্রদাতার, অত সে রূপার

এসহে প্রসন্ন মনে আমাদের স্থানে,

সুভগে ! সহস্র সুখ তোমার দরায় । ৫

হে পৃথুজঘনে ! দেবগণের ভগিনী

সিনিবালী ! (৩) হুতহব্য করহ সেবন ;

আমাদের প্রতি হষে সদয়া আপনি,

উপচিত কর দেবী অপত্য নন্দন । ৬

কি সুশ্রী অঙ্গুলি তাঁর ! বাহু কি সুন্দর !

সুষুমা (৪) বহুসুবরী (৫) দেবি সিনিবালী ।

বিশ্ণু পত্নী তাঁহাকে সবে করি আমাদর,

প্রদান করহ যজ্ঞে হবি হব্যাবলী । ৭

যিনি গুঙ্গু, (৬) যিনি রাকা, সিনিবালী যিনি,

যিনি সরস্বতী ! তাঁকে করি আবাহন ;

ইন্দ্রানীকে আহ্বানি রক্ষুন আসি তিনি ;

আহ্বানি বরুণানীকে স্বস্তির কারণ । ৮

(১) "To sew the work (apparently the formation of the embryo) with an unfailing needle." Muir. (২) শতদায় বহু ধন বিশিষ্ট । (৩) "দৃষ্টচন্দ্রমাবস্থা সিনিবালী" সায়ণ । (৪) সুপ্রসবিনী । (৫) বহু প্রসবিনী । (৬) গুঙ্গু শব্দে সারণীসুসারে রাকা ও সিনিবালীর সহচরী বুঝাইতেছে ।

তৃতীয় মণ্ডল ।

৪ সূক্ত । •

আগ্নী (১) দেবতা । বিশ্বামিত্র ঋষি ।

প্রসন্ন মনেতে সমিৎ হও জাগরিত,
প্রসপিত তেজে ধন দাও দয়া করে ;
দেবগণে, দেব ! যজ্ঞে কর উপস্থিত,
যজ সখীগণে সখা সানন্দ অন্তরে । ১
প্রতিদিন তিন তিন বারেতে যাঁহার
মিত্র, অগ্নি, বরুণ করেন যজ্ঞ নিত্য,
সে অগ্নি তনুনপাং উদক আধার
মধুমন্ত করুন এ যজ্ঞ দ্বতযুক্ত । ২
সর্বজন প্রিয়ন্তবে ডাকিহ হোতায়
বন্দ্য, শ্রেষ্ঠ, ইষ্টবর্ষী যাতে হন প্রীত,
ইল হেন প্রত্যাশাম করুন তাঁহার,
করুন সে যোগ্য অগ্নি যজ্ঞ সমাহিত । ৩

(১) আগ্নী অর্থে অগ্নির রূপ । ১ম মণ্ডলের ১৩ সূক্তে দ্বাদশ ঋকে দ্বাদশ প্রকার অগ্নিরূপের স্তুতি আছে । যথা, (১) সুসমিক (২) তনুনপাং (৩) নরাশংস (৪) ইল। (৫) বর্হিঃ (৬) দেবীদ্বার (৭) নক্তোষসৌ (৮) দেবো হোতারৌ (৯) ইলাসরশ্বতীমহী (১০) তৃষ্টা (১১) বনস্পতি (১২) স্বাহা । এই সূক্তে নরাশংস ভিন্ন অপর ১১টি রূপের স্তব করা হইয়াছে । আগ্নী সূক্ত তুলি পশু যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত ।

তোমাদের জন্ত যজ্ঞে কৃত উর্দ্ধপথ,

শুচি হব্য উর্দ্ধ দিকে হতেছে প্রস্থিত ;
হোতা বসে নাভিদে^১শে, তাঁর দীপ্তি কত,
দেববাপ্ত বহিঁ মোরা করিব বিস্মৃত । ৪

ঋত দ্বারা দেবগণ বিশ্ব প্রীতিদাতা

সপ্ত যজ্ঞে অকপটে করেন গমন ;
দেবী-দ্বার নামে নারীরূপে যজ্ঞেজাতা
দেবতা প্রত্যক্ষ হেথা করুন্ গমন । ৫

একত্রে বা ভিন্ন দেহে স্তূত দিবারাত্র,
করুন প্রকাশ হয়ে যজ্ঞে আগমন
মরুতান ইন্দ্র বরুণ আরও মিত্র ;

আসেন যেমন দীপ্ত, আসুন তেমন । ৬
দিব্যা ও প্রধানা হোত্রা দেবীধয়ে আমি
ভজিতেছি ; তথা সপ্ত ঋত্বিক্ দীপ্তিমান্
স্বধা দ্বারা মুদিত করেন অন্ন-স্বামী

প্রতিব্রতে যজ্ঞরূপ অগ্নিকে ব্রতবান্ । ৭
ভারতীগণের সহ আসুন ভারতী,

দেব নরগণ সহ অনল ও ইলা ;
সারস্বতগণেতে আসুন সরস্বতী,

তিন দেবী কুশেতে বসুন যজ্ঞশীলা । ৮
ঋহাতে ঔত্তরহস্ত, দক্ষ, কশ্মী, শুষ্ট !

সমুৎপন্ন হয় পুত্র বীর দেবকাম ;

পুষ্টি কর, প্রাণ কর,—হইয়া সন্তুষ্ট

হেন বীৰ্য্য দিয়ে পূর্ণ কর মনস্কাম । ৯

বনস্পতে ! দেবগণে আন সন্নিধানে,

শমিতাগ্নি দেবে হবি করুন প্রেরণ ;

সত্যতর সে হোতা যজুন দেবগণে,

কেননা, জানেন তিনি তাঁদের জনন । ১০

ত্বরিত দেবতা সহ ইন্দ্রের সহিত

এক রথে সমিদ্ধ হইয়া আস অগ্নে ;

স্বপুত্রা অদিতি কুশে হ'ন প্রতিষ্ঠিত,

স্বাহায় মুদিত হ'ন যত দেবগণে । ১১

৫৫ সূক্ত ।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা । ১ উষা । ২—১০ অগ্নি । ১১

অহোরাত্র । ১২—১৪ রোদসী । ১৫ রোদসী

বা. ছানিশা । ১৬ দিক্‌সকল । ১৭—২২ ইন্দ্র

পর্জন্তাত্মা ত্বষ্টা বা অগ্নি । বিশ্বামিত্রের পুত্র

প্রজাপতি অথবা বাকের পুত্র প্রজা-

পতি ঋষি ।

উষার প্রকাশ পূর্বে হইলে তখনে,

• অক্ষয় মহান সূর্য্য শোভেন গগণে ;

দেবগণে দেয় সবে ব্রত উপহার ;—

এক মহা অশ্বরত্ন (১) সৰ্ব দেবতার । ১

অগ্নে । দেব-ক্রোধে যেন আমরা না পড়ি ;

না হন পদজ্ঞ পিতৃগণ যেন অরি ;

উঠিলেন সূর্য্য ছায়া পৃথিবী মাঝার ;—

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্বদেবতার । ২

কামনা আমার বহু, চারিদিকে ধায়,

পুরাতন স্তব দীপ্ত যজ্ঞ কামনায় ;

করিব সমিধানলে সত্যের উচ্চার ;

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব দেবতার । ৩

সমান বিরাজ অগ্নি—বেদ্বিতে শয়ান

বনেতেও অগ্নি ; স্বর্গে বৎসের সমান ;

ক্রোড়েতেও আছে অগ্নি মাতা বসুধার ;

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব দেবতার (২) । ৪

জীর্ণ ওষধিতে সত্ত্বজাত ও তরুণে

কে না উপলব্ধি পারে করিতে আগুণে ?

(১) “অশ্বরত্নঃ প্রাবল্যমিতি ।” সায়ণ । “দেবগণের মহৎ বল একই” রমেশ বাবু । The great divinity of the gods is one. Max Muller, আমি অশ্বরত্ন শব্দ অবিকল রাখিয়াছি ।

(২) এই শব্দের সোম পক্ষে এক অর্থ আছে ।

প্রসবে অজাত গর্ভা ফল কত আর ;—

এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার (১) । ৫

করেন দ্বিমাতা (২) সূর্য্য পশ্চিমে শয়ন ;

বৎস বৎ পূর্বে তাঁর কিবা বিচরণ !

মিত্র বরুণের এই কার্য্য অনিবার ।

এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ৬

যজ্ঞের সম্রাট্, হোতা, দ্বিমাতা অনল ;

স্বর্গে সূর্য্য, ভূমে মূল-কারণ কেবল ;

স্তোতা রম্য বাক্যে স্তুতি করিতেছে তাঁর ;

এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ৭

যোদ্ধাশূর কাছে সৈন্ত যথা প্রতিহত ।

অগ্নির সম্মুখে তথা ভূতজাত যত ;

অগ্নিহিতা দীপ্তি করে জলের সংহার ;

এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ৮

আছেন পালক দূত ওষধি ভিতর ;

শোভেন সূর্য্যের সহ ছাপৃথ্বী অন্তর ;

নানাক্রমে আমাদের প্রতি দয়া তাঁর ;—

এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ৯

(১) এই শব্দের সূর্য্যার্থেও এক ব্যাখ্যা আছে ।

(২) দ্বাবা ও পৃথিবী দুই মাতা যাহার ।

প্রিয় ও অমৃত তেজ করিয়া ধারণ,
 গোপা বিষ্ণু পরস্থান করেন রক্ষণ ;
 বিশ্ব চরাচর জ্ঞাত অগ্নি দেবতার ;
 এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ১০

যুগ্ম অহোরাত্রি ধরে বপু নানারূপ ;
 শুক্লা শ্যামবর্ণী দুই ভগিনী স্বরূপ ;
 রুচির একের বর্ণ অগ্না কৃষ্ণা আর ;—
 এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ১১

মাতা ও ছহিতা যত্র উভে পরস্পরে
 'রসদানে ধেনুবৎ সঙ্গত অন্তরে (১) ;
 তত্র দ্বাবা পৃথিবীকে প্রার্থনা আমার ;
 এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ১২

পৃথিবীর বৎসানলে করিয়া লেহন
 ধেনুরূপা ছাদেবতা করেন গর্জন ;
 কোথা হতে পান তিনি মেঘ পুনর্বার ?
 সূর্য্য হইতে পান পৃথ্বী সলিল আবার ;—
 এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ১৩

নানারূপ পরিধান করেন ধরণী ;
 লেহন করেন ত্র্যবি (১) উর্দ্ধগুতা তিনি ;
 স্তব করিতেছি জেনে সেই সূর্যাগার ;
 এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ১৪

পদদ্বয়বৎ দৃষ্টে ছাপৃথ্বী-অন্তর
 দিবা রাত্রি, ব্যক্ত একে অব্যক্ত অপর ;
 যাদের মিলন পথ আশ্রিত সবার ;
 এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ১৫

শিশু-শূত্রা রসপূর্ণা শয়ানা ক্ষীরদা,
 যুবতী নীরদমালা নবীনা সর্ষদা ;
 বিধুনিত হ'ক সেই ধেনু সমাহার ;
 এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ১৬

এক দিকে হয় মহা ইন্দ্রের গর্জ্জন,
 অন্য দিকে হয় তাঁর প্রভূত বর্ষণ ;
 তিনি জলবর্ষী রাজা পাত্র প্রার্থনার ;
 এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ১৭

ইন্দ্রের অশ্বের কথা করিব বর্ণন,
 জানেন দেবতা সবে সুন্দর কেমন ;

(১) ত্র্যবি দেড়বৎসব বয়স্ক বৎস । এ স্থলে তকুণ সূর্য্যকে বুঝাইতেছে ।

ষট্ পঞ্চ পঞ্চভাবে (১) যুক্ত রথে তাঁর ;

এক মহা অশুরত্ব সৰ্ব দেবতার । ১৮

দ্বষ্টা বহুরূপধারী দেবতা সবিতা,

প্রজার পালক বহু প্রজা জনহিতা ;

এ বিশ্ব ভুবন সব সৃজন তাঁহার ;

এক মহা অশুরত্ব সৰ্ব দেবতার । ১৯

মহতী সঙ্গতা উভে, হৃদতেজে ব্যপ্তা

দ্যাপৃথীকে করিলেন খগ পশু যুক্তা ;

বসুণাভ হর গুনি বীরত্বে তাহার,

এক মহা অশুরত্ব সৰ্ব দেবতার । ২০

ক্ষিতি অন্তরীক্ষ কাছে ধাতা ইন্দ্ররাজ

হিতকারী মিত্রবৎ আছেন বিরাজ ;

গৃহে থাকে, অগ্রে চলে মরুদগণ তাঁর,

এক মহা অশুরত্ব সৰ্ব দেবতার । ২১

তোমা হ'তে সিদ্ধি পায় ওষধি সকল

তোমা হ'তে ইন্দ্র হয় বাহির্গত জল ;

ধরিত্রী ধরেন ধন নিমিত্ত তোমার ;

ভাগ যেন পাই সখা আমরা তাহার ;

এক মহা অশুরত্ব সৰ্ব দেবতার । ২২

(১) এস্থলে ইন্দ্র কালাত্মক । ছয় বা পাঁচ অশ্ব ষড়্ঋতু বা পঞ্চ ঋতু ।

৬২ সূক্ত ।

১—৩ ইন্দ্রাবরুণ ; ৪—৬ বৃহস্পতি ; ৭—৯ পুষা ;
১০—১২ সবিতা ; ১৩—১৫ সোম ; ১৬—১৮
মিত্র ও বরুণ ।

বিশ্বামিত্র ঋষি । কেবল শেষ তিনিটী ঋকর,
কাহার কাহার মতে, জমদগ্নি ঋষি ।

না পারে হিংসিতে যেন হে ইন্দ্রবরুণ,
ভ্রাম্য মাণ্ড প্রজাগণে অরাতিতরুণ ;
কোথা হেন বশ ইন্দ্র বরুণ সন্তবে,
যাহাতে করিলে বশ অরে আমা সবে ? :
ধন লাভাশায় এইখ্যাত বজ্রমান
আশ্রয়ার্থে তোমাদিগে করেন আহ্বান ;
দ্বালোক ভুলোক আর সহ মরুদগণ,
আমাদের আবাহন করহ শ্রবণ । ২

ইন্দ্রবরুণ ! হউক আমাদের ধন ;—
সর্বকর্মক্ষম ধন হ'ক মরুদগণ !
বরণীয়া দেবী সবে শরণপ্রদানে,
পালুন ভারতী হোত্রা দক্ষিণার দানে । ৩

বৃহস্পতে ! সর্বদেবগণ-হিতকর
ইবা লও, যজমানে রত্ন দান কর । ৪

শুদ্ধাত্মা সে দেবে কর স্তব নমস্কার ;

অনম্য ওজের জন্ত প্রার্থনা আমার ; ৫

মানবের ইষ্টদাতা, অদাতা বরেনা,

বিশ্বরূপ বৃহস্পতি সবে প্রণম্য । ৬

এ নব সুন্দর স্তব তোমারি পুষণ !

তোমার জন্তে তাহা করি উচ্চারণ । ৭

যোষা কাছে যথা আসে বধু প্রিয়জন

এ ফ্লাদিনী স্তুতি দেব শুনহ তেমন । ৮

করেন দর্শন যিনি এ বিশ্ব ভুবন,

‘আমাদিগে সেই পুষা করুন পাল । ৯

সেই বরণীয় তেজ সবিতৃ দেবের

ধ্যান করি, দেন যিনি বুদ্ধি আমাদের (১) । ১০

(১) এই ঋকটি প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র। শুক্ল যজুর্বেদ ও সামবেদেও ইহা আছে। এই ঋকের নানা প্রকার অর্থ করা হয়। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল।

“যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি।” রমেশচন্দ্র দত্ত।

“আমরা সবিতৃদেবের সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই”। সত্যব্রত সামশ্রমী।

“সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃদ্ধি প্রেরণ করেন।” বাক্সিম চট্টোপাধ্যায়।

আমিও বুদ্ধি অর্থ করিয়াছি। বুদ্ধি শব্দ স্থলে ধী পাঠ করিলেও ক্ষতি নাই।

অন্ন বাসনায় দেব ভগ সবিতায়
 স্তব করি, যাচ্ঞা করি, ধনের আশায় । ১১
 ধীমান মেধাবিগণ কস্ম-নেতা যারা
 পূজেন যজ্ঞেতে স্তোত্রে সবিতায় তাঁরা । ১২
 সংস্কৃত দেবতা জন্তু ঋতের যোনিতে,
 পথবিৎ সোমরস আসিতে আসিতে ;—
 আমাদিগে দ্বিপদে ও জীবে চতুষ্পদে
 প্রদান করুন অন্ন স্বাস্থ্যসুখপ্রদে । ১৩।১৪
 আমাদিগে আয়ু দিয়ে, শত্রু করি ক্ষয়,
 আসীন হউন সোম শোভি যজ্ঞালয় । ১৫
 সূক্রতু বরুণ মিত্র ! গোষ্ঠপূর্ণ যতে,
 গৃহ পরিপূর্ণ কর মধুর রসেতে । ১৬
 শুচিত ! বহুস্তূত বৃদ্ধোপাসনায় !
 শোভমান হও স্তবে মাহাত্ম্যপ্রভায় । ১৭
 জমদগ্নিস্তূত হয়ে বস যজ্ঞালয়ে,
 যজ্ঞ শুভ কর উভে সোম রস পিয়ে । ১৮

চতুর্থ মণ্ডল ।

‘৩০ সূক্ত ।

১—৮, ১২—২৪ ইন্দ্র । ৯—১১ ইন্দ্র ও উষা ।

বামদেব ঋষি ।

হে বৃত্রহা ইন্দ্র ! কেবা শ্রেষ্ঠতর :—

কার খ্যাতি এত তোমার মত ? (১)

চক্রবৎ এই প্রকৃতি নিকর

তবানুসরণে সকলে রত ;

‘তুমিই মহান্ তুমিই খ্যাত । ২

তব বল লভি দেবগণ সবে

যুঝিল, বধিলে, তুমি দিবানন্ত ; ৩

সবকু কুৎসকে সে ঘোর আহবে

দিলে সূর্য্য-চক্র করিয়া হত । ৪

যে রণে একাকী দেববৈরীগণে,

হিংসক দিগকে করিলে হত ; ৫

নরহিতে হিংসি সহস্র কিরণে

রক্ষিলে, এতশে শচীরক্ষিত (১) । ৬

যথিলে তৎপরে কিবা ঘোরতর
বধিলে দিবায় দনুতনয়ে ; ৭

করিলে এমন প্রথর সমর
স্বর্গের ছহিতা মরিল ভয়ে (১) । ৮

উষা পূজনীয়া স্বর্গের ছহিতা
পিষিতা তাঁহারে করিলে তুমি ; ৯

ভগ্নরথা উষা অতিশয় ভীতা,
নামিয়া আসিলা তখন ভূমি । ১০

শকট তাঁহার বিপাশে পড়িল
চূর্ণীকৃত—তিনি সূদূরে স্থিত । ১১

সিন্ধুকে ধরায় সম্পূর্ণ-মলিল
প্রজ্জায় করিলে তুমি স্থাপিত । ১২

শুষ্কপুরী সব করিয়া পিষিত
করিলে তাহার ধন লুণ্ঠন ; ১৩

দাস কোলিতরে (২) গিরিপরিস্থিত,
শস্যরে করিলে অবহনন । ১৪

(১) সূর্য্যরূপ ইন্দ্রের উদরে উষার বিনাশ হয় ইহাই বোধ হয় এই
শব্দের অর্থ ।

(২) কোলিতরের অপত্য শস্যরে ।

পঞ্চশত আর সহস্রানুচর
 ছিল দাস বচি-চতুরদিকে
 শঙ্কু যথা করে বেষ্টন চকর,
 বধিলে হে ইন্দ্র ! তুমি তাদিগে । ১৫

শতক্রতু ইন্দ্র অগুর সন্ততি
 পরাবত্তে স্তোত্রে করিলা ভাগী ? ১৬

অস্নাত যত তুর্কশে শচীপতি
 করিলেন অভিসেকোপযোগী । ১৭

তুমি অবিলম্বে সরযুর পারে
 আর্ঘ্য অর্গ চিত্ররথে বধিলে (২) । ১৮

অন্ধ, পশু—বন্ধু তাজেছে বাহারে,
 তুমি তাহাদিগে, সূখে রাখিলে । ১৯

পাষাণের শত সংখ্যক নগর
 দিবোদাসে ইন্দ্র করিলে দান ; ২০

দভীতির জন্ত ত্রিশসহস্র
 দাসেরে করিলে নিদ্রিতবান্ । ২১

(১) আর্ঘ্যগণ ক্রমে সরযুতীর অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন ।
 কেবল আর্ঘ্যানাথ্যেই যুদ্ধ হইত এমন নহে । আর্ঘ্যে আর্ঘ্যে ও বুদ্ধের উল্লেখ
 এই ঋকে পাওয়া যায় । সরযুর অপর পারে আর্ঘ্য অর্গ ও চিত্ররথের বধের
 উল্লেখ এই ঋকে পাওয়া গেল ।

এ সমস্তে ইন্দ্র করেছ বিচ্যুত
গোপালক তুমি সম সকলে ; ২২

তব বল ইন্দ্র সামর্থ্য সংযুত
কে পারে হিংসিতে তোমার বলে ? ২৩

প্রদান করুন অর্থ্যমা তোমায়
মনোহর ধন, শক্রনাশক !

পুষা ভগ দেব করুণতী আর
দিউন সে ধন মনোহারক । ২৪

৪০ সূক্ত ।

১—৪ দধিক্রা (১) ৫ ইন্দ্র ।

বামদেব ঋষি ।

করিব আমরা স্তুতি বারম্বার

দেবতা দধিক্রাবার ।

উষাগণ সবে প্রেরণ আমাকে

করুন কন্ঠেতে তাঁর ॥

(১) অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা ।" সায়ণ ।

"Dadhikra or Dadhikravan...The sun under the type of a horse." • Wilson.

জল, অগ্নি, উষা, সূর্য্য, বৃহস্পতি
জিষ্ণু দেব আঙ্গিরস ।

এ সব দেবের ' করিব স্তবন
গাইব তাঁদের যশ ॥ ১

বসি দধিক্রাবা দেব গতিশীল,
পোষক, গাভীপ্রেমক ।

সূর্য্য উষাস্ন অন্ন বাসনার
লইয়া পরিচারক ॥

তিনি শীঘ্রগামী সত্য, বেগগামী
চাক্র লক্ষ্যগামী কিবা ।

অন্ন, বল, সর্গ করুন প্রদান
সবে দেব দধিক্রাবা ॥ ২

বিহঙ্গ যেমন বিহঙ্গ পশ্চাদে
করয়ে অনুগমন ।

সে রূপে সকলে করে দ্রুতগতি
দধিক্রাবানুসরণ ॥

শোন পক্ষীবৎ অতি দ্রুতগামী
দধিক্রাবা ত্রাণকর ।

তাঁর বক্ষ চতুর্দিকে আর সবে
করে গতি একতর ॥ ৩

গ্রীষাদেশে বহু বহু মুখে কক্ষে
সেই অশ্ব কি সুন্দর ।

দ্রুতপাদক্ষেপ

করিয়া বিস্তার

আসিছেন কি সম্বর ॥

যজ্ঞ অভিমুখে

সমধিক বেগে

আগমন দধিক্রার ।

সর্পবৎ বক্র

পথ অনুসারে

সর্বদা গমন তাঁর ॥ ৪

আকাশেতে হংস

অন্তরীক্ষে বসু

ঋত বেদিস্থলে হোতা ।

গৃহেতে অতিথি

নৃসঙ্গে বসতি

তিনি বরেণ্য দেবতা ॥

যজ্ঞস্থলে বাস

বোমেতে নিবাস,

জলে ও কিরণে জাত ।

ঋতেতে উদ্ভব

অদ্রিতে সম্ভব

তিনিই কেবল সত্য (১) ॥ ৫

(১) এই ঋকটি প্রসিদ্ধ হংসবতী ঋক । শুক্ল যজুর্বেদে ও দুই স্থানে এই ঋকটি আছে । ঐ বেদের টীকাকার মহীধর বলেন যে এই ঋকে পরব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে । কিন্তু পাঠক দেখিবেন, ঋকের কুত্রাপি পরব্রহ্মের কথার উল্লেখ নাই । তবে ঋত যে সকলত্র বিশ্বময় সেই কথা বলা এই ঋকের উদ্দেশ্য ইহাতে সন্দেহ নাই । সুতরাং ঋত শব্দের অর্থ কি বুঝিতে হইবে ।

“ঋতস্য সত্যাবশ্যভাবিনঃ কস্মফলশ্চ ।” সায়ণ ।

“ঋতমিত্যাদক নাম সত্যং বা” যাস্ক ।

“Max Mullar বিবেচনা করেন সূর্য্য ও চন্দ্র নক্ষত্রাদির নির্দিষ্ট গতিকে প্রথমে “ঋত” কহিত । পরে সেই গতি দ্বারা নির্দ্ধারিত যজ্ঞকে ঋত বলিত । অবশেষে ঋত শব্দের সাধারণ অর্থ নিয়ম বা ধর্ম্ম হইল ।”

৫৭ সূক্ত।

১—৩ ক্ষেত্রপতি (১)। ৪ শুন। ৫, ৮ শুনাসীর।

৬, ৭ সীতা। বামদেব ঋষি।

সহ ক্ষেত্রপতি অতি হিতকর,
করিব আমরা ক্ষেত্রের জয় ;
পুষিবেন তিনি গো-অশ্ব নিকর,
দেন তিনি হেন সুখ নিচয়। ১

ধেনু দেয় পয় যথা ক্ষেত্রপতি,
মধুময় পূত মাধুরীময় ;
দেও যততুল্য প্রভূত তেমতি
পয় পতিগণ ! হয়ে সদয়। ২

মধুময় হ'ক ওষধি নিচয়,
মধুময় জল আকাশান্তর,
হউন ক্ষেত্রের পতি মধুময়,
চরি পাছে তাঁর নিৰ্বিঘ্নান্তর। ৩

(১) ক্রতুঃ ক্ষেত্রপতিঃ প্রাহঃ কেচিদগ্নি মথা পরে।

যতস্ত্র এব বা কশিৎ ক্ষেত্রশ্চ পতিরুচ্যতে ॥ সায়ণ।

গৃহ সূত্রে লিখিত আছে যে, লাঙ্গল দিয়া চাষ করিবার পূর্বে এই সূক্তের
প্রত্যেক ঋক পাঠ করা কর্তব্য।

বলীবর্দ স্মৃথে, স্মৃথে আর নর,
লাঙ্গল করুক স্মৃথে কর্ষণ ;
বদ্ধ হ'ক স্মৃথে প্রগ্রহ নিকর,
প্রভোদ করহ স্মৃথে প্রেরণ । ৪

শুন সীর ! (১) জল সৃজিলে আকাশে,
আমাদের স্তব কর সেবন ;
তোমরা উভয়ে দয়ার প্রকাশে
সেই জলে কর ধরা সিঞ্চন । ৫

হে সীতে স্মৃভগে হও অভিমুখী ;
তোমায় আমরা বন্দনা করি ;
কর আমাদিগে ধনদানে স্মৃথী ;
স্মৃথী কর আর ফল বিতরি । ৬

করুন সীতাকে ইন্দ্র নিগ্রহণ ;
পুষাও করুন তাঁকে চালিতা ।
বৎসরে বৎসরে শষোর দোহন
পরম্বতী হয়ে করুন সীতা (২) । ৭

(১) শোনকের মতে শুন দ্বাদেবতা অর্থাৎ ইন্দ্র এবং সীর বায়ু । যাস্ক বলেন শুন বায়ু, সীর আদিত্য । সীর শব্দের আদি অর্থ লাঙ্গল “সীরানি” হলানি” মহীধর (গুরুষজুর্বেদ ১২ । ৬৮) রমেশ বাবু ইঙ্গিত করেন শুনসীর কৃষি কার্যের উপকরণদ্বয় ।

(২) “সীতা লাঙ্গল পদ্ধতি” মহীধর । সীতা অর্থে লাঙ্গল দ্বারা চিহ্নিত ভূমিতে রেখা ।

ফালে সুখে হ'ক ভূমির কষণ,
কৌনাশ, বলদ সুখে চলুক ।
মেঘ পরামৃত করুন সিঞ্চন,
শুনসীর ! দাও মোদিগে সুখ । ৮

পঞ্চম মণ্ডল ।

২৩ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । অত্রির পুত্র দ্যুম্ন ঋষি ।

শক্রজয়ী পুত্র দ্যুয়ে কর অগ্নে দান,
পরাক্রমে যে তনয় করি পরাজয়,
সমরে সকল লোকে বলে তেজীয়ান
উপার্জন করিবেক গৌরব অক্ষয় । ১

ওহে পরাক্রান্ত অগ্নে, অদ্বুত গোদাতা,
সত্যের স্বরূপ দেব তুমি অন্ন দাতা,
সৈন্য পরাজয়ে শক্র আমারে এমন
প্রদান করহ অগ্নে একটী নন্দন । (১) ২

(১) এই সূক্তে ঋষি একটী সৈন্য বিজয়ী পুত্র চাহিতেছেন । ঋষিরা সংসারী ছিলেন । এই সূক্তের দ্বারা বুঝা যায় ঋষির অর্থাত্ পুরোহিত সম্প্রদায়ের একটি বিভিন্ন জাতি হয় নাই এবং যোদ্ধা সম্প্রদায়ও একটি ভিন্ন জাতি হয় নাই । এ সময়েও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুটী স্বতন্ত্র জাতি নহে ।

ঋত্বিক সকলে করি কুশের ছেদন,
সমনেত হ'য়ে করে তোমা আকিঞ্চন ;
তুমি প্রিয় তুমি হোতা যজ্ঞের শালার ;—
যাচে নানাবিধ ধন তাঁহারা তোমায়। ৩

সেই লোকশ্রুত ঋষি বিশ্বের আশ্রয় ;
শক্রঘাতী বল তাতে হ'ক উপচয়,
দীপ্তি দাও আগাদের গৃহে দেব অগ্নে,
গৃহগুলি পূর্ণ হ'ক সে প্রদুর ধনে ;
প্রজলিত হও অগ্নে জলদ আগুনে ! ৪

২৮ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা ।

আত্রেয়ী বিশ্ববারা নাম্নী ঋষি (১) ।

আকাশে সমিধানন কি সুন্দর সমুজ্জল
উষার প্রকাশে শোভে মত্ততী প্রভায় ।
পূর্বমুখী বিশ্ববারা দেবগণে স্তুতি দ্বারা
তুষিতে আগত্না করে হব্যপাত্র ভায় ॥ ১

(১) এই সূক্তের ঋষি জ্ঞানেকা ব্রহ্মণী । অত্রি গোত্রীয়া বিশ্ববারা নাম্নী সেই ঋষি ।
ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা বা সংকলন করা স্ত্রীলোকের ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল না ।
এই সূক্ত দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে বিশ্ববারা ঋষি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খল
করিবার জন্ত ৩য় ঋকে অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন ।

হইয়! সমিধ্যমান অমৃত কর বিধান
 হব্যদাতৃ কল্যাণার্থ হও উপস্থিত ।
 থাক অগ্নে কাছে যার কি ধন নাহিক তার
 করে সে সম্মুখে তব আতিথা স্থাপিত । ২

মহা সৌভাগ্যের জন্মে শত্রুগণ দম অগ্নে
 হউক তোমার দীপ্তি আরো সমুজ্জ্বল ।
 দাম্পত্য সম্বন্ধানল কর দেব সুশৃঙ্খল
 নিজ বলে প্রতিহত কর শত্রুবল ॥ ৩

যখন সমিদ্ধ হও যদা পূর্ণদীপ্তি রও
 তব শ্রীর করি আমি তখন স্তবন ।
 ভ্রাম্ববা হইয়ে ন্তবে পূর্ণ কাম করি সবে
 যথা যোগ্যভাবে কর যজ্ঞ সুশোভন । ৪

সমিদ্ধ আহূত অগ্নে ! পূজ দেবগণে ।
 তুমি হব্যদাতা দেব পূজ তেকারণে ॥ ৫
 করহ অগ্নিতে হোম আরদ্ধ যজ্ঞেতে ।
 সেবা কর, বর তাঁকে হব্য বহনেতে (১) ॥ ৬

(১) এই শ্লোকটি ঋত্বিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে ।

৬২ সূক্ত (১) ।

১—৪ এবং ১১—১৬ মরুদগণ দেবতা ।

অন্যান্য ঋকে নানাবিধ নামের উল্লেখ আছে ।

শ্রাবাস্থ ঋষি ।

একে একে কে তোমরা শ্রেষ্ঠ নেতাগণ !

দূর হ'তে হেথায় করিলে আগমন ? ১

(১) “সায়নাচার্য্য বলেন একটি আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া এই স্তোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে । তিনি বলেন আগম পারদর্শিরা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রিবংশীয় অর্চনানাকে হোতৃ কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন । অর্চনানা পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বপুত্র শ্রাবাস্থের সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন । রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজমহিষী এই আপত্তি করিলেন যে, তাহাদের বংশে সকল কন্যারই ঋষিগণের সহিত বিবাহ হইয়াছে, অথচ শ্রাবাস্থ ঋষি নহেন ; সুতরাং তাহার সহিত কিরূপে বিবাহ হইবে ? এই আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় রাজা শ্রাবাস্থের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলে, শ্রাবাস্থ রাজকুমারী প্রাপ্তির আশায় কঠোর তপশ্রা আরম্ভ করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে একদা রাজা তরস্তের মহিষী শশীয়সীর নিকট উপস্থিত হইলেন । শশীয়সী শ্রাবাস্থকে সঙ্গ লইয়া পতি সমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে সমুচিত অতিথি সৎকার করিতে বলিলেন । অনন্তর শশীয়সী তাহাকে গোযুগ আভরণ প্রদান করিলে তরস্ত তাহাকে অভিলষিত ধন প্রদান করিয়া নিজ অনুজ পুরুষীস্থের নিকট প্রেরণ করিলেন । শ্রাবাস্থ গমন কালে পশ্চিমধ্যে মরুদগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সময় চিন্তে কৃতান্তলিপুটে তাহাদিগের স্তুব করিতে লাগিলেন । মরুদগণ তুষ্ট হইয়া তাহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিলেন ও তাহাদের প্রসাদে তিনি সূক্তস্রষ্টা হইলেন । অনন্তর রথবীতি ও তাহার মহিষী শ্রাবাস্থের সহিত রাজকুমারীর

তোমাদের অশ্ব কোথা ? বলগা কোথায় ?
 কিবা শক্তি ? কিরূপে বা চলিতেছ হায় ?
 পৃষ্ঠে আস্তরণ নাকি রজ্জু দেখা যায় । ২
 হইতেছে কশাঘাত অশ্বের জঘনে ;
 বিবৃত করিছে উরুদ্বয় যন্তুগণে,
 করে যথা নারীগণে পুর উৎপাদনে । ৩
 মর্ত্য হিতকারী ভদ্রজন্মা বীরগণ !
 অগ্নি তপ্তবৎ দৃষ্ট হতেছ কেমন ! ৪
 শ্রাবাস্থের স্তনু সেই তরন্তু রাজার
 বাধিলেন যিনি স্বীয় ভূজের লতায় ;
 সে মহিষী শশিরসী দিলেন আমায়
 গো অশ্ব ও শত মেঘ পশু সমুদায় ; ৫
 দেবতায় না পূজে, না করে বিতরণ,
 এহেন পুরুষ চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি হন । ৬
 বুঝেন ব্যথিত-ব্যথা, তৃষিতাকিঞ্চন,

বিবাহ দিলেন । পুরুষীহ, তরন্তু, শশীরসী, রথবীতি ও মরুদগণ তুষ্ট হইয়া
 শ্রাবাস্থকে বাহা প্রদান করিয়াছিলেন এই মন্ত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে ।

এইরূপ বৈদিক আখ্যানসমূহ হইতে উপলব্ধি হয় যে তৎকালে ঋষি ও
 ঋত্বিকগণের সহিত রাজকন্യാগণের বিবাহে কোন বাধা ছিল না । ঋষি ও
 ঋত্বিকগণের একটি ভিন্ন জাতি “ (অর্থাৎ caste) সঙ্গঠিত হয় নাই । ”
 রমেশ বাবুর টীকা ।

ধনার্থীরে দেন ধন দেবতায় মন ! ৭
 তাঁহার পতির গুণ স্তবের অতীত ;
 সকল সময়ে যার দান এক মত । ৮
 এ শ্রাবাশ্বে যে যুবতী পথ প্রদর্শন
 কবিয়াছিলেন হয়ে হরষিত মন !—
 তাঁর দত্ত লাল দুই অশ্ব নিল মোরে
 দীর্ঘযশা বিজ্ঞ পুরুষীস্থ রাজদ্বারে । ৯
 দিলেন সে বিদদশ্বি মোরে ধেনু শত
 আর বহুমূল্য ধন তরন্তুর মত । ১০
 শুনিছেন মরুদগণ সোমপানে রত
 আসি বেগগামী অশ্বে স্তব করি যত । ১১
 স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত যাদের প্রভায়
 শোভেন রথেতে যার সূর্য্য সম ভায় ; ১২
 নিত্য সে মরুদগণ তরুণ উজ্জল ;
 রথাক্রুড়, অনিন্দ্য রূপেতে সমুজ্জল,
 দুর্দম তাঁদের গতি শোভন কেবল । ১৩
 যাহাদের ভয়ে শত্রু হয় কম্পবান,
 নিষ্পাপ করেন যারা জলের বিধান।
 যেখানে সে মরুদগণ হন উল্লাসিত,
 কে জানে সে স্থান আছে কোথা অবস্থিত ? ১৪
 স্তবপ্রিয় তোমাদিগে এহেন স্তবন
 যে করে তাঁহারে কর স্বর্গতে বহন !

করিলে যজ্ঞেতে তোমাদের আবাহন
 সে আহ্বান তোমাদের পরশে শ্রবণ । ১৫
 শক্রঘাতী, ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, পূজনীয় !
 দাও আমাদিগে তবে ধন বাঞ্ছনীয় । ১৬
 হে রাত্রি ! আমার স্তব করহ বহন
 দার্ত রথবীতি কাছে ; বহয়ে যেমন
 রথী, তথা বহ মম এসব বচন । ১৭
 সোম যজ্ঞ শেষ হ'লে হইয়া আমার
 বলিবে রথবীতিকে এই সমাচার !—
 হয় নাই হীন কিছু মম কামনার ! ১৮
 গোমতীর তীরে (১) ধনবান্ রথবীতি
 পর্ব্বতের প্রান্তে গৃহে করেন বসতি । ১৯

৮৫ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । অত্রি ঋষি ।

বিস্তৃত সম্রাট ধন্য গাও বরুণের জন্য
 মহৎ গভীর ব্রহ্ম প্রিয় মনোহর ।
 পশু হস্তা চন্দ্র যথা তিনি গৃথিবীকে তথা
 করেন বিস্তৃত সূর্য্য নিমিত্তে সুন্দর ॥ ১
 বিস্তৃতাস্তরীক্ষ বনে, বাজদত্ত (২) বাজিগণে,
 ধেনুতে সঞ্চিত পর কুপার যাহার ।

(১) রমেশ বাবু অনুভব করেন এই গোমতী অযোধ্যা প্রদেশস্থ গোমতী
 নদী এবং ঐ পর্ব্বত প্রান্ত হিমালয় পর্ব্বতের প্রান্ত । (২) বাজ—বল ।

হৃদে ক্রতু (১) জলে' নল, দিবে সূর্য্য সমুজ্জ্বল,

পৰ্বতেতে সোমলতা সৃজন তাঁহার ॥ ২

রোদসী (২) অন্তর (৩) জগ, করিলেন মেঘনিয়

ছিদ্রযুক্ত, তাহাতেই আদ্র ধরাতল ।

যব শস্ত্রে বৃষ্টি যথা, ভূমি সিক্ত করি তথা

সমস্ত ভুবন রাজ্য করেন শীতল ॥ ৩

বৃষ্টিরূপ হৃদ্য যদা হুহিলে হইল তদা,

জলে পৃথ্বী স্বর্গ অন্তরীক্ষাভিসিঞ্চন ।

ভূধর শিখরচয়, ঘনঘটা শোভাময়,

শ্লথ করিলেক মেঘে বীর মরুদগণ ॥ ৪

অমুর বক্রণ মায়া, অতি মহীয়সী যাহা

আমি তাহা করিতেছি ঘোষিত জগতে ।

অন্তরীক্ষে দাঁড়াইয়ে, সূর্য্যমানদণ্ড দিয়ে

পৃথিবীর পরিমাণ কৃত যাহা হ'তে ॥ ৫

কবিতম দেব-মায়া, কেহ নাহি পারে যাহা

খণ্ডন করিতে ; তাঁর প্রভাব বশতঃ

গুহা বারি প্রবাহিনী, নদীগণ সঞ্চারিণী

একটি সমুদ্র নায়ে করিতে পূরিত (৪) ॥ ৬

(১) ক্রতু—সংকল্প । (২) রোদসী—দ্যাৱা পৃথিবী (৩) অন্তর-অন্তরীক্ষ ।

(৪) “সায়ণ বলেন পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল বক্রণের নহে, ইহা ঈশ্বরের কার্য্য, বক্রণ বা অন্ত্যান্ত রূপধারী ঈশ্বরের কার্য্য । সায়ণ বোধ হয় পুরাণের

যদি কদাচিৎ দাতা, মিত্র বা বয়স্য ভ্রাতা
 প্রতিবেশী অথবা মূকের প্রতি কভু
 করে থাকি অপরাধ শ্লথ করি পাপবাধ
 মুক্ত কর আমাদিগে হে বরুণ প্রভু । ৭
 পাশ ক্রীড়কের গ্রাস, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে হার
 করে থাকি যদি কোন পাপ প্রবঞ্চনা !
 শ্লথ বন্ধ হতে যথা, তাহা হতে মুক্ত তথা
 কর, তব প্রিয় হয়ে পুরাই বাসনা । ৮

ষষ্ঠ মণ্ডল ।

৪৬ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি ।
 স্তোতা ঋগ্বেদে সবে অন্নের কারণ
 করিতেছি, ইন্দ্র ! তোমা আবাহন ;

কথা ভাবিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। প্রকৃতির বিস্ময়কর কার্য্যপরম্পরা
 দেখিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ বরুণ ইন্দ্রাদি দেবের অনুভব করেন, পরে সেই
 কার্য্য পরম্পরার ঐক্য সম্বন্ধ দেখিয়া এক ঈশ্বরের অনুভব তাঁহাদের হৃদয়ে
 উদয় হয়। যিনি সূর্য্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ লয়েন (৫ম ঋক) তিনিই
 নদী সকলকে এক মহাসমুদ্রে প্রেরণ করেন অথচ সে মহাসমুদ্র কখন পরিপূর্ণ
 হয় না (৬ষ্ঠ ঋক) তিনি মনুষ্যের পাপ বিনষ্ট করেন ও অপরাধ খণ্ডন
 করেন (৭ম ও ৮ম ঋক) এই সকল চিন্তা করিয়া বরুণের স্তুতিপরায়ণ ঋষি
 এক ঈশ্বরের অনুভব করিয়াছেন। ঈশ্বর ভিন্ন, বরুণ ভিন্ন, ঈশ্বর বরুণের রূপ
 ধরেন, এ সকল পৌরাণিক কল্পনা, ঋগ্বেদের চিন্তা নহে।" রমেশ বাবুর
 টীকা।

তুমি রক্ষা কর যত সাধুগণে,
শত্রুজয়ে তোমা ডাকে তেঁকারণে,
আশ্ব্যরণে অরি করিতে নিধন । ১

চিত্র বজ্র হস্ত ! বিজয়ী যে রণে
অন্নদান তাঁরে করহ যেমনে,—
আমাদের স্তবে হইয়ে প্রসন্ন
গাভী রথ অশ্ব বহনের জন্য,—
দাও শত্রুহন্তা মঘবা ! তেমনে । ২

শত্রুহা যে ইন্দ্র সর্বতো দর্শন,
আমরা তাঁহাকে করি আবাহন ;—
হে সহস্রমুখ (১) বহুধন পতে !
আমাদিগে সৎপুত্র ! সমরেতে,
কর ইন্দ্র দেব ঋকি বিতরণ ॥ ৩

যথা-উক্ত ঋকে সেইরূপ ধর,
মহাক্রোধে রণে শত্রুবল হর ;
যাহাতে আমরা ভাস্করে ও জলে
দেখিবারে পাই সন্তান সকলে,—
আমাদিগে রণে হেন রক্ষা কর । ৪

(১) “ হে সহস্রমুখ সহস্রশেফ যাং কাক্ষস্থিয়ং সন্তবশ্চিন্ত্রঃ ভোগ
লোলুপতয়া স্বশরীরে পর্কণি পার্কণি শেকান্ সনজোতি কোষীতকিভি রাস্নাতঃ
তদভিপ্রাণেনেদং সংবোধনং ।” সায়ণ ।

কিবা বজ্রপাণি অস্ত্রুত তোমার !
 কি সুন্দর শিপ্র, কেমন আকার !
 অতি পুষ্টিকর, শ্রেষ্ঠ, ওজস্বর
 যে অগ্নে পালিত পৃথিবী ও স্বর্ ;
 আন সেই অগ্ন বলের আধার । ৫

তুমি শত্রুজয়ী, বলিষ্ঠ দেবতা,
 তুমি দীপ্তিমান, তুমি রক্ষাকর্তা ;
 অখিল পিকনে (১) করহ ব্যাখিত
 লিখিল অমিত্রে করহ সৃজিত ;—
 ডাকি তাই তোমা ইন্দ্র গৃহদাতা । ৬

যে বল যে ধন আছে মানবেতে,
 আছে যে অগ্ন বা পঞ্চক্ষিত্তে, (২)
 হে ইন্দ্র ! মহৎ বল সহকারে
 দাও সে সকল আমা সবাচারে,
 প্রীত হ'য়ে দেব ! মোদের স্তুতিতে । ৭

শত্রুর সংহার যাহাতে সমরে
 করিতে আমরা পারি অকাতরে,

(১) “ পিকনা পিকনানিরক্ষাংসি পিহিতং অব্যক্তং শকরস্তু ইতি । ”
 সারণ ।

(২) পঞ্চক্ষিতি সম্বন্ধে ১ম মণ্ডল ৭ সূক্তের টীকা দেখ ।

তাই তক্ষু, দ্রহ পুরুষ সমস্ত
বল আমাদিগে দাও বজ্রহস্ত ! ১
ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ইন্দ্র ! দয়া ক'রে । ৮

হে ইন্দ্র ! করহ শরণ প্রদান
স্বস্তিমচ্ছাদক, ত্রিধাতু নির্মাণ ;—
ত্রিবিক্রথ যাহা,— হব্যধন জনে,
আমাকেও দাও ! দয়া বিতরণে ;
দূর কর বৈরাযুধ দীপ্তিমান (১) । ৯

উৎপীড়ন করে ধৃষ্টতা বশত,
গোহরণ জন্ত শত্রুতায় রত,—
হে ইন্দ্র ! মঘবন্ তুমি হয়ে স্তবে,
সে সকল শত্রু হতে আমি সবে
রক্ষিতে নিকটে হও সমাগত । ১০

সমৃদ্ধি বিধানে অথ এইরূপে
অনুকূল হও দয়া বিতরণে ;
দীপ্ত, পক্ষ যুক্ত শত্রু-শর যদা

(১) মূলে ত্রিধাতু ও ত্রিবিক্রথ শব্দ আছে । সাধারণ ত্রিধাতু অর্থে ত্রিভুমিকাং করিয়াছেন এবং ত্রিবিক্রথং অর্থে ত্রয়াণাম্ শীতাতপবর্ষাবরকং করিয়াছেন । কিন্তু রমেশ বাবু তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই । আমি একমুখ মূলের দুটি শব্দই রাখিয়া দিলাম ।

উড়ে পড়ে তীক্ষ্ণ ভাবে, ইন্দ্র ! তদা
রক্ষা কর তাঁকে যিনি নেতা রণে । ১১

তাজি প্রিয়তম পৈতৃক আলয়,
শূরগণ নিজ দেহ যে সময়
তাজিবারে যায় সমর-অঙ্গনে ;
সমুত্ত মোদিগে রক্ষিও তখনে ;
অজ্ঞাত কবচে, শত্রু করি ক্ষয় । ১২

কুটিল প্রদেশে যথা ধায় দ্রুত
আমিষ ভোজনে শৌন পক্ষী কত ;
সেইরূপ মহা সমর-সময়ে,
অসমান মার্গে তুরঙ্গ নিচুষে
প্রেরণ করহ আমাদের যত । ১৩

সত্য বটে অশ্ব ভরে করে রব,
তবু ধায় যথা ধায় নদ সব ;—
আমিষার্থে যথা ধায় পক্ষিগণ
ধেনু লাভে তথা করি আবর্তন
কক্ষে বদ্ধ অশ্ব ধায় দ্রুতজব (১) ॥১৪

(১) যুদ্ধ সময়ে অশ্বের যেরূপ ব্যবহার হইত ১৩ ও ১৪ শ্লোকে তাহার
বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে ।

৬১ সূক্ত।

সরস্বতী দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

• যেই দেবী সরস্বতী করিলেন অবিরতি
 দানকুণ্ড স্বার্থপর পণিকে (১) আহার।
 পাইলেন ঋণচ্যুত দিবোদাসে বেগযুত
 বধূশ্ব নামক দাতা রূপায় তাঁহার।
 সরস্বতি ! এই দান মহৎ তোমার ! ১
 মৃণাল ধনন করে সে যথা কর্দ্দম খোঁড়ে
 খুড়িয়া ভাঙ্গেন এই দেবী সরস্বতী
 প্রবল বেগ তরঙ্গে কত শত গিরি শৃঙ্গে,
 রক্ষার্থে আমরা তাঁর যজ্ঞে করি স্তুতি ;
 উভকুল দিনশ্রিনী দেবী সরস্বতী । ২
 দেব নিন্দগণে হত করিয়াছ, সর্বতত

(১) পণিঃ নামক অশুরেবা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিল। ইন্দ্র মরুৎগণের সাহায্যে তাহা উদ্ধার করিয়া-
 ছিলেন। গাভীগণের অনুসন্ধানে দেব কুকুরী সরমাকে পাঠান হইয়াছিল :
 সরমা অশুরগণের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সকল অবগত হইয়া আসিয়া
 বলিয়াছিল। সায়ণ। কিন্তু মোক্ষমূলর বলেন সরমা উষার একটি নাম
 গাভী সূর্য্যারশ্মি ও পণিঃ অন্ধকার। উষার সহায়তায় অন্ধকার ক্রুদ্ধ
 আলোকের পুনরুদ্ধারই দেবগণের গাভী হরণ ও উদ্ধার বৃত্তান্তের অন্তর্লীন
 প্রাকৃতিক ঘটনা। মোক্ষমূলর ইহাও বলেন যে, ট্রয় অবরোধও এই প্রাকৃতিক
 ঘটনার বর্ণনামাত্র। তাহার মতে সরমা Helena, পনিস Paris, ব্রসেস
 Breeses ইত্যাদি।

মায়াবী বৃসরপুত্রে (১) হত সরস্বতি !

প্রদান করেছ তুমি ;

মানব সকলে ভূমি

প্রদান করেছ আর বারি অন্নবতি ;

দয়া করি তাহাদিগে দেবী সরস্বতী ।

করুন অন্তে তৃপ্ত দেবী অন্নবতী

স্তোতৃগণে সদয়ে অবিদ্রী সরস্বতী । ৪

ইন্দ্র সম তব স্তব করে যেই জন ;

রক্ষ তারে ধন লোভে যুঝে সে যখন । ৫

হে অন্নশালিনি ! রণে করহ রক্ষণ

পুষাবৎ আমাদিগে দাঁও ভোগাধন । ৬

শত্রু সংহারিণী সেই ঘোরা সরস্বতী

শুন হিরণ্যরথ আমাদের স্তুতি । ৭

বার জলবর্ষী বেগ অনস্তাহিংসিত ;

মহারবে ধায় দীপ্তপ্রভ অবারিত । ৮

(১) সাধারণের মতে বৃসর ভৃষ্টার একটি নাম এবং তাহার দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও বৃত্র । বিশ্বরূপ নামে ভৃষ্টার এক পুত্রের উল্লেখ ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে আছে ; কিন্তু বৃত্র নামে ভৃষ্টার কোন পুত্রের উল্লেখ উহাতে পাওয়া যায় না । বৃসরসম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বাহা বলিয়াছেন, বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত ও তাহাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন ।

আনুন সে দেবী যথা সূর্য্য আনে দিনে,
শক্রগণ ধ্বংসিয়া আপন ভগ্নিগণে ! ৯

সুসেবিতা প্রিয়া সপ্ত স্বসা (১) সরস্বতী ;
তাঁহাকে সতত যেন করি মোরা স্তুতি । ১০

পূর্ণ এ বিশাল পৃথিবী স্বর্গ তেজে য়ার ;
নিদকের হস্তে তিনি করুন উদ্ধার । ১১

পঞ্চশ্রেণী (২) হিতৈষিণী ত্রিলোকব্যাপিনী
যুদ্ধে যুদ্ধে হ'ন হব্য সপ্তধাতু তিনি । ১২

মাহাত্ম্যে ও মহিমায় যিনি সুপ্রসিদ্ধা হায়
নদীগণ মধ্যে যিনি অতি বেগবতী ;
যিনি হ'ন রথ মত , শ্রেষ্ঠগুণে অলঙ্কৃত
জ্ঞানি স্তোতৃ স্তুত্যা তিনি দেবী সরস্বতী ! ১৩
আমাদিকে সরস্বতি নেও দেবি বসু প্রতি ;
করিওনা হীন ; বেশী জলে উৎপীড়িত ;
আমাদের সখা গৃহ সেবা করি হেথা রহ
অপকৃষ্ট স্থানে যেন না হই প্রেরিত । ১৪

(১) সপ্তনদী ।

(২) "Five tribes" সরস্বতী তীরস্থ পঞ্চ শ্রেণীর মনুষ্য । ১ মণ্ডলের
৭ স্তকের টীকা দেখ ।

৭৫ সূক্ত ।

১ বর্ষ । ২ ধনুঃ । ৩ জ্যা । ৪ আত্মী । ৫ ইষুধি ।
 ৬ সারথি ও রশ্মি । ৭ অশ্ব । ৮ রথ । ৯ রথগোপগণ
 ১০ স্তোতা, পিতা, সোম্য, ছাবাপৃথিবী ও পুষা ।
 ১১, ১২, ১৫, ১৬ ইষু । ১৩ প্রতোদ । ১৪ হস্তম্ব ।
 ১৭ যুদ্ধভূমি, ব্রাহ্মণম্পতি এবং অদিতি । ১৮ কবচ,
 সোম ও বরুণ । ১৯ দেবগণ ও ব্রহ্মা (১)

ভরদ্বাজের পুত্র পায়ু ঋষি ।

যখন সমরে বর্ষা করেন গমন,
 শোভেন তখন তিনি জীমূতের প্রায় ।
 বিজয় অবিক্র দেহে ব্রহ্ম সাধন,
 বর্ষের মহিমা শূর ! রক্ষুন তোমায় । ১
 আমরা ধনুর দ্বারা করিব গো জয়
 যুদ্ধ জয় তীব্র শত্রু করিব হনন ;
 করুক ধনুতে অরি কামনা বিলয় ;
 ধনুতে সর্বত্র জয় করিব সাধন । ২
 এই জ্যা ধনুর, যুদ্ধে পার করিবারে,
 কণ কাছে আসে যেন প্রিয় সম্ভাষণে ;

(১) “যুদ্ধ যাত্রাকালে রাজাকে বর্ষাদি পরিধান করাইবার সময়ে এই
 স্তোত্রগুলি উচ্চারণ করাইতে হয় ।”

আলিঙ্গিতা পত্নী যথা পতিকৈ আদরে

জ্যা তেমন সমাদরে বাণে আলিঙ্গনে। ৩

আত্মিহয় (১) মনস্বিনী রমণীর মত,

মাতা যথা পুত্রে তথা শত্রু আক্রমণে;

রক্ষুক, স্বকার্য্য সব হ'য়ে অবগত,

হানুক হিংসিয়া সব রাজামিত্রগণে। ৪

বহু বাণ-পিতা, এর পুত্র বহুতর

ভূগীর সংগ্রামে আসি চিন্মা শক করে ;

পৃষ্ঠেতে নিবদ্ধ থাকি প্রসবিয়া শর

শত্রুর সমস্ত সেনা বধয়ে সমরে। ৫

রথে চাড়ি যথা ইচ্ছা তথা লয়ে যায়,

সুসারথি তুরঙ্গমগণে পুরঃস্থিত ;

রশ্মি সব তাহাদের পাছে পাছে ধায় ;

অতএব তাঁদের গাও মহিমা সঙ্গীত। ৬

বৃষপাণি (২) অশ্ব বেগে রথ সহ ধায়

তীব্র শক করে, ধূলি উড়াইয়া চলে ;

পলায়ন নাহি জানে, হানে পদ ঘায়,

হিংসাপূর্ণ শত্রুগণে অমিত্র সকলে। ৭

রাজার কবচাযুধ যাহাতে নিহিত,

সে রথের ধন তাঁকে করুক বর্জন,

আমরা সকলে শূদ্র প্রকৃতিত চিত,
 করি সে সুখের রথ সমীপে গমন । ৮
 শত্রুর সুস্বাদু অন্ন মিত্রে করে দান
 রথের রক্ষকগণ বিপদে আশ্রয় ;
 গভীর, বিচিত্রসেন, বীর, শক্তিমান,
 মহান, সবাণ, ধীর, অরাতি-বিজয় । ৯
 স্তোত্রগণ ! পিতৃগণ ! ঋত সোম্যগণ !
 নিষ্পাপ দ্যাবাপৃথিবী ! করহ মঙ্গল ;
 হরিত হইতে পুষা করুন রক্ষণ,
 ঈশ যেন নাহি হয় পাপ শত্রু দল । ১০
 সুপর্ণ বসন যার মৃগ যার দাঁত,
 গো-সন্নদ্ধ (১) হ'য়ে যেন প্রেরিত, পতিত ;
 যেথা নেতাগণ চরে পৃথকু একসাথ,
 সেথা সুখদান কর, শরগণ যত । ১১
 আমাদের বর্জন করহ ওহে বাণ ;
 হ'ক আমাদের তনু পাষণের মত ।
 করুন মোদের হয়ে সোম স্তব গান
 শস্য দিন আমাদের অদিতি নিয়ত । ১২
 অশ্বের শকৃথিতে করে হে কশে ! আঘাত
 প্রচেতা সারথিগণ তোমার দ্বারায় ;

(১) গভীর স্নায়ু দ্বারা ধনুর জ্যা প্রস্তুত হইত । মৃগ শৃঙ্গ দ্বারা বাণের শিরোভাগ প্রস্তুত হইত ।

জ্বনেও হয় পুনঃ প্রত্যাদ সম্পাত ;

রণেতে প্রেরণ কর অশ্ব সমুদায় । ১৩

জ্যার ঘাত নিবারণ করি নিরন্তর,

অহিবৎ প্রকোষ্ঠকে করয়ে বেষ্টন

হস্তর (১), সমস্ত জাত, পুরুষত্বধর,

সর্বতঃ পুরুষবীরে করে সংরক্ষণ । ১৪

আলাক্তা (২) অয়সমুখী ইন্দ্রদেবতায়,

যাহার শিরেতে হিংসা করে অনিবার,

পর্জন্ত দেবের রেত (৩) যাহাকে জন্মায়,

সে বৃহৎ দেবতায় করি নমস্কার । ১৫

• হে ইষু ! ব্রহ্মসংশিতে ! সংহার কুশলে !

বিস্ফুট পতিত হয়ে শত্রুর সংহার

করহ, বধহ যত অমিত্র সকলে ;

কেহ যেন অবশিষ্ট নাহি থাকে আর । ১৬

বিশিখ কুমারবৎ যেখানেতে বাণ

পতিত, ব্রাহ্মণস্পতি অদিতি তথায়,

(১) ধনুর জ্যাঘাত হইতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে চর্ম্ম বন্ধন করা হইত তাহার নাম হস্তর ।

(২) আলাক্তা—বিবাক্তা । (৩) পর্জন্ত বা বর্ষাদেবের সহায়তায় যে শর গাছ জন্মে তাহা হইতে বাণ প্রস্তুত হয়

আমাদিগে সুখ তাঁরা করুন প্রদান ;

করুন তাঁহারা সুখদান সর্বদায় । ১৭

বর্ষেতে তোমার বর্ষ করিব চ্ছাদন,

করুন অমৃতে সোমরাজা আচ্ছাদিত ;

করুন বরুণ শ্রেষ্ঠ সুখ বিতরণ,

হউন দেবতাগণ জয়ে প্রমোদিত । ১৮

আমাদের প্রতি যেবা নহে হৃষ্টচিত্ত,

দূর হতে আমাদিগে যেবা হিংসা করে ;

সকল দেবতা তারে করুন ব্যথিত ;

ত্রক্ষত আমার বর্ষ নিবारे যে শরে । ১৯

সপ্তম মণ্ডল ।

৩৬ সূক্ত ।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

বজ্রালয় হ'তে স্তোত্র করুক গমন ;

সূর্যের রশ্মিতে হয় সলিল সৃজন ;

পৃথিবী বিস্তারি সান্নু আছেন ব্যাপিয়া ;

অগ্নি পৃথ্বী-অবয়বে আছেন জলিয়া । ১

করিতেছি হে অনুর মিত্র ও বরুণ !

অন্ন তুল্য তোমাদের স্তবন নূতন ;

করেন বরুণ প্রভু স্থানের স্বজন ;
 সুর্যমান্ মিত্র হ'তে জাত ভূতগণ । ২
 চারিদিকে বাতগতি কিবা শোভা পায় ;
 বৃদ্ধি প্রাপ্ত ক্ষীরদায়ী ধেনু সমুদায় ;
 মহান্ ও দ্যোতমান্ আদিত্য-আলয়ে,
 শব্দ করে অন্তরীক্ষে পর্জন্ত নিচয়ে । ৩
 তব প্রিয় হরিদয়ে,—গতি কি সুন্দর !—
 রথে যুক্ত করে স্তবে, ইন্দ্র শূরবর !
 অর্যমা হিংসক কোপ করেন ধারণ ;
 তাই সে সুকর্মা দেবে করি আবর্তন । ৪
 যজ্ঞ পরায়ণ গণ অন্নযুক্ত হয়ে,
 যাচেন সখ্যতা তাঁর বসি যজ্ঞালয়ে ;—
 অন্ন দেন নেতৃগণে তুষ্ট হয়ে স্তবে,
 শ্রেষ্ঠ নমস্কার মম সেই রুদ্রদেবে । ৫
 কামদুহা সূধারা নিম্নগা সব ধায়,
 সিন্ধুমাতা, সরস্বতী সপ্তমী যাহার ;
 স্বস্বজলে প্লবমানা হয়ে অন্নবতী,
 যুগপৎ আসুন তাঁরা কাম্যা ক্রতগতি (১) । ৬

(১) ঋগ্বেদে অনেক স্থানে সপ্তনদীর উল্লেখ আছে। এই ঋকে সিন্ধু-
 নদীকে মাতা ও সরস্বতীকে সপ্তম স্থানীয়া বলা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়
 সিন্ধু সরস্বতী এবং সিন্ধুর পঞ্চাশা এই সাতটি নদীকেই সপ্তনদী বলা
 হইয়াছে। ৩

করুন সবেগ হৃষ্ট মরুৎ সকল
 আমাদের যজ্ঞ আর পুত্রের মঙ্গল ;
 চলন্তী বাগ্দেরী যেন অন্ত্র না যান ;
 করুন তাঁহারা উভে ধনের বিধান । ৭

অসীমা মহীকে হেথা কর আবাহন ;
 পুষায় যজ্ঞার্হ বীরে কর নিমন্ত্রণ ;
 এসব কর্মের রক্ষয়িতা দেব ভগে,
 দানশীল পুরন্ধি বাজকে (১) ডাক যজ্ঞে । ৮

মরুৎগণ স্তন সবে এসব স্তবন ;
 গন্তুপাণি বিষ্ণুকেও সেই নিবেদন ;
 এ স্তোতা প্রজাকে কর অন্ন বিতরণ ;
 স্তুতিদানে আমাদের করহু পালন । ৯

৮-৩ সূক্ত ।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

হে ইন্দ্র বরুণ ! নেতা তোমরা উভয় !
 তোমাদের আত্মীয়তা করিয়া আশ্রয়,
 গোলাভ আশায় পৃথু-পশু (২) যোদ্ধৃগণ,
 পূর্বদিকে সবে তাঁরা করিলা গমন ;

(১) বাজঃ ঋতুনামমৃতমং দেবং । সায়ণ । বাজ দেব ঋতুগণের অন্ততম ।

(২) পশু—একপ্রকার কাস্তে ।

হত কর বৃত্র দাসে আর আৰ্য্যগণে (১)।

এস হেথা সুদাস রাজার সংরক্ষণে। ১

যেখানে মানবগণ ধ্বজা উড়াইয়া

মিলিত সকলে হয় যুদ্ধের লাগিয়া ;

যেখানেতে কিছুমাত্র নহে অনুকূল ;

শূত্র দেখে দূতগণ হইয়া আকুল ;

ভয়াবহ সে সংগ্রামে ইন্দ্র ও বরুণ !

আমাদের পক্ষ হয়ে ঢকথা বলুন। ২

ভূমি-অন্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হতেছে লক্ষিত ;

হইতেছে কোলাহল দ্যালোকে উথিত ;

* জনগণ-শত্রু সব মম সন্নিহিত ;

হতেছে বরুণ ইন্দ্র, যুদ্ধ উপস্থিত ;

হবন শ্রবণকারী তোমরা উভয় ;

কাছে এস, রক্ষা কর, হইয়া সদয়। ৩

হে ইন্দ্র বরুণ ! ভেদে পা'য়া নাহি যায় ;

আয়ুধ প্রহারে তবু বধিলে তাহায়।

করিলে আপদ দূর সুদাস রাজার,

শুনিলে তোমরা উভে তুংসু সবাচার

(১) সুদাস রাজার আৰ্য্য ও অনাৰ্য্য উভয়বিধ শত্রু ছিল।

স্তব সব ; যুদ্ধ কালে হইলে সদয় ;
ইহাদের পৌরহিত্যে হ'ল ফলোদয় । ৪

হে ইন্দ্র বরুণ ! আৰ্য্যায়ুধ চারিদিকে
করিতেছে জালাতন আমা সবাদিগে ;
তাহাদের মধোতে অগ্রেতে আসে যারা
আমাদিগে জালাতন করেই ত তারা ।
স্বর্গীয় পার্থিব উভ ধনের ঈশ্বর !
তোমরা উভয়ে আমাদিগে রক্ষা কর । ৫

যখন উভয় পক্ষে বাঁধে ঘোর রণ,
তোমাদের উভয়কে করে আবাহন ;—
বসু লোভেই ইন্দ্র ও বরুণে স্তুতি করে,
রক্ষিলে সূদাসে যবে এ হেন সমরে ;
তখন সূদাস দশরাজ-নির্বাধিত ;—
রক্ষিলে তাঁহাকে যত তৃৎসুর সহিত । ৬

যজ্ঞহীন দশ রাজা হইয়া মিলিত,
নারিলা সূদাসরাজে করিতে বিজিত ;
বরুণ সফল হ'ল নেতৃগণস্তব,
হব্যযুক্ত যজ্ঞে গীত হইল যে সব ;

সেই সব স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবগণ
করিয়াছিলেন আসি যজ্ঞ সুশোভন । ৭

যে দেশেতে তুংসুগণ শ্বেতাঞ্চল পরি,
অন্ন দ্বারা স্তোত্র দ্বারা পরিচর্যা করি,
জটোধারী যজ্ঞস্থলে শোভেন ধামান্ ;—
সে দেশে সুদাসে বল করিয়া প্রদান,
তোমরা বরুণ ইন্দ্র দশরাজাক্রমে
রক্ষিলে তাঁহাকে কিবা ঘোর পরাক্রমে । ৮

হে ইন্দ্র বরুণ ! একে নাশ শত্রুগণে ;
ব্রত সব রক্ষা কর অশ্রুতর জনে ;
• তোমরা উভয়ে কর অভীষ্ট বর্ষণ ;
সুপ্রবৃত্ত স্তবে তাঁহা করি আবাহন ;
এস হেথা, যজ্ঞশোভা করহ বর্দ্ধন ;
আমাদিগে কর দোহে সুখ বিতরণ । ৯

আমাদিগে ইন্দ্র মিত্র অর্য্যমা বরুণ
ছোতমান্ ধন সবে প্রদান করুন ;
প্রদান করুন গৃহ বিস্তীর্ণ মহান্ ;
ঋতহিতা অদিতির তেজ জ্যোতিষ্মান্
না করে মোদের যেন অনিষ্ট সাধন ;
সবিতৃ দেবের মোরা করিব স্তবন । ১০

বেদসংহিতা ।

৮৬ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ট ঋষি ।

স্তব করিলেন যিনি বিস্তীর্ণ রোদসী (১) তিনি

বরুণ, তাঁহার জন্ম মহিমা-পূরিত ।

বৃহৎ আকাশ তারা, প্রেরিত ঐহার দ্বারা

ঐহার কর্তৃক ভূমি হয়েছে বিস্তৃত ॥ ১

আপন শরীরে কবে, বন্দিব তাঁহারে স্তবে

থাকিব তাঁহার আমি নিকটে কখন ?

হৃদয়ে ক্রোধ রহিত, হইবে হব্য জুযিত

সুমনা হইয়া তাঁকে করিব দর্শন ? ২

বরুণ দিদ্ক্ষু হয়ে, সেই পাপ কথা লয়ে

তোমার নিকটে প্রশ্ন করি উপস্থিত ।

জিজ্ঞাসিনু বিজ্ঞ লোকে, সকলেই এক বাক্যে

বলেছেন তব প্রতি বরুণ কুপিত । ৩

হেন গুরু পাপ আমি কি করেছি মিত্রে তুমি

স্তোতায় করিতে হত করেছ মনন ।

চক্ষু ও তেজিয়ান করহ অভয় দান

তব কাছে নতশিরে করি আগমন । ৪

পাপ পিতৃক্রমাগত, অথবা স্বতমুকৃত,

সকল হইতে মুক্ত করহ রাজন !

(১) দ্যাবা পৃথিবী ।

পশুতপ চৌর গ্রায়, দামবন্ধ বৎস প্রায়
পাপ হ'তে বসিষ্ঠকে কর বিমোচন । ৫

নিজের নহে সে দোষ, কৃত তাহা, ত্যজ রোষ,
ভ্রম, সুরা, মনুষ্য, দ্যাত, অজ্ঞান বশতঃ,
কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ দোষে পাপ করে পরবশে
অনৃত সজ্ঞাত হয় স্বপ্নেতেও কত । ৬

হয়ে আমি পাপ শূন্য মীড়্‌হ্‌ (১) ভর্তার জন্ত,
করিব দাসের মত পরিচর্যা কত ।

আমরা সবে অজ্ঞান, করিবেন জ্ঞান দান
ধনার্থে প্রেরিত হবে স্তোতৃগণ যত । ৭

হে বরুণ অন্নবন্, তব হৃদে এ স্তবন
হউক নিহিত তব ককুণা অপারঃ;
শিব হ'ক যোগ যত শিব ক্লেম (২) সেই মত
পাল আমাদিগে স্বস্তি দ্বারা অনিবার । ৮

৮-৭ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।
বরুণ সূর্য্যাকে পথ করেছেন সম্প্রদান ;
অন্তরীক্ষ-জলে নদ হয়েছে প্রবহমান ।

(১) “মীড়্‌হ্‌ষে সেকে কামানাম্ বর্ষিত্রে” সায়ণ ।

(২) “অপ্রাপ্তস্ত প্রাপণং যোগঃ প্রাপ্তস্ত বরুণং ক্লেমঃ” সায়ণ ।

বড়বানু যথা অশ্ব তথা দ্রুত যেতে চাই,
অহ হ'তে মহী রাত্রি বিভিন্ন করিলা (১) তাম্বি । ১

তব বাত আশ্রা, জল যাহা হ'তে প্রণোদিত ;
শম্পে যথা পশু, ভর্তা বাত তথা অন্নাস্বিত ।
মহতী বৃহতী দ্বাবা পৃথিবীর মধ্যস্থলে,
হে বরুণ ! তব ধাম প্রিয়তম সবে বলে । ২

বরুণের চরগণ, গতি কি প্রশস্ত হয় !
সন্দর্শন করে তারা চাক্র পৃথিবী দ্যাবায় ;
ঋতবান্, যজ্ঞবীর, প্রজ্ঞাবান্ কবিগণ,
করেন 'যে স্তুতিগান করে তাহাও শ্রবণ । ৩

পৃথিবী একুশ নাম ধারণ করেন যাহা,
বলেছেন ঋধাবান্ আমাকে বরুণ তাহা ;
যোগ্য অন্তেবাসী মোকে উপদেশ করি দান,
স্থানের গোপন কথা বলেছেন সে বিদ্বান্ । ৪

'ত্রিবিধ দ্যলোক আছে বরুণ-মাঝে নিহিত
ত্রিভুলোক আছে তথা বড় ঋতু নিরূপিত :
স্তুতি যোগ্য রাজা তিনি অন্তরীক্ষে হিরণ্ময়,
দোলা প্রায় গড়িলেন সূর্য্যদেবে শোভাময় । ৫

দ্রোণং বরুণ দীপ্ত, স্থাপিত করিলা সিদ্ধ,
মৃগপ্রায় বলবান্ শ্বেত যথা জলুবিন্দু ;
গভীর প্রশংসা যোগ্য বিনির্মীতা উদকের,
পারক্ষম বলযুক্ত রাজা সৎ পদার্থের । ৬

অপরাধ করিলেও যাহার দয়া অপার ;
যথাক্রমে ব্রত সব সমৃদ্ধ করিয়া তাঁর,
নিকটে তাঁহার যেন হই নিষ্পাপ আমরা ; (১)
রক্ষা কর স্ফুটি দ্বারা আমাদেরকে তোমরা । ৭

৮৮ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।
বসিষ্ঠ ! বরুণ দেবে স্বতঃ শুদ্ধ প্রিয়স্তুবে
পূজহ, করেন তিনি অতীষ্ট বর্ষণ ।
সহস্র ধন বিশিষ্ট তিনি যজনীয় শ্রেষ্ঠ
সূর্য্যকে সম্মুখভাগে করেন স্থাপন ॥ ১

লভিয়া দর্শন তাঁর সমূহ অগ্নি আলার
স্তুবন করিব আমি সত্বর এখনি !

(১) "The consciousness of sin is a prominent feature of the religion of the Veda, so is likewise the belief that the gods are able to take away from man the heavy burden of sin." এই কথা বসিষ্ঠা মোক্ষমূলর এই ঋক প্রদর্শন করিয়াছেন ।

যদা অশ্বে সুখময় সোম বহু পীত হয়, •

রূপময় পাই আমি শরীর তখনি ॥ ২

বরুণ ও আমি যবে, আরোহি নৌকায় উভে

সমুদ্রের (১) মাঝখানে করিছু গমন ।

জল'পরে সে নৌকায় যাইতে যাইতে হায়

সুখের দোলায় তদা করিছু ক্রীড়ন ॥ ৩

চলন্তী দিবারজনী বিস্তার করেন যিনি

সুদিনে বরুণ তিনি বসিষ্ঠ স্তোতাকে ।

করাইয়া আরোহণ, নৌকা'পরে সুশোভন,

সুকর্মা করিয়া রক্ষা করিলেন তাঁকে ॥ ৪

কোথায় সে সখা হায় হইল বল আমায় ?

অত্যন্ত সে সখ্যতাব ব'শিছি পোষণ ।

হে বরুণ ! অন্নবান্ তোমার গৃহ মহান্

সহস্রদ্বারী সে গৃহে করিব গমন ॥ ৫

নিত্যবন্ধু যে তোমার প্রিয় হয়ে পাপাচার

করিল তোমার প্রতি সখা সে তোমার ।

মোরা তব আপ্তজন না করি পাপ বহন

দাও হে যক্ষিন্ তাই তোমার আগার ॥ ৬

(১) এই ঋক পাঠে উপলব্ধি হয় বসিষ্ঠ বা তদ্বংশীয়গণ নৌকায় সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন ।

বাস করি ধুবভূমে রত আছি তব হোমে
 বরুণ ! করুণ মুক্ত পাপের বন্ধন ।
 আছি অদিতির পাশে রক্ষা পাইবার আশে,
 তোমরা স্বস্তির দ্বারা করহ পালন ॥ ৭

৮৯ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

হে বরুণ হে রাজন্ মৃগায় ভবন
 ভাগ্যে যেন নাহি ঘটে আমার কখন ;
 দাও তুমি হেন বর, হেন বর !
 হে সূক্ষত্র (১) দয়া কর, দয়া কর । ১

হে আয়ুধবন্ আমি কম্পিত শরীরে,
 মেঘ যথা প্রকম্পিত প্রবল সমীরে,
 হইতেছি অগ্রসর, অগ্রসর ;
 হে সূক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর । ২

হে শুচে হে ধনবন্ অশান্তি জনিত,
 কর্মের সে বিড়ম্বনা হয়েছে ঘটিত ;
 নির্ভর তব উপর, তব'পর ;
 হে সূক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর । ৩

(১) সূক্ষত্র—অতিশয় বলবান্ । ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় নামে যে একটি জাতির উল্লেখ পরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায় বেদের এই সকল সূক্ত রচনার সময়ে সে জাতি বিভাগ হয় নাই ।

সসিল ভিতরে দেব করিয়া নিবাস
মিটিল না সেবকের জলের পিয়াস ;
পিপাসায় সে কাতর, সে কাতর ;
হে স্নাক্ত দরা কর, দয়া কর । ৪

আমরা মানুষ, দেবে যদি কিছু দ্রোহ
করে থাকি, ক্ষমা কর আমাদের মোহ ;
অজ্ঞান বশত কৃত হয়েছে সে পাপ,
সে পাপ জন্তেতে আর দিওনাক তাপ । ৫

৯৫ সূক্ত ।

সরস্বতী দেবতা ! বসিষ্ঠ ঋষি । ০
আয়সী পুরীষত ধারক পয় সমেত
প্রসূতা এই যে সরস্বতী ;
অনু সিকু, অনু পয় মহিমায় পরাজয়,
করি রথ্যা মত তাঁর গতি । ১

একা শুচি সরস্বতী আসমুদ্র বার গতি
গিরি হতে জানি সমুদায় ;
নিখিল ভুবনে যত ছিল ধন দিয়ে তত
নাহুবে ছহিলা যতপয় । ২

নর হিতে সরস্বান্ (১) শিশু বৃষ ইষ্টবান্
 যাজ্ঞ্য যোষা মাঝেতে পালিত ।
 মঘবানে দেন পুত্র সবল তার লাভার্থ
 করেন শরীর সমস্কৃত । ৩

এই যজ্ঞে সরস্বতি সুভাগা শুভুন স্তুতি,
 প্রীতা হয়ে আমাদের প্রতি ।
 নত জানু দেবগণ তাঁহাকে করে অর্চন
 ধনবতী তিনি দয়াবতী । ৪

ধন পাব ব'লে এই নমঃ সহ' হব্য দেই
 সরস্বতী সেব স্তোম দেবি !
 বাস করি তবগৃহে যথাস্থি মহীকুহে
 রব তব কাছে তোমা সেবি । ৫

এ বসিষ্ট সরস্বতি ! মুক্ত করে, ভাগ্যবতি !
 তোমার জন্তেতে যজ্ঞদ্বার ;
 শুভবর্ণে বৃদ্ধি পাও স্তোতাকে ওদন দাও
 স্তুতি কর আমা সবাকার । ৬

(১) সারণ বলেন সরস্বান মধ্যস্থান নায়ু এবং মধ্যবর্তী জল সমূহ তাঁহার
 ঘোষিৎ।

৮ম মণ্ডল ।

৩০ সূক্ত ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । বৈবস্বত মনু ঋষি ।

দেবগণ তোমাদের কেহ শিশু নাই ।

কেহই কুমার নহে, মহান্ সবাই । ১

শত্রুহন্তা মনুর যজ্ঞাই দেবগণ !

তোমরা তেত্রিশ হেন স্তুত সৰ্বক্ষণ (১) । ২

ত্রাণ কর, রক্ষা কর, বল মিষ্ট কথা ,

পিতৃমনুপথভ্রষ্ট কর না সৰ্বথা ; (২) ।

‘দূরবর্তি পথ ভ্রষ্ট নাহি হই তথা । ৩

ওহে দেবগণ ! যজ্ঞভব বৈশ্বানর !

সবে আছ হেথা, হেথা অবস্থান কর ;

গো, অশ্ব, প্রথিত স্তথ মোদিগে বিতর । ৪

(১) এস্থলে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ দেখা যাউতেছে । প্রাচীনেরা ঐশ কার্য্য লক্ষ্য করিয়া ঐশ শক্তির ৩৩টি বিভিন্ন নাম দিয়া ছিলেন । পৌরাণিক ৩৩ কোটি দেবের কল্পনা এই বৈদিক ৩৩ ঐশ শক্তির কল্পনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।

(২) স্বয়ং বৈবস্বত মনু এই সূক্তের বক্তা হইলে একথা কিরূপে বলিবেন ? এই মণ্ডলের ১৯ ও ২৩ সূক্তে ও মনুর উল্লেখ পাওয়া যায় । তথায় মনুকে অগ্নি পূজার অনুষ্ঠানকর্ত্তা বলিয়াই অনুভব হয় । ৫২ সূক্তের ১ম ঋকে “মনো বিবস্বতি” এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় । তাহাতে মনুকেই বিবস্বান্ বলা হইয়াছে বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত বলা হয় নাই ।

৫৮ সূক্ত ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । কাণ্ডমেধ্য ঋষি ।

বহুবিধরূপে যাঁরে কল্পনা করিয়া
সমুদয় ঋত্বিক করেন যজ্ঞ যার ;
অনুচান হইলেও ব্রাহ্মণ (১) হইয়া
যুক্ত যেবা, যজ্ঞমান কি জানে তাঁহার ? ১

এক অগ্নি বহুভাবে সমিদ্ধ নিশ্চয় ;
এক সূর্য্য সমুদায় জগতে প্রভূত ;
একা উষা প্রকাশেন এই সমুদয় ;—
এক হতে এই সব হয়োচ্ছ্রুত (২) । ২

জ্যোতিষ্মান্, ত্রিচক্র, সূর্যদ, রথাকার,
কেতুমান্, ভূরিবার, সূর্যদ অনলে,
প্রাপ্ত বহুবিধ ধন মিলনে যাহার,
পানার্থে আহ্বানি তাঁকে আমরা সকলে । ৩

(১) স্তুতিকারী ।

(২) ঐশ্বর্য্যশক্তির একতা প্রাচীন হিন্দুগণের অবিদিত ছিল না ।

৯৬ সূক্ত ।

১—১৩ ইন্দ্র । ১৬—২১ ইন্দ্র । ১৪ মরুদগণ ।

১৫ ইন্দ্র বৃহস্পতি । মরুদগণের পুত্র দ্যুতান ঋষি,

অথবা তিরশ্চী ঋষি ।

উষা সব ইন্দ্র ভয়ে স্বর্গগতি বৃদ্ধি করে
 রাত্রি সব প্রতি'যাম হয় মিষ্টভাষী ;
 মাতৃবৎ সপ্ত সিন্ধু (১) তরাইতে সব নরে
 পার যোগ্যা সেই ব্যাধু জলরাশি । ১

দিসপ্ত পঙ্কত মানু অসহায় অস্ত্রে বার
 অতিবিক্র হয়েছিল তাঁহার সমান,
 কিবা দেব কিবা মর্ত্য একেই নাহি দেখি আর,
 বৃষভ প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র ভূরিকর্ম্মবান্ । ২

আয়স ইন্দ্রের বজ্র হস্তেতে আছে নিবদ্ধ
 যুগল বাহুতে তাঁর ওজস প্রভূত ;
 সমর গমন কালে শিরস্ত্রাণ শিরে বদ্ধ ;
 গুণিতে আদেশ সবে আগত প্রস্তুত ! ৩

বজ্রীমরুদগণের মধ্যে তুমি হে ইন্দ্র বজ্রীম,
 অচ্যুতগণের মধ্যে তুমিই চ্যবন ;

(১) ১০ম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তের টীকা দেখ ।

সৈন্তগণ মধ্যে তুমি কেতুর স্থানীয়,
মানবে তুমিই কর অভীষ্ট বর্ষণ । ৪

শত্রু গর্ব খর্বকারী তব বাহু যুগলেতে
ধর যদা অহিবধে হে ইন্দ্র অশনি ;
মেঘে যদা করে শব্দ বিশ্রুত শব্দ জলেতে
স্তোত্রগণ চারিদিকে করে স্তবধ্বনি । ৫

এই সব সৃষ্টি যার, যার পরে জাত সব,
স্তুতি দ্বারা মিত্র হব সে মিত্র ইন্দ্রের ;
নমস্কারে তুষি তাঁরে ঈষ্ট ফল দিইবারে
করিব তাঁহারে অভিমুখী আমাদের । ৬

যে সকল দেবতারা ছিল ইন্দ্র সখা তব
বৃত্রের নিশ্বাসে^১ ভীত পলাইল সবে ।
মরুদ্গণ সখা হ'ল, দলি শক্রসৈন্ত সব
তাঁহাদের সাহায্যেতে জয়িলে আহবে । ৭

ত্রিষষ্টি মরুদ্গণ (১) গাভীবৎ একত্রিত
উৎসাহি তোমারে তাঁরা হলেন যজ্ঞীয় ;
ভাগধেন কর দান, তব কাছে উপনীত,
আমরা করিব যজ্ঞে শুষ্ক প্রাপনীয় ; ৮

(১) ৬৩ মরুতের উল্লেখ দেখা যায় । অষ্টাশ্ব হলে ৭ মরুতের উল্লেখ আছে ।

কে তোমার তিগ্নায়ুধ বজ্র ও নকরত সৈন্ত
 প্রতিরোধ করিবারে আছে শক্তিমান্ ?
 ঋজীষিণ ! বলবান্ অদেব আয়ুধশূন্য
 শক্রগণে চক্র দ্বারা কর তিরোধান । ৯

পশুনাভ করিবারে সে প্রবুদ্ধ উগ্র ইন্দ্রে
 শিবতম দেবে সব করহ স্তবন ;
 বলতর স্ততিবাক্যে স্ততিভাক্ সে মহেন্দ্রে
 পূজহ, দিবেন তিনি পুত্র বহু ধন । ১০

উদ্ধত বাহী সে ইন্দ্রার্থে যথা পারকারী তরী,
 চারু স্তববাক্ সব কর উচ্চারণ ;
 সুবিস্তৃত প্রীতিপ্রদ ইন্দ্রদেব দয়া করি
 দিবেন পুত্রার্থে সবে বহুতর ধন । ১১

জুষিত করিতে যাহা চান ইন্দ্র দেও তাহা,
 নমস্কারে স্তববাক্যে কর আরাধন ।
 অলঙ্কৃত হও, তাঁরে শুনাও শুনিতে যাহা
 চান তিনি, কাঁদিওনা পাবে বহুধন । ১২

দশ সহস্রক সৈন্তে অংশুমতী নদীতীরে
 ছিলেন সে দ্রুতগামী কৃষ্ণ অবস্থিত ।

প্রজ্ঞায় পাইলা ইন্দ্র শঙ্ককারী সেই বীরে
নরহিতে সৈন্য তাঁর করিলা ধ্বংসিত । ১৩

অংশুমতী গূঢ় স্থানে দেখিলাম বিচরিতে
বিস্তৃত প্রদেশে সেই কৃষ্ণে (১) দ্রুতগামী,
অবস্থিত নভ সম রণে তাঁরে সংহারিতে
তোমাদিগে মরুদগণ ইচ্ছা করি আমি । ১৪

অংশুমতী নদী তীরে তনুতেজে দীপ্যমান
ছিলেন সে দ্রুতগামী কৃষ্ণ সৈন্য সহ ;
ব্রহ্মপতি সহায়তা লভিয়া ইন্দ্র মহান্
নাশিলা সে দেবশূন্য সৈন্যের সমূহ । ১৫

হে ইন্দ্র তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত
জাত মাত্র হইয়াছ সপ্তশক্র-অরি ;
সবিভূ ভুবন সব করিয়াছ উল্লাসিত,
তমোবৃত পৃথ্বীকাশ সপ্রকাশ করি । ১৬

হে ব্রজী ! তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত
করিয়াছ বজ্রে হত সে অতুল্য বল ;

(১) ১ম মণ্ডলের ১০১ সূক্তের ১ম ঋকে ইন্দ্র কৃষ্ণের গর্তুবতী ভাষা-
দিগকে হত করিয়াছিলেন, এমন কথা আরও উল্লেখ আছে । যথা—“প্রমং দিনে
পিতু মর্চতা বচো যঃ কৃষ্ণগর্তু নিরহন্ন জিহ্বনা । অবস্যাবো ব্রহ্মণং বজ্রদক্ষিণং
মরুতং তং সুখ্যায় হবামহে ॥”

অস্ত্রে নিয়মুখ শুকো করিয়াছ সংহারিত,
কার্য্যশূদ্রে লভিয়াছ গোধন সকল । ১৭

হে ইন্দ্র তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত
নরশত্রু বধি তুমি হয়েছ পূজিত ।
অবরুদ্ধ সিদ্ধগণে করিয়াছ প্রবাহিত
দাসধৃত জল রাশি করেছ বিজিত । ১৮

সোমপানে আনন্দিত ইন্দ্রদেব প্রজ্ঞাবান্
কে পারে সহিতে তাঁর ক্রোধ যজ্ঞকালে ?
তিনি দিবসের ন্যায় অতিশয় ধনবান্
ব্রতহা মনুজকর্তা দলি শত্রুদলে । ১৯

সেইত ব্রতহা ইন্দ্র মানবের উপকারী
স্তব সহ হব্য তাঁরে করিব অর্পণ ;
রক্ষয়িতা, মঘবান্, অন্ন যশ দানকারী
সাদরে মোদের সাথে বলেন বচন । ২০

মহান্ ব্রতহা ইন্দ্র হবনীয় জাত মাত্র,
করেছেন বহুকার্য্য নরহিতকর ।
পীত সোম মত তিনি, আছে যে সকল মিত্র,
তাঁহাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা হব্যতর । ২১

নবম মণ্ডল ।

১১০ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । ত্রাক্ষণ ও ত্রসদস্য নামক
দুই ঋষি ।

আমাদিগকে অন্নদিতে শক্রমুখে যাও,
অচল অটল সোম ।

ঋণেমুক্ত হই যেন, শক্রবধে ধাও,
সার্থক করিয়া হোম । ১

লোকাকৌর্ণ রাজ্যে সোম ! হইয়াছে স্মৃত ;
করিতেছি তব স্তব ।

বিবিধ অন্নের জন্ম, হে সোম ! করিত ;
হয় তব অভিষব । ২

জলের আশ্রয়স্থান আকাশে ভাস্করে
তুমি করেছ সৃজন ।

মহৎ জ্ঞানের বলে গোধন নিকরে
তুমি কর আহরণ । ৩

হে অমৃত ! তুমি চাক্র অমৃত আধার
সূর্য্যকে মর্ত্যের হিতে

সৃজিলে আকাশে, তুমি যাও অনিবার
রণে, জনে অন্নদিতে । ৪

অক্ষয় জলের উৎস যে করে খনন,
অঞ্জলিতে ভরে জল ;
পবিত্র করিয়া ভেদ তাদের মতন,
দাও সোম ! অন্ন বল । ৫

যখন সবিতাদেব হরিলেন তম,
দিব্য বস্করুচ্ সব
দেখিতে দেখিতে তদা পরাত্নীয় সোম,
করিলেন তাঁর স্তব । ৬

তাঁহারাই সর্ব অগ্রে কুশের ছেদনে,
অন্নবললাভাশায়,
ধ্যান করিলেন তোমা ; জয়লাভে রণে
পাঠাও আমা সবায়ে । ৭

পূর্ব হ'তে সোম রস পেয়ে দেবতার,
জাত স্বর্গ গৃহস্থানে ;
ইচ্ছার্থে প্রস্তুত হ'লে প্রশংসা তাঁহার
'সমস্বরে স্তুতগণে । ৮

দ্যালোক ভুলোকে এই যত প্রাণিগণ—
সর্বত্র প্রভুত্ব তব ;—

(১) স্বর্গধামের নিগূঢ়স্থান হইতে সোমরস দোহন করা হইয়াছে এই বৈদিক বর্ণনা হইতে পৌরাণিক অমৃতের উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে ।

বৃষের যুথের' পরে প্রভুত্ব যেমন,
তেমন তোমার পব ! ৯

বহিয়া সহস্রধারে বেগে অতিশয়,
শিশুর ক্রীডন মত,
মেঘলোমে খেলে সোম শোধন সময় ;—
এভাবে সোম ক্ষরিত । ১০

পূত মধুতুলা সোম সুরস উজ্জল
তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্দ্র প্রতি ;
অন্ন, কাম্য, আয়ু দান করিয়া কেবল
ক্ষরিত সে সোম যজ্ঞ-পতি । ১১

বিপক্ষে উৎসন্ন কর, দূরীভূত কর,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস গণে ;
আয়ুধ ধারণ করি শত্রু প্রাণ হর ;—
থাক সোম এ হেন ক্ষরণে । ১২

১১৩ সূক্ত ।

পবমান সোম, দেবতা । কশ্যপ ঋষি ।
করুন বৃত্তহা ইন্দ্র সোমরস পান ;
শর্যানাবৎ (১) নাম সরে যে রসের স্থান ।

(১) শর্যানাবৎ নামক সরোবর কুরুক্ষেত্রের নিম্নভাগে । সারণ ।

তাহা হ'তে বলবীৰ্য্য হবে সমুদ্ভূত ;—
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ১

হে দিগীশ ! হও তুমি হেথায় পবিত ;
আজীক (১) হইতে আসি হে ক্ষরিত ;
পূত সত্য বাক্যে, শ্রদ্ধা পূণ্য সহ, স্মৃত ;—
ইন্দ্রের জ্ঞেতে ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ২

করিলেন সূর্য্যাকৃত্য (২) সোম আহরণ ;
গন্ধর্বেরা করিলেন সাদরে গ্রহণ ;
মেঘপুঞ্জ সোমে রস হ'ল অনুসৃত ;—
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ৩

ঋতদ্বায়, ষতাকর্ষ্য সোম পবমান.
ঋত, সত্য, শ্রদ্ধা দেব করিয়া বাধান,
সূক্ষ্মরসরূপ সোম ধাতুপরিষ্কৃত ;—
ইন্দ্রের জ্ঞেতে ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ৪

(১) আজীকিয়া নদী আধুনিক বেয়া । আজীক প্রদেশ—উক্ত নদীর তীরস্থ দেশ ।

(২) সনিতার কল্যাণ সূর্য্যার সহিত সোমের বিবাহোপস্থান ঋকবেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায় । সূর্য্যাকরণে সোমরস মাদকতা প্রাপ্ত হয়, এই জন্তই সূর্য্যাকে সোমপত্নী মনে করা হইয়াছে একপ অনেকের ধারণা । গন্ধর্ব্ব নদের আদি অর্থ সূর্য্য ।

তুমিই মহৎ, তব বলও প্রকৃত,
তব ধারা প্রবাহিত, রস সঞ্চাষিত,
হে হরিতবর্ণধারী ! হয়ে মন্ত্রপুত ;
ইন্দ্রের জন্তে ইন্দো হও পরিস্কৃত । ৫

ছন্দোময় বাক্যে যথা ব্রহ্মা পুরোহিত
প্রস্তুত ঘর্ষণে সোমে করেন ক্ষরিত,
হর্ষ বৃদ্ধি করি তাহে হন সম্পূজিত ;
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো হও পরিস্কৃত । ৬

যেখানে অজস্র জ্যোতি, স্বর্গলোক স্থিত,
সেখানে আমারে তুমি হে সোম ক্ষরিত !—
লয়ে চল সেই ধামে অমৃত, অক্ষিত ;
ইন্দ্রের জনোতে ইন্দো হও পরিস্কৃত (১) । ৭

যথা বৈবস্বত রাজা, যথা স্বর্গদার,
যথা আছে বৃহতী নদীর সমাহার ;

(১) এই স্লোক হইতে ক্রমাগত ৫টি স্লকে স্বর্গধামের বর্ণনা দেখা যায় ।

সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দ্রের জন্তেতে ইন্দো হও পরিস্কৃত । ৮

ত্রিলোক ত্রিদিবালোক বিরাজে যেখানে,
যথাকাম ভ্রমণ যে আলোপূর্ণ স্থানে,
সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দ্রের জনোতে ইন্দো হও পরিস্কৃত । ৯

যথা হয় কাম পূর্ণ, যথা প্রবালয়,
যেখানেতে স্বধা, যথা তৃপ্তিলাভ হয় ;
সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো হও পরিস্কৃত । ১০

আমোদ, প্রমোদ আর আনন্দ কেবল ;
কামিবাস্তি পায় যত্র আপ্ত কামাফল ;
তথায় আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দ্রের জন্তেতে ইন্দো হও পরিস্কৃত । ১১

দশম মণ্ডল ।

১৪ সূক্ত । (১)

১—৫, ১৩—১৬ যম । ৬ নিম্জোক্তদেবতা । ৭—৯
নিম্জোক্ত দেবতাগণ বা পিতৃগণ । ১০—১২ শ্রাদ্ধয় ।

যম ঋষি ।

যিনি মন সাধুগণে লয়ে যান সুখধামে
অনেকের পথ সাফ্ রূপায় বাহার ;
বাহার নিকটে সবে অবশ্য যাইতে হবে
তিনি বৈবস্বত্ৰ যম—হোম কর তাঁর । ১

কোথায় যাইতে হবে তিনিই দেখান আগে,
সে পথের নাহি হয় কখন অন্তথা ;
আমাদের পিতৃগণ করিলা যত্র গমন
কর্ম অনুসারে লোক যাইবেক তথা । ২

(১) এইটি একটি বিশেষ জাতব্য সূক্ত । এই সূক্তে ধার্মিক লোক-
দিগের পরকালে সুখলাভের বিবরণ আছে । স্বর্গের সুখবিধান কর্ত্তাকে
যম নাম দিয়া স্তব করা হইত । সূতরাং পৌরাণিক যমের ন্যায় বৈদিক
যম শাস্তিদাতা নহেন ; তিনি মাত্র সুখ বিধাতা ।

মাতলী কবাসকলে, অগ্নিরনিকরে যম,
 দেব বৃহস্পতি ঋকৃকগণে সমবর্দ্ধিত ;
 বাহাদিগকে দেবগণে, বাহারা বা দেবগণে
 সম্বর্দ্ধনা করে, হয় সকলে বর্দ্ধিত :
 কেহ বা স্নাহায় কেহ স্বধায় ফ্লাদিত । ৩

এই যজ্ঞে এসে যম ! এস তুমি যজ্ঞবিৎ
 অগ্নিরা নামক পিতৃলোকের সহিত ।

কবিদের মন্ত্রসব তোমাকে করুক স্তব
 হোমপানে হে রাজন্ হও আমোদিত । ৪

সে অগ্নিরা পিতৃগণ যজ্ঞীয় বিরূপানন
 তাঁহাদের সহ বসে আমোদ করহ ।

তব পিতা বিরূষতে করিতেছি আবাহন
 এই যজ্ঞে এসে সবে কুশেতে বসহ । ৫

অগ্নিরা, অথর্ষা, ভৃগু আমাদের পিতৃগণ
 এই মন্ত্রে সবে উপস্থিত সোমপানে ।

যজ্ঞীয় সে পিতৃগণ করিয়া শুভ মনন
 প্রসন্ন হইয়া যেন রাখেন কল্যাণে । ৬

যাও যাও সেই পথে পূর্ব পিতৃগণ যাতে
 বিগত, সে পথে তুমি করহ গমন ।

স্বধায় হ্লাদিত হয়ে আছেন রাজা উভয়ে

যম ও বরুণে গিয়া করহ দর্শন (১)। ৭

পিতৃগণ সহকারে যমৈ কশ্মৈ মিলিবারে

যাও স্বর্গে যাও সেই ধামে চমৎকার।

অবদ্য (২) ত্যাগ করিয়া পুনরন্ত (৩) প্রবেশিয়া

উজ্জ্বল তনু ধরিয়া যাও পরপার। ৮

দূরে যাও, যাও সর, এই লোক মনোহর

পিতৃলোক ইহাঁকেই করেছেন দান।

দিবা দ্বারা, জল দ্বারা, শোভিত আলোক দ্বারা,

প্রদান করেন যম মৃতকে সে স্থান। ৯

চতুরক্ষ সারমেয় শবল কুকুরদ্বয়

সাধুপথে তদ্রূপাদিগে অতিক্রমি ধাও।

মৃত ! বিজ্ঞ পিতৃগণে যেখানে যমের সনে

আমোদে নিয়ত রত, সেইখানে যাও ॥ ১০

প্রহরী স্বরূপ তব বাহারা নেহারে সব

চতুরক্ষি পথরক্ষী যে যুগ্ম কুকুর।

তাহাদের কোপ হ'তে যম ! রক্ষ এই মৃতে,

রাজন্ কল্যাণ কর, রোগ কর দূর। ১১

(১) মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র এবং পরবর্তী মন্ত্র।

(২) অবদ্য—পাপ। (৩) অন্ত—অন্ত নামক গৃহ।

সেই ছই যমদূত বৃহন্নাসা অত্যদুত,
 অতৃপ্ত সবার করে পশ্চাদে ধাবন ;
 আমাদিকে অদ্য তাঁরা দেয় যেন বল বাড়ি
 করে যেন ভদ্র, পাই সূর্য্যের দর্শন । ১২

যমের জন্তেতে সোম কর অভিষেক ;
 হোম কর তাঁর জন্তে হোম দ্রব্যসব ।
 এই সুসজ্জিত যজ্ঞ অগ্নি দূত বার,
 যম অভিযুখে তাহা করে অভিসার । ১৩

সেবা কর যমরাজে, হোম কর তাঁর ;
 ঘৃতযুক্ত 'দ্রব্য তাঁকে দেও উপহার ;
 দেবগণ মাঝে তিনি দিয়ে দীর্ঘ আয়ু,
 আমাদিগে যেন যম করেন চিরায়ু । ১৪

যমরাজে স্নমধুর হব্য কর হোম ;
 যে সকল ঋষি পূর্বে লভিলা জনম,
 যাঁহারা করিলা ধর্ম্মপথ আবিষ্কার,
 তাঁদিগেও আমাদের এই নমস্কার । ১৫

ত্রিকদ্রক নামে যজ্ঞ পান যমরাজ,
 বড়েক বৃহৎ স্থানে তাঁহার বিরাজ ;
 ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রী আদি ছন্দ আছে যাহা,
 যমপ্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা । ১৬

১৫ সূক্ত । (১)

পিতৃলোক দেবতা । শঙ্খ ঋষি ।

উত্তম মধ্যমাধম যত পিতৃগণ
সদয় হইয়া সোম করুন গ্রহণ,
হিংসাহীন ঋতজ্ঞ রক্ষেন প্রাণ যাঁরা,
আমাদিগে যজ্ঞকালে রক্ষুন তাঁহারা । ১
পূর্বে যাঁরা গত, কিম্বা বিগত পরেতে,
অথবা আছেন যাঁরা পার্থিব লোকেতে,
প্রাপ্ত যাঁরা সূভগ লোকের অধিকার,
সেই পিতৃগণে অণু এই নমস্কার । ২
পাইয়াছি আমি পিতৃগণে পরিচিত ;
যজ্ঞ সম্পাদনোপায় হয়েছে বিদিত ;
কুশে বসি হব্য সোম পিয়েন যাঁহারা
যজ্ঞে এসেছেন সেই পিতৃগণ তাঁরা । ৩
পিতৃগণ কুশস্থ ! আশ্রয় কর দান,
প্রস্তুত করেছি হব্য কর তাহা পান ;
রক্ষাকর এসে, কর মঙ্গল বিধান,
আমাদের পাপশূণ্য করহ কল্যাণ । ৪

(১) এই সূক্তটিও বিশেষ জ্ঞাতব্য। এই সূক্তে দেখা যায় পুণ্যাত্মা পিতৃগণ দেবগণের স্থায় স্বর্গে বাস করেন, তাঁহাদের সহিত যজ্ঞে আগমন করেন এবং মনুষ্যের হিতসাধন করেন।

প্রিয় নিধি যুক্ত এই কুশের উপরি,
সোমপানে পিতৃগণে আবাহন করি ;
আমুন তাঁহারা মন্ত্র করুন শ্রবণ,
আমাদিগে হৃষ্টচিত্তে করুন রক্ষণ। ৫

দক্ষিণে ভূমিতে জানু করিয়া নিহিত,
পিতৃগণ ! এত যজ্ঞ কর প্রশংসিত ;
পুরুষতা বশতঃ যদ্যপি কোন দোষ
করে থাকি, তন্নিমিত্ত কারও না রোষ। ৬

অগ্নির লোহিত শিখা-নিকটে বসিয়া,
অনুগ্রহ করহ দাতাকে ধন দিয়া ;
পুত্রগণে তাঁহার করহ ধন দান,
যজ্ঞে তাঁহাদিগে কর উৎসাহ প্রদান। ৭

সোমপায়ী বসিষ্টাদি পূর্ব পিতৃগণ
করেন হোমের দ্রব্য সবে আকিঞ্চন ;
তাঁহাদের সহ সূথে সূখী হয়ে যম
যথাকাম গ্রহণ করুন আসি হোম। ৮

যে সকল পিতৃগণ হোম জানিতেন,
সাঁহারা রচিয়া ঋক্ স্তব করিতেন ;
দেবতা বিশেষ অগ্নে ! তাঁহারা এখন,
তাঁহাদের জন্ত এই আহুতি স্থাপন। ৯

সত্যশীল, দেবগণ সহ সোমপায়ী,
ইন্দ্র সহ এক রথে বাঁহারা অরোহী,
সে যাজ্ঞিক, দেববন্দী, প্রাচীন নূতন
পিতৃগণ সহ অগ্নে! কর আগমন । ১০

সুগতি সম্প্রাপ্ত অগ্নিস্বত্ব পিতৃগণ !
এস, কর একে একে আসন গ্রহণ ;
হোম দ্রব্য বিস্তৃত করেছি কুশোপরি
থাও, দেও পুত্র, পৌত্র, ধন দয়া করি । ১১

জাতবেদা অগ্নি ! তব করেতেছি স্তব,
সুগন্ধি হোমের দ্রব্য বহু দেবে সব ;
‘স্বধা’ বাক্যে ভোজন করুন পিতৃগণ,
হে দেব ! প্রস্তুত হব্য করহ ভোজন । ১২

হেথায় আগত যাঁরা, কিম্বা অনাগত।
যাঁহাদিগে জানি, কিম্বা যাঁহারা অজ্ঞাত।
কে কে সেই পিতা তুমি জান জাতবেদা।
পিতৃগণ ! সেব এই যজ্ঞ বলি স্বধা ! ১৩

অগ্নিদগ্ধা যাঁরা কিম্বা অগ্নিদগ্ধা নহে,
স্বর্গে স্বধা সহ যাঁরা আনন্দেতে রহে ;
হে স্বরাট্‌ যম ! তুমি তাঁহাদের সহ,
আমাদের যথা ইচ্ছা এদেহ করহ । ১৪

১৬ সূক্ত । (১)

অগ্নি দেবতা । দমন ঋষি ।

ক'র না ইঁহাকে ভস্ম (২) ক'র না ক্লেশিত ;
ক'র না শরীর চর্ম্ম ইঁহার বিক্ষিপ্ত ;
জাতবেদা ! ইঁহার শরীর শূত হ'লে,
পাঠাও আছেন পিতৃগণ যেইস্থলে । ১

ইঁহার শরীর শূত বখন করিবে,
পিতৃগণ নিকটে তখনি পাঠাইবে ;
পুনঃ সজীবতা প্রাপ্ত হইবেন যদা,
দেবের বশতাপন্ন হইবেন তদা । ২

বাতে তঁব আত্মা, চক্ষু পশুক সূর্যোতে,
ধর্ম্মবলে পশ মৃত ! ছায়া পৃথিবীতে :
ফলোদয় হয় যদি যাও তবে জলে,
প্রবেশ করুক অঙ্গ ওষধি সকলে । ৩

(১) এই সূক্তটিও বিশেষ জ্ঞাতব্য । ইহাতে মরণান্তে পরলোকে গমনের কথা আছে । অষ্টোষ্টি ক্রিয়ার সময়ে এই সূক্তের কয়েকটি শব্দ উচ্চার্য্য ।

(২) অগ্নিদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল । তাহা এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে ।

অজ্জ ভাগ তাঁর অগ্নে তাপে কর তপ্ত ;
তব'শোচি অচ্চি তাহা করুক উত্তপ্ত ,
তোমার যে শিবামূর্তি দেখিবারে পাই;
তদ্বারা তাঁহাকে বহ স্মৃতির ঠাই (১) । ৪

আহুত হইয়া চরে স্বধার সহিত,
গিতুলোকে সে মৃতকে করহ প্রেরিত ;
ইহার শেষাংশ হ'ক জীবিত উত্তিত.
পুনর্বার তনু তাঁর হউক গৃহীত । ৫

হে মৃত ! তোমাকে কৃষ্ণ শকুন, পিপীল,
যে ব্যথা দিইল সর্প, স্থাপদ দুঃশীল ;
সর্বভুক অগ্নি তাহা করুন নীরোগ,
সোমও করুন. ফঁকর স্তোতাগণে যোগ । ৬

গোচর্যে আগ্নেয় বস্ম করহ ধারণ,
প্রচুর মেদেতে দেহ কর আচ্ছাদন ;
দুর্দ্রব গর্ষিত অগ্নি তা হলে কখন
নারিবে করিতে তোমা সম্পূর্ণ দাহন ।

(১) ৩ ও ৪ শ্লোক মনোযোগ পূর্বক পাঠকরা আবশ্যক । মৃতদেহের পঁর চক্ষু, আত্মা (নিশ্বাস) ও ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি সূর্য বা বায়ু বা মৃত্তিকা বা জল বা উদ্ভিজে যার কিন্তু মনুষ্যের জন্মরহিত অংশ অগ্নির প্রসাদে পুণ্যস্থানে গমন করে ।

হে অগ্নে ক'র না এই চমস চালিত,
সোমপায়ী দেবতার। ইথে হর্ষান্বিত ;
পানার্থে ইহার হয় দেব ব্যবহার,
অমরগণের ইথে আমোদ অপার। ৮

মাংসাশী আগুনে আমি করিতেছি দূর,
অশুদ্ধ বাহক যা'ক যমরাজপুর ;
দ্বিতীয় যে জাতবেদা আছেন হেথায়.
দিবেন বিচারি হব্য সর্ব দেবতায়। ৯

ক্রব্য হইতে যে অনল তোমাদের গৃহে
পশিতেছে, করি দূর সে চিতাপ্রদাহে ;
পিতৃযজ্ঞ জন্ত পুনঃ জাতবেদানল;
লইতেছি, তিনি যজ্ঞ করুন সফল। ১০

যে অগ্নি যজ্ঞের দ্রব্য করেন বহন,
যজ্ঞের উন্নতি যিনি করেন সাধন ;
দেবগণে পিতৃগণে করি নানা স্তব,
বহন করেন তিনি হোমদ্রব্য সব। ১১

হে অগ্নে ! যজ্ঞেতে তোমা করিছি স্থাপন,
করিতেছি যত্ন সহ প্রদান ইক্ষন ;
ভোজনার্থে যজ্ঞকারী পিতৃদেবগণে,
হোমদ্রব্য বহন করহ সযতনে। ১২

হে অগ্নে ! বাঁহাকে তুমি করিলে দাহন.

তাঁহাকে করহ তুমি পুনঃ নির্বাণ ;

এখানে কিঞ্চিৎ জল হ'ক উপস্থিত,

শাখাপ্রশাখার দুর্কা হ'ক জাগরিত ! ১৩

শীতিকাৱতি (১) পৃথিবী তুমি হে শীতিকে ! (২)

হ্লাদিকাৱতি (৩) পৃথিবী তুমি হে হ্লাদিকে !

মণ্ডুকী মন্তুষ্টে হয় আন বৃষ্টি হেন,

কর হেন এই অগ্নি তুষ্ট হন যেন। ১৪

১৮ সূক্ত ।

১—৪ মৃত্যু । ৫ ধাতা । ৬ ব্রহ্মা । ৯—১৩ পিতৃমেধ ।

১৪ পিতৃমেধ বা প্রজাতি । যামায়ন সংকুশুক
খাষি।

দেবলোকে যেই পথে যায়, তার অন্য পথে

যাও, মৃত্যো ! অন্য পথে করহ গমন ।

তব চক্ষু কণ আছে, তাই বলি তব কাছে,

প্রজাগণে বীরগণে ক'র না হিংসন ॥ ১

তোমরা মৃত্যুর পথ, ছেড়ে চল অন্য পথ,

অত্যাশ্রম দীর্ঘ আয়ু লভিবে সকলে ।

(১) শীতল উদ্ভিজ্জশালিনী । (২) শীতল গুণশালিনী ।

(৩) আনন্দদায়ী উদ্ভিজ্জশালিনী ।

গৃহ পূর্ণ হবে ধনে, পূর্ণ হবে প্রজাগণে,

পবিত্র হইয়া সেব যজ্ঞের অনলে ॥ ২

ইহারা জীবিত আঁছে, মৃত হ'তে ফিরিয়াছে,

আমাদের যজ্ঞ অগ্নি হয়েছে ফলিত ।

এস সবে নৃত্য লাস সম্যক্ করি প্রকাশ,

পেয়েছি যখন আয়ু অতি দীর্ঘায়িত ॥ ৩

জীবিতের চারি ভিতে মৃত্যুকে রোধ করিতে,

দিতেছি বেষ্টন, মৃত্যু না ছোঁয় তাদিগে ।

ইহারা শরৎ শত থাকুক সবে জীবিত

পৰ্বত করুক বন্ধ আসিতে মৃত্যুকে ॥ ৪

দিন, যার দিন পরে, ঋতু যার অকাতরে

ঋতুর পরেতে, হেন প্রথা নিত্যমান্ ।

সে রূপে যে পরাগত নী হয় পূর্বেতে গত,

হে বিধাতাঃ ! কর হেন আয়ুর বিধান (১) ॥ ৫

তোমরা দীর্ঘায়ু জরা লাভ করি পরম্পরা

জ্যোষ্ঠানু ক্রমেতে কর সকলে গমন ।

হেথা তোমাদের সহ মিলি তৃষ্ঠা শুভদেহ,

দিতেছেন আয়ু পাবে সুদীর্ঘ জীবন (১) ॥ ৬

(১) এই ঋকের ধাতা শব্দে বোধ হয় পরবর্তী ঋকের তৃষ্ঠাকে লক্ষ্য করিতেছে ।

(২) এই ঋকের উক্তি মৃতের জ্ঞাতিদিগের প্রতি । এবং ৭ম ঋকের উক্তি মৃতের জ্ঞাতিনীদিগের প্রতি ।

সুপত্নী সধবা যত

লেপিয়া অঞ্জন ঘৃত

প্রবেশ করুন সবে আপন গৃহেতে ।

অশ্রুপাত না করিয়া

শোকাতুরা না হইয়া

আশুন সুরত্না বধু গৃহেতে অগ্রেতে (১) ॥ ৭

উঠিয়া চল সংসারে

যাওঁ যার সহকারে

করিতে শয়ন, তিনি গতাসু এখন ।

গ্রহণ করিয়া পাণি,

দিধিসু (২) হবেন যিনি,

হয়ে পত্নী তাঁর কর কর্তব্য সাধন ॥ ৮

মৃতের হাতের ধনু

গ্রহণ এবে করিনু ;

তেজ, বল তাহা হ'তে হবে উপচিৎ,

থাক অত্র ওহে মৃত !

আমরা সুবীর যত,

পারি যেন স্পর্ধি শত্রু করিতে নিহত ॥ ৯

(১) “মূলে এই ঋকের শেষে এই শব্দগুলি আছে । “আরোহন্ত জনরঃ যোনিং অগ্রে ।” শেষ শব্দটির একটি বিস্ময়কর ইতিহাস আছে । ঋগ্বেদে সতীদাহের উল্লেখ নাই । আধুনিক কালে ঐ কুপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয় । ঐ কুপ্রথা ঋগ্বেদ সম্বন্ধে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের কোন কোন গণ্ডিত “অগ্রে “শব্দ পরিবর্তন করিয়া অগ্রেঃ” করিয়া সতীদাহ বিষয়ক একটি অভূত অর্থ করিয়াছিলেন । আধুনিক কুপ্রথাগুলি সংরক্ষণার্থ কপট শাস্ত্র ব্যবসায়ীগণ প্রাচীন শাস্ত্রের যে ভুরি ভুরি অস্বাভাবিক ও মিথ্যা অর্থ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই কার্যটি সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও জঘন্য ।”

(২) । দিধিসু অর্থে নারীর দ্বিতীয়পতি । ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র এই ঋকের যে অর্থ করিয়াছেন আমি তাহাই গ্রহণ করিলাম ।

সুশেবা পৃথিবী এই সর্বত্র ব্যাপিনী যেই
মাতৃবৎ ভূমি, - তাঁর হও সন্নিহিত ।

বুবতী রমণী যথা মেঘলোমকমা তথা,
হইয়ে নিখাতি হতে করুন রক্ষিত ॥ ১০

ইঁহাকে উন্নত রাখ, পীড়া এঁকে দিওনাক
সুন্দর সামগ্রী দাও, দাও প্রলোভন ।

মাতা যথা পুত্রবরে অঞ্চল দ্বারা আবরে,
ভূমে ! তথা ইঁহাকে করহ আচ্ছাদন ॥ ১১

পৃথিবী ইঁহার 'পরে হয়ে স্থিত স্তূপাকারে
থাকুন, সহস্রধূলি থাকুক উপরে ।

ঘত'গুণ গৃহ যথা তাহারা হইয়ে তথা
দিউক আশ্রয় মৃত্যুতে দিন দিনান্তরে (১) ॥ ১২

পৃথিবীকে উত্তম্বিত, তব' পরে লোষ্ট্র স্থিত
করিতেছি যাতে তব বিনাশ না হয় ।

এই স্তূপা (২) পিতৃগণ রাখুন করি ধারণ
স্থাপুন এখানে যম তোমার আশ্রয় ॥ ১৩

(১) সায়ণের মতে ১০, ১১, ১২ এই তিন শ্লোকের তাৎপর্য এই যে যখন মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিয়া অস্থি সংরক্ষণ করা হয় তখন ঐ কয়েকটি শ্লোক পাঠ করা হয় । কিন্তু মূলে অস্থি শব্দের উল্লেখ নাই । শ্লোক কয়েকটি পাঠে বোধ হয় মৃতকে মৃত্তিকার নীচে রাখা হইত ।

(২) । স্তূপা-খুটি ।

পর্ণ যথা শর'পরে বক্রে অবস্থিতি করে,
 তথা বক্র দিনে আমি আজ পড়িলাম ।
 রশ্মি যথা অশ্ববরে রাখে কষ্টে রুদ্ধ করে,
 তেমনি দুঃখের বাক্য রুদ্ধ করিলাম ॥ ১৪ ॥

৭৫ সূক্ত ।

নদীগণ দেবতা । • সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি ।

জলগণ ! তোমাদের অত্যাশ্রয় মহিমান ।
 যজ্ঞমান সদনেতে কবি করেন ব্যাখ্যান ॥
 সাত সাত করি তারা তিন শ্রেণীতে চলিল ।
 সকল নদীর'পরে তেজ সিন্ধুর বাড়িল ॥ ১ ॥

যখন ধাবিত সিন্ধু ! হলে দেশে অন্নবান্ ।
 কাটিয়া তোমার পথ বক্রণ করিলা দান ॥
 ভূমি'পরে তুমি কর উন্নত পথে গমন ।
 সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি, আছে যত নদীগণ ॥ ২ ॥

ভূমি হ'তে উঠি শব্দ করে আকাশ ছাদন ।
 উজ্জল মূর্তিতে সিন্ধু বেগে করিছে গমন ॥
 অন্ন হ'তে ঘোররবে যেন হতেছে বর্ষণ ।
 আসিতেছে সিন্ধু করি বৃষভ সম গর্জন ॥ ৩ ॥

ধেনুমাতা লয়ে পয় ধায় যথা বৎসপ্রতি ।
 জল লয়ে নদী সব তব প্রতি করে গতি ॥

সমরে চলেন রাজা লইয়া সঙ্গে বাহিনী !

এই দুই নদীশ্রেণী তথা তোমার সঙ্গিনী ॥ ৪

হে গঙ্গে যমুনে গুন স্তব মম স্বরস্বতি !

শুভুদ্ৰি পরুষি গুন করি আমি এ মিনতি ॥

অসিক্রী সঙ্গতা নদী মরুৎধা ও বিতস্তা ।

গুনহ সূযোমাগতা আজীকিরে মম কথা (১) ॥ ৫

মিলিত হইলে সিন্ধু তৃষ্টমা সহ প্রথমে ।

পরেতে সসতুঁ এবং রসা শ্বেতীর সঙ্গমে ॥

ক্রম্ গোমতীকে তুমি কুভা ও মেহেতু সহ ।

মিলাইয়া, একরথে চলিতেছ অহরহ (২) ॥ ৬

শুভবর্ণ সমুজ্জল সরল গমনে চলে ।

মহতী দুর্দ্ধবা সিন্ধু—সর্বত্র প্রাবিত জলে ॥

(১) শুভুদ্ৰি অর্থে শতদ্রু নদী । পরুষী অর্থে ইরাবতী বা রাবী নদী । অসিক্রী অর্থে চিনাব নদী । অসিক্রী, বিতস্তা বা কীলম নদীর সহিত মিলিত হইলে মরুৎধা নাম ধরে । বিতস্তা অর্থে কীলম । আজীকিরী অর্থে বিপাসা বা বেরাস নদী । সূযোমা অর্থে সিন্ধু । ঋগ্বেদের অনেকস্থলে সিন্ধু নদী ও তাহার শাখাগুলির উল্লেখ আছে, গঙ্গার প্রায় উল্লেখ নাই । হিন্দুগণ তখন পাঞ্জাব প্রদেশেই বাস করিতেন ।

(২) ৫ম ঋকে সিন্ধুনদীর পূর্বদিকের (পাঞ্জাব প্রদেশের) শাখাগুলির নাম পাওয়া যায় । ৬ষ্ঠ ঋকে পশ্চিমদিকের (কাবুল প্রদেশের) শাখাগুলির নাম পাওয়া যায় । কুভা অর্থে কাবুল নদী গোমতী অর্থে গোমালনদী ইত্যাদি ।

গতিশালী যত আছে, তাঁর সম নাই কেহ ।

ঘোটকীর মত চিত্রা, বপুষীর মত দেহ ॥ ৭

কত অশ্ব, কত রথ, হিরণ্যের অলঙ্কার ।

কত বস্ত্র, কিবা সজ্জা, কত অন্ন আছে তাঁর ॥

সীলমাবতী যুবতী সিন্ধু নদী উর্ণাবতী ।

মধুপ্রসূ পুষ্পাবতা অহো কি সৌভাগ্যবতী ॥ ৮

অশ্বযুক্ত স্রথকর রথ করি সংযোজন ।

তাহাতে দিলেন যজ্ঞে আনি সিন্ধু অন্নধন ॥

অদক, স্বযশোযুক্ত, মহতী মহিমা তাঁর ।

বলিয়া সকলে স্তব করে তাঁর অনিবারি ॥ ৯

৮.২ সূক্ত । (১)

বিশ্বকর্মা দেবতা । বিশ্বকর্মা ঋষি ।

চক্ষুমান্, মনস্বান্, ধীর, পিতা মতিমান্,

স্বতবৎ সৃজিলেন পৃথিবী দ্যাবায় ।

তাহাদের অন্ত যদা ক্রমে দূর হল তদা,

দ্যালোক ভুলোক ভিন্ন হইল তাহায় ॥ ১

বিশ্বকর্মা বৃহন্নান্, সৃজিলেন সৃষ্টি নানান্,

তিনিই বৃহৎ, তিনি পালেন সকলে ।

সর্বজ্ঞা সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণ করি বিদ্বদিষ্ট

সপ্তর্ষি উপরে স্থিত, এক মাত্র বলে ॥ ২

তিনি আমাদের পিতা, জনিতা, তিনি বিধাতা,

বিশ্বভুবনের যত ধাম অবগত ।

সব দেবতাই (১) তিনি এক অদ্বিতীয় ষিনি

তাঁহাকে জানিতে চাহে সমস্ত জগত ॥ ৩

সৃষ্ট হলে সৃষ্টাসৃষ্ট (২) বাঁহারা এ সর্বভূত

সুশোভিত করিলেন সেই ঋষিগণ ।

প্রাচীন স ঋষিগণ প্রভূত করি স্তবন

তাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেন হবন ॥ ৪

দ্ব্যপোক ভুলোক বাহা অতিক্রমি আছে তাহা

অমুর দেবতাগণে যাতে অতিক্রমে ।

কোন্ গর্ভে জলগণ করিলা তাহা ধারণ

যে গর্ভেতে দেব সব সঙ্গত প্রথমে (৩) ॥ ৫

অজের নাভির মূলে যে এক পদার্থ স্থলে

এ বিশ্ব ভুবন সব অন্তর্লীন ছিল ।

বাহাতে দেবতা সবে সঙ্গত ছিলেন ভবে

সেই গর্ভে জলগণ প্রথম ধরিল ॥ ৬

(১) ভিন্ন ভিন্ন দেবগণ কেবল ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র । (২)

সৃষ্টাসৃষ্ট—স্বাবরজস্রম । (৩) সমস্ত দেবকার্যের ও দৈব ক্ষমতার একই উন্নত স্থান আছে, ঋষি তাহাই বর্ণনা করিতেছেন ।

সৃষ্টি করিলেন যিনি অজ্ঞেয় জানহ তিনি

তোমাদের অণু ভাব রয়েছে অন্তরে ।

নীহারে হয়ে আবৃত লোক জন্মায় রত (১)

প্রাণের তৃপ্তির জন্য স্তবস্তুতি করে ॥ ৭

৮৫ সূক্ত । •

১—৫ সোম । ৬—১৬ সূর্য্যাবিবাহ । ১৭ দেবগণ ।

১৮ সোমার্ক । ১৯ চন্দ্রমা । ২০—২৮ নরের বিবাহ-
মন্ত্র আশীঃপ্রায় । ২৯, ৩০ বধুবাস সংস্পর্শ নিন্দা ।

৩১ বক্ষনাশিনী দম্পতী । ৩২—৪৭ সূর্য্য ।

সূর্য্য ঋষি ।

পৃথিবীকে উদ্ভাসিতা করিয়াছে সত্য ;

সূর্য্যের প্রভাবে তথা স্বর্গ উদ্ভাসিত ।

ঋতেতে আকাশে স্থিত যতেক আদিত্য,

উহার প্রভাবে সোম তথা অধিশ্রিত । ১

সোম হ'তে বল প্রাপ্ত আদিত্য সকল,

সোমের প্রভাবে পৃথ্বী মহতী কেমন !

অথচ এই যে সব নক্ষত্র মণ্ডল,

তাদের নিকটে তাঁর হয়েছে ঘটন । ২

(১) সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার কথা আলোচনা করিয়া ঋগ্বেদের ঋষি বহু পূর্বে
যাহা বলিয়াছেন অদ্য সত্য জগতের ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিতগণ তাহাই
বলিতেছেন—মনুষ্যেরা তাঁহাকে বুঝিতে পারে না । কুজ্জটিকাতে আবৃত
হইয়া লোকে নানাপ্রকার জল্পনা করে মাত্র ।

ওষধি স্বরূপ সোমে করি নিষ্পীড়ন ।
 ভাবে লোক করিলাম পান সোমরস ;
 কিন্তু যে প্রকৃত সোম জাত স্তোতৃগণ ।
 কেহই না জানে তার সুমধুর রস । ৩

ওহে সোম ! স্তোতা যত বিহিত বিধানে
 রাখেন গোপনে তোমা করি আচ্ছাদন ;
 পাষাণের শব্দ পশে তোমার শ্রবণে ।
 পিয়িতে না পারে তোমা পাথিব কখন । ৪

দেব ! তব পানে তব নাহি অপচয়,
 বরঞ্চ তাহাতে করি বৃদ্ধির দর্শন ।
 মাস যথা রক্ষা করে বর্ষ সমুদয়,
 সোমের রক্ষক বায়ু আছেন তেমন । ৫

রৈভী নায়ী ঋক্‌গুলি হ'ল সহচরী,
 দাসী হল নারায়ণী তখন সূর্য্যার ;
 গাথায় সুন্দর বস্ত্র পরিকৃত করি
 আনীত হইল সেই বিবাহে তাঁহার (১) । ৬

(১) এই ঋক্‌ হইতে ১০ টি ঋকে সন্নিহিত সূর্য্যার বিবাহের কথা আছে ।

যখন চলিলা সূর্য্যা পতির ভবন,
চৈতন্য হইল উপবর্হণ তাঁহার;
অভ্যঞ্জন (১) হইলেক তাঁহার নয়ন,
ভুলোক দ্যালোক কৈ'ল কোণব্যবহার (২) । ৭

স্তব সব হইল রথের চক্রাশয়,
কুরীর নামক ছন্দ রথ-অভ্যন্তর ;
হইলেন সে সূর্য্যার বর অশ্বিদ্বয়,
দূতরূপে অগ্নিদেব হ'লা অগ্রসর । ৮

মনে মনে পতি সূর্য্যা করিলে কামনা,
সম্প্রদান করিলেন তাঁহাকে সবিতা ;
করিয়াছিলেন সোম বিবাহ বাসনা ।
কিন্তু অশ্বিদ্বয় তাঁর হইলা গৃহীতা । ৯

মানস হইল তদা শকট সূর্য্যার,
আকাশ হইল তাঁর উর্দ্ধ আচ্ছাদন ;
ছুই শুক্র তারা হ'ল বাহক তাঁহার,
যখন করিলা সূর্য্যা গৃহে আগমন । ১০

(১) অভ্যঞ্জন—তৈল হরিদ্রা ইত্যাদি দ্বারা শরীরের বিশলীকরণ ক্রিয়া ।

(২) কোণ—জ্ঞানাদি ক্রিয়া ।

ঋক্ সাম অভিহিত যুগ্ম বৃষবর
 হেথা হ'তে তাহার শকট বহে নিল ;
 সূর্য্যো ! দুই কর্ণ তব রথের চকর ;
 দিবি-পথ চরাচর তাহার হইল । ১১

শুচি (১) হ'ল চক্রদয় চলিতে চলিতে,
 বিস্তারিত অক্ষ রথে স্থাপিত হইল ;
 উত্ততা হইয়া পতি গৃহেতে বাইতে
 মনোরূপ শকটেতে সূর্য্য আরোহিল । ১২

যে উপটোকন দিল সূর্য্যাকে সবিতা,
 অগ্রে অগ্রে সে যৌতুক বাইতে লাগিল ;
 অঘাতে (২) সে গাভী সব হইল তাড়িতা,
 অজ্জুনীতে (৩) সে যৌতুক উহমান্ হ'ল । ১৩

ত্রিচক্র রথেতে চড়ি হে অশ্বিনুগল !
 " করিয়া প্রার্থনা বহু গৃহিলে সূর্য্যাকে ;
 আহ্লাদিত হইলেন দেবতা সকল,
 পিতৃরূপে বরিলেন পুত্র তোমাদিগে । ১৪

(১) শুচি—উজ্জ্বল । (২) অঘা—মধ্য নক্ষত্রের উদয় কাল ।

(৩) অজ্জুনী—কাক্তনী নামক দুই নক্ষত্রের উদয় কাল ।

যখন হইয়া বর বসিতে আসিলে
 সূর্য্যাকে, কোথায় ছিল রথচক্র এক ?
 কোথায় বা উভয়েতে বল দাঁড়াইলে,
 কোথা আছে পথ তাহা জানিতে বারেক ? ১৫

কালে কালে চলে হেন তব চক্রদ্বয়
 হে সূর্য্যো ! স্তোত্রা সবে অবগত তাহা ;
 আর এক চক্র তব আছে গোপনীয়
 বিদ্বান্ ব্যক্তির মাত্ৰ অবগত যাহা (১) । ১৬

সূর্য্যাদেবতাকে আর অন্য দেবগণে,
 মিত্রদেবে, বরুণ দেবকে সে প্রকার ;
 গাহারা আছেন প্রাণি হিতের চিন্তনে,
 সকল দেবতাগণে এই নমস্কার । ১৭

এই দুই শিশু(২) করে বিচরণ পূর্বাপরে
 খেলিতে খেলিতে তারা আসয়ে অন্ধরে ;
 বিশ্ব ভুবনেতে একে নেত্র মেলি চেয়ে থাকে
 ঋতু সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ জন্মায় অপরে । ১৮

(১) দুই চক্র—চন্দ্র সূর্য্য ; একচক্র—সমস্তদেব ।

(২) দুই শিশু—চন্দ্র ও সূর্য্য ।

দিবস-কেতু-স্বরূপ ধরি নিত্য নবরূপ
করেন উষার আগে সূর্য্য আগমন ;
তিনি, যত হয় বাগ, দেবতারে দেন ভাগ,
করেন চন্দ্রমা দীর্ঘ আয়ু বিতরণ । ১৯

যে রথে শাল্মলী শোভা কিংকর হিরণ্য প্রভা
সুবৃত্ত, অমৃতালয় যে রথ সুন্দর ;
করি সূর্য্যো ! আরোহণ সে রথে পতি-ভবন
বাও, সঙ্গে বা'ক উপচৌকন বিস্তর । ২০

এই কন্যা পতিবতী, বিশ্বাবসো ! নমঃস্তুতি
করি তোমা, তথা হ'তে কর গাত্রোখান ;
পিতৃগৃহে আছে যথা অত্যা যে বপুর্বিভক্তা,
সেই তব ভাগ, কর তথায় প্রস্থান । ২১
অত্র হ'তে বিশ্বাবসো ! কর গাত্রোখান,
পূজা করিতেছি তোমা নমঃ সহকারে ;
যাও, ব্যক্তা অত্যা যথা আছে বিদ্যমান
'পতির সংযোগে জায়া করহ তাহারে (১) । ২২

(১) বিশ্বাবসু বিবাহের অধিষ্ঠাতা । কন্যা বিবাহ সঙ্কলন প্রাপ্ত হইলে
বিশ্বাবসু দেবেরা বিধেয় এই যত ২১, ২২ শ্লোক হইতে প্রতীয়মান হয় । এই
জ্ঞান হইতে সূক্তের শেষ পর্য্যন্ত বিবাহের বিবরণ ও মন্ত্র পাওয়া যায় ।
কন্যাদিগের বিবাহ বিবরণ দিবার আগে সূর্য্যার বিবাহ যেন ভূমিকা স্বরূপ
প্রয়োগ হইয়াছে ।

বরবাতি সমাগমে

যান কণ্ঠা অবেষণে

যে পথে সে পথ হ'ক সুগুম সরল ।

অযামা ভগদেবতা

নিরাপদে নি'ন তথা

দাম্পত্য সুষত হ'ক, দেবতা সকল !! ২৩

করিতেছি বিমোচন

বরুণ পাশ-বন্ধন

সুশেব সবিতা তোমা বাঁধিল যাহায় ।

সুকৃত-ঋত-আধার

অরিষ্ট নাহিক যার

হেন স্থানে পতি সহ স্থাপিব তোমায় (১) ॥ ২৪

ই'হাকে এস্থান হতে মুক্ত করিলাম ।

অপর স্থানের সহ বাঁধিয়া দিলাম ॥

হে বর্ষণকারী ইন্দ্র ! হরে ভাগ্যবতী ।

সুপুত্রা হইয়া ইনি করুন বসতি ॥ ২৫

তোমাকে হস্তে ধরিয়া

যাউন পুষা লইয়া

• অশ্বিদ্বয় রথে তোমা করুন বহন ।

কন্বী হও গৃহে যেয়ে

সবার উপরে গিরে

আপন প্রভু কন্যো ! করহ স্থাপন ॥ ২৬

(১) কণ্ঠা দেখিয়া শুনিয়া পতি বরণ করিতেন, তাহা এই মণ্ডলের ২৭ সূক্ত, ৭ ঋক হইতে কতকটা দেখা যায়। “কত রমণী অর্থে প্রীত হইয়া নারী-প্রিয় পুরুষের অনুরক্ত হয়। কিন্তু সুগঠনা ও ভদ্রকণ্ঠা অনেক পুরুষের মধ্যে আপনি প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করেন।”

জগিয়া অত্র সন্ততি হ'ক তব লাভ প্রীতি,

এই গৃহে সাবধানে কর গৃহ-কাজ ।

তনু এই পতি সহ, সংযুক্ত কন্তে করহ

কর্ত্তীভাবে বার্কক্যেও করিও বিরাজ ॥ ২৭

হইতেছে দেহ তাঁর নীল ও লোহিত ।

কৃত্যার (১) প্রভাব তাঁর হতেছে ব্যঞ্জিত ॥

বাড়িতেছে তাঁহার যতেক জ্ঞাতিগণ ।

নানাক্রমে হইতেছে পতির বন্ধন ॥ ২৮

পরিভ্যাগ কর এই মলিন বসন ।

স্তোতাগণে প্রদান করহ বভ্রধনু ॥

পদ্বতী হইয়া কৃত্যা গেলেন চলিয়া

জায়া ও গেলেন স্বীয় পতিতে পশিয়া ॥ ২৯

পতি বধুবন্ধে স্বীয় অঙ্গ আচ্ছাদন ।

করিবার চেষ্টা যদি করেন কখন ॥

তাঁহার উজ্জল তনু হইবে মলিন ।

কৃত্যার পাপের স্পর্শে হইবে শ্রীহীন ॥ ৩০

(১) কৃত্যা কি বুঝা যাইতেছে না । সারণ বলেন পাপদেবতা ।

যে যে যজ্ঞ (১) আসে লোকপশ্চাদ্ হইতে ।

হরিয়া বধুর চক্রে লইয়া যাইতে ॥

তাহাদিগে করুন যজ্ঞীয় দেব যত ।

তথাগত যথা হতে তাহারা আগত ॥ ৩১

দম্পতীর পরিপত্তী হউক বিনষ্ট ।

সুবিধা সংযোগে দূর হ'ক যত কষ্ট ॥

অবাতিরা দ্রুত বেগে করিয়া গমন ।

ককক দম্পতী হ'তে দূরে পলায়ন ॥ ৩২

এই বধু দেখিতে অত্যন্ত সুলক্ষণ ।

তোমরা সকলে ওগো করহ দর্শন ॥

সৌভাগ্য আশীষ বাক্য করিয়া প্রদান ।

নিজ নিজ গৃহ পরে করহ প্রস্থান ॥ ৩৩

এই বস্ত্র তুষ্ট কটু অপাষ্ট বিষাক্ত । (২)

ব্যবহার যোগ্য নহে, ইহা পরিত্যক্ত ॥

ব্রহ্মা নামে যে ঋত্বিক জানেন সূর্য্যায় ।

তাহাকে এ বধুবস্ত্র দিতে পারা যায় (৩) ॥ ৩৪

(১) রোগ শোকাদি ।

(২) তুষ্ট—দাহযুক্ত ; কটু—মলিন ; অপাষ্ট—অগ্রাহ্য ।

(৩) এই ঋক্গুলি বিবাহের আচার সম্বন্ধে । এক্ষণে যেমন নাপিত্ত
বিবাহের বস্ত্র লাভ করে, তৎকালে সে বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল ।

সূর্য্যার সুন্দর রূপ করহ দর্শন।
 আশমন, বিশমন, অধিবিকর্তন ॥
 তাঁহার যে বস্তু আছে, করিয়া শোধন।
 পারেন ঋত্বিক ব্রহ্মা করিতে গ্রহণ ॥ ৩৫

সোভাগ্যের জন্ত তব ধরিতেছি হস্ত, ধব
 করিয়া আশায়, পৌছ বার্কক্য সীমায়।
 পুরন্ধি দেব সবিভা অর্য্যমা ভগদেবতা
 গাইপত্য জন্ত তোমা দিলেন আশায় (১) ॥ ৩৬

পুষা! শিবতমা তাঁকে প্রেরণ কর আমাকে
 বীজ যাতে মনুষ্যেরা করেন বপন।
 যিনি হয়ে কামবতী আমরাও কামী অতি
 করিবেন আমাদের প্রেম আলিঙ্গন ॥ ৩৭

উপচোকনের সহ অগ্রেতে সূর্য্যায়।
 ভোমার নিকটে অগ্নে আনিলে তাঁহার ॥
 পতিকে বনিতা পুনঃ কর সমর্পণ।
 তুমিই তাঁহাকে কর প্রজা বিতরণ ॥ ৩৮

দিরাছেন পত্নীকে অগ্নিই পুনর্বার ।
 পরমাযু আর যত লাভণ্য তাঁহার ॥
 ইহার যে পতি তিনি শতেক শরৎ ।
 দীর্ঘায়ু করিয়া লাভ থাকুন জীবৎ ॥ ৩৯

প্রথমেভে সোম তোমা করেন বিবাহ ।
 গন্ধর্ব্বের সহ তব দ্বিতীয় উদ্বাহ ॥
 তৃতীয় অগ্নিই তব পতির স্থানীয় ।
 পরিশেষে পতি তব মনুষ্য তুরীয়(১) ॥ ৪০

• সোম তাঁকে গন্ধর্ব্বকে করিলেন দান ।
 গন্ধর্ব্ব করিলা তাঁকে অগ্নিকে প্রদান ॥
 অগ্নিই দিলেন সেই বনিতা আমায় ।
 ধন পুত্র পাইলাম বাহার কুপায় ॥ ৪১

• তোমরা উভয়ে সুখে বাস কর অত্র ।
 বিযুক্ত না হও, চির থাকহ একত্র ॥
 পুত্রনপ্তৃ সহ করি ক্রীড়া নিরন্তর ।
 আপন গৃহেতে থাক মুদিত অন্তর ॥ ৪২

করুন প্রদান প্রজা আমাদিগে প্রজাপতি ।

অর্য্যমা জরাপর্য্যন্ত রাখুন মিলিত অতি ॥

হে বধূ কল্যাণী হয়ে পশহ পতি আলয়ে ।

মঙ্গল করহ পশু দাসদাসী সমুদয়ে ॥ ৪৩

ক্রোধশূন্য হ'ক নেত্র, হও পতি হিতৈষিনী ।

প্রফুল্লমানসা হও, লাবণ্যে মনোহারিণী ॥

বীর প্রসবিনী হও, থাক দেবকামা হয়ে ।

মঙ্গল করহ পশু দাসদাসী সমুদয়ে ॥ ৪৫

হে বর্ষণকারী ইন্দ্র ! ইহাঁকে সুপুত্রবতী ।

করহ, 'হউন ইনি অতিশয় ভাগ্যবতী ॥

ইহার গর্ভেতে হ'ক উৎপাদিত পুত্র দশ ।

পতির সহিত তারা হ'ক সখে একাদশ ॥ ৪৫

সম্রাজ্ঞী স্বরূপা হও শশুর উপরে ।

শাশুড়ীকে রাখ তথা বশীভূত করে ॥

ননদের পরে হও সম্রাজ্ঞী তেমন ।

হৃদয়েরা তব আজ্ঞা করুক পালন ॥ ৪৬

আমাদের উভয়কে মিলিত হৃদয় ।

করুন আছেন যত দেব সমুদয় ॥

জলগণ, মাতরিশ্বা, বাগ্‌দেবী ও ধাতা ।

আমাদের সংযোগের হউন বিধাতা ॥ ৪৭

১২১ সূক্ত । (১)

প্রজাপতি দেবতা । হিরণ্যগর্ভ ঋষি ।

ছিলেন হিরণ্যগর্ভ অগ্রে বিত্তমান,
জাতমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর মহান;
ধরিলেন এই পৃথ্বী, আকাশ আবার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ১

জীবাত্মা দিলেন যিনি, যিনি বলদাতা,
পালেন আদেশ যার সকল দেবতা ;
অমৃত যাহার ছায়া, মৃত্যু বশে যার ;
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ২

জগতে যা আছে প্রাণবান্ চক্ষুশ্রবান্,
সকলের রাজা তিনি একই মহান ;
বিপদ কি চতুষ্পদ,—প্রভু সবাকার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৩

এই হিমবান্ গিরি মহিমা যাহার,
যার সৃষ্ট রসা সহ এই পারাবার ;
এই সব দিক যার বাহুর আকার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৪

(১) এই সূক্তর ও সারগর্ভ সূক্তে এক ঈশ্বরের মহিমা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ।
সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ।

এই সমুদ্রত ছোঁ যাঁহার স্থাপিত,
 দৃঢ়ীভূতা, পৃথ্বী, স্বর্গ নাক (১) সংস্কৃতিত ;
 পরিমিত অন্তরীক্ষ কর্তৃক যাঁহার,
 করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৫

সশব্দে ছাঁবা পৃথিবী স্তম্ভিতোন্মাসিত,
 মনে মনে জান যাঁরে মহিমা-পূরিত ;
 সূর্য্যের উদয় হয় আশ্রয়ে যাঁহার,
 করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৬

ঐ বিশ্ব যে জলগণ প্লাবন করিল,
 তাদের গর্ভেতে অগ্নি উৎপন্ন হইল ;
 দেবপ্রাণরূপে পরে অবির্ভার যার,
 করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৭

দক্ষের (২) ধারণে জল উৎপাদিলে বল,
 দেখিলেন যিনি সেই সর্ব্বময় জল ;
 দেব'পরে অদ্বিতীয় দেবত্ব যাঁহার,
 করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৮

(১) নাক—স্বর্গের উপরিস্থ লোক ।

(২) , দক্ষ—বল ।

না করেন হিংসা যেন আমাদিগে তিনি,
পৃথিবীর জনয়িতা সত্যধর্ম যিনি ;
বাহার সৃজন তৌ সলিল অপার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৯

প্রজাপতে ! তুমি ভিন্ন অণু কেহ আর,
সৃজে নাই এই সব বস্তু সমাহার ;
সফল হউক হোম করি যে আশার,
ইষ্টে লাভ করি যেন আমরা সবার । ১০

১২৯ সূক্ত ।*

পরমাত্মা দেবতা । প্রজাপতি ঋষি ।

সদস্যং রজ বোম ছিল না তখন ।
বোমের উপরে কোন ছিল না ভূদন ।
কে ছিল কোথায় ? কিছু ছিল আবরণ ?
ছিল কি তখন অন্ত, গভীর গহন ? ১

* এহ সূক্তটি অতীব জ্ঞাতব্য । ইহাতে সৃষ্টির আদি কারণ বর্ণিত
হইয়াছে ।

ছিল না তখন মৃত্যু ছিল না অমৃত ।
 রাত্র হ'তে দিবসের ছিল না প্রকেত (১) ।
 সেই এক ছিলেন স্বধায় (২) প্রাণবান্ ;
 ছিল না তা হ'তে কেহ পর বিদ্যমান্ । ৩

তম দ্বারা তম ছিল অগ্রেতে আবৃত,
 এ সব সলিল ছিল, সব অপ্রকেত (৩) ।
 তুচ্ছতে(৪) আচ্ছন্ন বাহা ছিলেন তখন ।
 তাহা এক হইলেন তপে (৫) উৎপাদন ॥ ৩

প্রথমেই সমুদ্ভূত কামনা হইল ;
 মনের সৃষ্টির হেতু তাহাতে জন্মিল ।
 বিচারিয়া মনোবার হৃদে ক্ষেপণ,
 অসম্মত সতের যোগ করিলা দর্শন । ৪

তট পার্শ্বে তাহাদের রশ্মি উজ্জ্বল অধা,
 বিস্তৃত হ'লে কি, ভূত হইল রেতোধা ? (৬)
 মহিমা (৭) সকল ক্রমে লভিল জনম ।
 অবাস্তিত (৮) হল স্বধা-প্রযতি (৯) পরম ॥ ৫

(১) প্রভেদ জ্ঞান । (২) আত্মধারণ শক্তিধারা । (৩) প্রভেদ জ্ঞান
 বহিত । (৪) অবিদ্যমান স্বধায় । (৫) সৃষ্টি পর্যালোচনারূপ তপশ্চার্য । (৬)
 বীজরূপীকর্তা । (৭) ভূত প্রপঞ্চ । (৮) নিস্তেহিত । (৯) ভোক্তাজীব ।

কে ইহা প্রকৃত জানে কে পারে বর্ণিতে
কোথা হ'তে হল ? এই সৃষ্টি কোথা হতে ?
সৃষ্টির পরেতে সৃষ্ট যত দেবগণ ;
কোথা হতে হল তাহা জানে কোন্ জন ? ৬
কোথা হতে সৃষ্টি কেহ করিলেন কি না ;
ইহার অধ্যক্ষ যিনি কেবা তিনি বিনা
জানে ইহা ? পরস্থানে(১) ব্যোমরূপে যিনি
অঙ্গরূপে আছেন, জানেন মাত্র তিনি । ৭

১৯১ সূক্ত । (২)

১ । অগ্নি ; ২—৪ সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমত ।

সংবনন ঋষি ।

হে অগ্নে ! তুমিই প্রভু দেও কামাফল ।
তোমাতে মিশ্রিত আছে বিশ্বের সকল ॥
অনিতেছ তুমি দেব যজ্ঞের বেদিতে ।
আশা করি আমাদিকে ধন প্রদানিতে ॥ ১

(১) পরস্থানে স্থিত ।

(২) এই সূক্তটি ঋক্বেদের সর্বশেষ সূক্ত । ঋক্বেদের অনুবাদ শেষ-
কালে মহানুভব রমেশবাবু বলিতেছেন,—“ঋক্বেদ সংহিতার সমাপ্তি উপলক্ষে
অনুবাদক ঋক্বেদের অনন্ত ভাষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন

তোমরা একত্র হও বল এক কথা ।

একমন কর সবে ভজহ একতা ॥

প্রাচীন দেবতাগণ সবে এক হয়ে ।

পরিভুষ্ট হন এই যজ্ঞভাগ লয়ে ॥ ২

এক হ'ক মন্ত্র, আর একই সমিতি ।

এক হ'ক মন, আর একরূপ চিন্তি ॥

আমি তোমাদিগে এক মন্ত্রেতে মগ্নিত ।

করিতেছি, করি যজ্ঞ হবিত্রে সাধিত ॥ ৩

এক হ'ক তোমাদের যত অভিপ্রায় ।

এক হ'ক মন আর একই হৃদয় ॥

সৰ্বাংশে তোমরা সবে ভজহ সমতা ।

লাভ কর তোমরা সে পরম একতা ॥ ৪

করিতে সাহস করিতেছেন আমাদের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, আমাদের মন এক হউক, আমরা যেন সৰ্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একা লাভ করি ।। একা ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই ।” আর—

এই পদ্যানুবাদক পূর্বে যে একদা বলিয়াছিলেন, “ধর্মই মেকত্বেব,” বক্তৃবেদে তাহার সমর্থন দেখিয়া পুলকিত চিত্তে প্রত্যেক ভারতবাসীকে মহানুভব বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের বাক্য ও গহানুসরণ করিতে নিবেদন করিতেছেন ।”

শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা ।

— — — — —
পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ ।

২৯ কণ্ডিকা । ॥

(১ম ও ২য় মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে)

হে অগ্নে ! তুমিই কর কব্যের বহন ।

অতএব তোমাতে কব্যা করি সমর্পণ ॥

স্বাহুতি হউক এই আহুতি আমার । ১

হে সোম ! তুমিই পিতৃগণ-অধিষ্ঠান ।

অগ্নিতে তোমার জন্তু কব্যা করি দান ॥

স্বাহুতি হউক এই আহুতি আমার ॥ ২

(৩য় মন্ত্রে উল্লিখন)

দূরে গেল বেদিস্থ রাক্ষস বলাধার । ৩ ॥

৩০ কণ্ডিকা ।

(এই মন্ত্রে একখানি অঙ্গার উৎক্ষেপন করিবে)

যে সব অশুর করি রূপ পরিহার ।

পিতৃ অন্ন লোভে ধরে পিতার আকার ॥

শরীর শূন্য বা স্থূল করয়ে ধারণ ।

অগ্নি এই যজ্ঞ হ'তে করুন তাড়ন ॥ ১

৩১ কণ্ডিকা ।

(১ম মন্ত্রে শ্বাস রোধ করিবে)

হউন সন্তুষ্ট এই যজ্ঞে পিতৃগণ ।

গ্রহণ করুন ভাগ আপন আপন ॥ ১

(২য় মন্ত্রে শ্বাস ত্যাগ করিবে)

হইলা যথেষ্ট তুষ্ট যত পিতৃগণ ।

গ্রহণ করিলা ভাগ আপন আপন ॥ ২

৩২ কণ্ডিকা ।

(প্রথম ছয় মন্ত্রে পিতৃ নমস্কার)

পিতৃগণ, নমস্কার ; বসন্ত সময় ।

রসবান্ হয় যেন পদার্থ নিচয় ॥ ১

পিতৃগণ, নমস্কার ; গ্রীষ্মের উদয়ে ।

থাকে যেন বস্তু সব শুদ্ধতম হয়ে ॥ ২

পিতৃগণ ! নমস্কার ; আরন্তে বর্ষার ।

সজীব হউক এই জগত সংসার ॥ ৩

পিতৃগণ ! নমস্কার ; আসিলে শরৎ ।

রসবান্ হয় যেন সমস্ত জগৎ ॥ ৪

পিতৃগণ ! নমস্কার ; হেমন্ত সময় ।

হয় যেন জীব সব প্রমত্ত হৃদয় ॥

পিতৃগণ ! নমস্কার ; নম বারম্বার ।

শীতে যেন স্বাস্থ্যলাভ হয় সবাকার ॥ ৬

(৭ম মন্ত্রে গৃহিণীকে ঈক্ষণ করিবে)

পিতৃগণ ! আমাদিগে করহ গৃহস্থ ।

করেছি স্থাপিত হেথা প্রদেয় সমস্ত ॥ ৭

(৮ম মন্ত্রে পিতৃপিতৃগণ দশটি সূত্র, লোম, বা উর্ণা প্রদান করিবে)

পরিধেয় তোমাদের এই পিতৃগণ ।

পরিধান করহ স্বেদমরা এ বসন ॥ ৮

৩৩ কণ্ডিকা ।

(এই মন্ত্রে পুত্রকামাপত্তী মধ্যম পিতৃগণ ভক্ষণ করিবে)

এই ঋতুতেই হ'ক পুরুষ সঞ্চার ।

পাল, পিতৃগণ ! গর্ভে নীরোগ কুমার ॥ ১

৩৪ কণ্ডিকা ।

(এই মন্ত্রে পিতৃগণ সিঞ্চন করিবে)

অন্ন, দুগ্ধ, ঘৃত বাহি উদকের ধারা-

স্বরূপে পিতৃগণে দত্ত হতেছে তোমরা ।

জলদেব ! পরিতৃপ্ত ইহাতে এখন
হউন আছেন^{"১"} যত মম পিতৃগণ ১ ।

শতরুদ্রিয় অথবা রুদ্রাধ্যায় ।

নমস্কার করি রুদ্র ! ক্রোধকে তোমার ।
ইষুকে তোমার তথা করি নমস্কার ।
নমস্কার তব যুগ্ম বাহুকে আমার । ১

তোমার, যে শিবতনু কল্যাণ দায়িনী ।
পুণ্য স্বরূপিনী যাহা শান্তি প্রদায়িনী ।
গিরিশনু ! করহ তাহাতে নিরীক্ষণ ।
ক'র না তোমার উগ্র মূর্ত্তি প্রদর্শন । ২

অস্ত করিবার জন্ত হস্তে যেই শর
ধারণ করেছ গিরিশনু ভয়ঙ্কর ।
শিবময় কর তাহা গিরিত্র এখন,
পুরুষ ও জগতের ক'র না হিংসন । ৩

শিব বাক্যে হে গিরিশ করিছি প্রার্থনা ;
হয় যেন এ জগৎ নীরোগ সুমনা । ৪

অতিশয় বক্তা তুমি; আজ্ঞা কর হেন ;—
প্রথম ভীষক দৈব্য পাই মোরা যেন ;

আছে যত অহিগণ করহ জম্বিত,
নীচা যাতুধানী যত, কর বিদুরিত । ৫

এই যে মঙ্গল ময় দেবতা কখন
তাম্র বা অরুণ, বক্র বরণ ধারণ
করেন, আছেন তাঁর দশদিকে বাঁরা,—
সহস্র দেবতা—সবে ক্ষমা চাই মোরা । ৬

এই দেব যিনি নীল গ্রীব বিলোহিত,
নিরন্তর গতি বাঁরা আছে অব্যাহিত,
গোপ, উদহারীগণ সদা হেরে যাঁরে ;
করুন সে দেব মুখী আমা সবাকারে । ৭

নম নীলগ্রীব নম সহস্র নয়ন,
নম তোমা, তুমি দেব বৃষ্টির কারণ ;
যে সকল সত্ত্বা আছে তব অনুগত ।
তাহাদেবো কাছে এই মন্তক প্রণত । ৮

তব ধনু আত্মীর হ'তে ভগবন্ !
জ্যা মোচন কর দেব ! কর জ্যা মোচন ;
হস্তেতে যে ইন্দ্ৰ দব আছয়ে তোমার,
সে সমস্ত সত্ত্ব করহ পরিহার । ৯

জ্যাশূন্য হউক এই ধনু কপর্দীর,
তীর শূন্য হ'ক তুণ, শল্য শূন্য তীর ।

যাহাতে নিষঙ্গ দেব করহ ধারণ
সে নিষঙ্গাধার হ'ক বিশৃঙ্খল একগণ । ১০

যে অস্ত্র প্রভাবে তুমি করহ বর্ষণ,
সে অস্ত্রই হস্তে তুমি করহ ধারণ ।
তাহাও না হয় ঘেন উদ্বেগ কারণ । ১১

ধন্বিন্ ! তোমার ধনু, ত্যজি আমাদিগে,
দ্রবৃত্ত দমন জন্ত যা'ক অন্তদিকে ।
তোমার ইষুধি বাহা বাণের আধার
দূরেতে করহ দেব ! স্থাপন তাহার । ১২

জ্যোশ্রুত করিয়া ধনু, সহস্র নয়ন !
শতায়ুধ ! বিশল্য করিয়া বাণগণ ;
শিব ও স্তম্ভনা হয়ে দাও দরশন,
তোমার নিকটে এই বিনীত প্রার্থন । ১৩

প্রচণ্ড আয়ুধে তব করি নমস্কার,
তুগুণ্ড আয়ুধে নমস্কার পুনর্বার ;
ধনুকেও নমস্কার করিছি তোমার,
তব যুগ্ম বাহুকেও করি নমস্কার । ১৪

করিও না বধ আমাদের বৃদ্ধগণে,
বধিও না বালগণে কিসা যত ব্রহ্মণে ;

পিতামাতা পত্নীপুত্রে ক'রনা সংহার,
হে রুদ্র ! মিনতি এই আমা সবা কার । ১৫

আমাদের পুত্র পৌত্রে করহ কল্যাণ,
গো, অশ্ব, আয়ুর কর কল্যাণ বিধান,
অভিমানী যেও তার' ক'রনা হিংসন,
সদা করিতেছি রুদ্র ! তোমা আবাহন ॥ ১৬

অথর্ববেদ সংহিতা ।

প্রথম কাণ্ড ।

(১)

ইন্দ্র দেবতা ।

স্বস্তিদাতা, বিশাম্পতি, বৃত্রের নিহন্তা
শত্রুর দমনে যার অপূর ক্ষমতা ;
সোমপা সে ইন্দ্র হয়ে আমাদের নেতা,
অগ্রেতে চলুন বৃষ অভয় প্রদাতা । ১

হে ইন্দ্র ! অরাতি গণে করহ দমিত,
পারিত করহ যারা আসে যুদ্ধ আশে ;
অধম তিমিরে তারে করহ পাতিত
আমাদের সঙ্গে যেবা শত্রুতা প্রকাশে । ২

রাক্ষস সংহার কর, বধ শত্রুগণে ;
উপাড়িয়া ফেল বৃত্রদশন সকল ;
হে ইন্দ্র ! নিয়ত রত বৃত্রের নিধনে,
শত্রুর সকল ক্রোধ করহ নিষ্ফল । ৩

শত্রু মনস্কাম, ইন্দ্র ! কর বিদূরিত,
জিগীষুর শর তথা করহ নিষ্ফল ;
তোমারি আশ্রয় দানে কর সমাপ্তিত,
দূরে রাখ অরাতির আয়ুধ সকল । ৪

দ্বিতীয় কাণ্ড ।

(১৯)

অগ্নি দেবতা ।

তোমার উত্তাপে তারে করহ দাহন
হে অগ্নে ! যে ঘৃণা করে, যারে ঘৃণা করি ; ১

তোমার জ্বালায় তারে কর জ্বালাতন,
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি । ২

তোমার দীপ্তিতে তারে কর অভিভূত
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি ; ৩

তোমার শোচির দ্বারা হ'ক ভস্মীভূত,
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি ; ৪

তোমার তেজেতে তারে কর অন্ধীভূত
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি । ৫

চতুর্থ কাণ্ড।

“ (১৬)

বরুণ দেবতা।

এ সবেৰ অধিষ্ঠাতা বরুণ মহান্
 দেখেন সকলে যেন থাকি সন্নিহিত ;
 গোপনেও ভাবে যেবা করে অভিযান,
 বুঝেন দেবতা সবে, থাকেন বিদিত । ১

দাঁড়ায়, বেড়ায়, কিম্বা চলে সঙ্কোপনে,
 শয়নে গমন করে, করে বা উত্থান ;
 বাহা কিছু কাণে কাণে বলে দুইজনে
 শুনে তৃতীয় হয়ে বরুণ মহান্ । ২

এই যে পৃথিবী তাহা বরুণ রাজ্যার,
 অনন্ত আকাশ যার অন্ত দূরে স্থিত ;
 বরুণের দুই কুক্ষি দুই পারাবার ;
 অগ্নি উদকেও তিনি আছেন সংস্থিত । ৩

স্বর্গের পরে ও কেহ করিলে গমন
 আছেন বরুণ রাজা চৌদিকে তাঁহার ।
 তথা হইতে দূতগণ সহস্র নয়ন
 নিরীক্ষণ করে নিম্নে বসুধা বিস্তার । ৪

এসব বরুণ রাজ করেন নোকন
 ছায়া পৃথিবীর মাঝে, উল্কে তাহাদের ;
 নেত্রের পলক তিনি করেন গগন,
 নিগয় করেন, মত পাশ জড়কের । ৫

ত্রিধা সপ্ত সপ্ত তব পাশ বিস্তারিত,
 এড়াইতে বাহা কেহ নারে কদাচন ;
 হউক অনৃত বাদী তাহে বিজড়িত
 না হয় সত্যের যেন তাহাতে বন্ধন । ৬

ষষ্ঠ কাণ্ড ।

(৩১)

সূর্য্য-দেবতা ।

বিচিত্র বৃষভ আসি জননী সম্মুখে বসি
 পূর্বাকাশে ক্রমশঃ জনক দিকে ধায় । ১
 যেন তার শ্বাস হতে আলো পশে অন্তরেতে
 আকাশে শোভে সে বৃষ উজ্জল প্রভায় । ২
 ত্রিশভুবনের পরে সে বৃষ রাজত্ব করে
 প্রত্যহ প্রভাত হতে সমস্ত অহন্ ।
 এক পক্ষে, গান সহ, করি আরোহণ ॥ ৩

উনবিংশ কাণ্ড ।

(১২)

উষা-দেবতা ।

সহচরী রজনীর , করিয়া দূর তিমির
 ফিরাইয়া দেন তাহা যে পথে আগত,
 উষাদেবী আপনার প্রভাব বশত । ১

অমরা কুপায় তাঁর দত্ত ধন দেবতার
 পেয়ে বীর পুত্রগণে হইয়ে বেষ্টিত,
 শতেকু ছেমন্ত যেন থাকি হরষিত । ২

সমাপ্ত ।

